অনুবাদ-প্রসঙ্গে

ত্রিশ দশকের মার্কিন প্রগতিবাদী লেখকদের অন্যতম অ্যালবার্ট মাল্‌ৎস বাঙলা সাহিত্যে একটি প্রায় অপরিচিত নাম। শুধু বাঙলায় কেন, লেখক তাঁর স্বদেশবাসী আমেরিকানদের সঙ্গেও দীর্ঘকাল সাহিত্যসূত্রের যোগাযোগ বজায় রাখতে পারেননি। পারেননি কারণ আমেরিকান সরকার রাখতে দেয়নি।

কলম্বিয়া ও ইয়েল ড্রামা স্কুল থেকে ডিগ্রি পাবার পর মাল্‌ৎস নাট্যকার হিসাবে জীবিকার্জন শুরু করেন। ছোট গল্প রচয়িতা হিসাবে তাঁর নাম প্রগতিবাদী মহলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৮ সালে তাঁর ছোট গল্প 'দা হ্যাপিয়েস্ট ম্যান্ অন্ দা আর্থ' ও. হেন্‌রি পুরস্কার লাভ করে। ১৯৪১-এ তিনি লস্ এঞ্জেলেসে আসেন। উদ্দেশ্যের কথা তাঁর ভাষাতেই বলি : "গল্প লেখার বদ অভ্যাসটিকে আর্থিক সাহায্য যোগাতে।"

১৯৪৭ সালে অ্যালবার্ট মাল্‌ৎস ও হলিউডের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত আরো ন'জনের বিরুদ্ধে আমেরিকা-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয়। 'হাউস্ কমিটি অফ্ আন্‌আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিজ' তাঁদের রাজনৈতিক মতামত জানতে চান এবং সেই সঙ্গে কোন্ ট্রেড-ইউনিয়নের সাথে তাঁরা কিভাবে যুক্ত। সকলেই উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, 'বিল

অফ রাইট্‌স্' প্রদত্ত মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ হরণের জন্য আমেরিকান সরকারের এই অন্যায় রুখেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এই বিচারটিকে গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সংগঠনে ব্যবহার করার। শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে তাঁদের প্রত্যেকের এক বছরের কারাদণ্ড হল। চলচ্চিত্র ব্যবসায় মাল্ট্‌স 'ব্ল্যাক-লিস্টেড' হলেন। তাছাড়া বিদেশের সমস্ত আমেরিকান গ্রন্থাগার ও সেই সঙ্গে আমেরিকারও বহু গ্রন্থাগারকে মাল্ট্‌স-মুক্ত করা হল।

ন' মাস কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে মাল্ট্‌স মেক্সিকোয় চলে যান। এগারো বছর প্রবাসে কাটিয়ে ১৯৬২ সালে আমেরিকায় ফেরেন। 'বিচারে' দোষী সাব্যস্ত হবার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত তাঁর কোন লেখা আমেরিকায় প্রকাশিত হয়নি।

১৯৫০ সালে 'সিটিজেন রাইটার' নামে মাল্ট্‌সের একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। তাঁদের দশ জনের বিরুদ্ধে তখন মামলা চলছে। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি লেখকের বিভিন্ন জনসভায় প্রদত্ত ভাষণের সমষ্টি। রচনাকাল ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯। এক জায়গায় তিনি স্বৈরাচারী শাসকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে লিখছেন :

"…যেই কেউ সাহসভরে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করে অমনি তার নাম দেওয়া হয় বিশ্বাসঘাতক। যত যুদ্ধলিপ্সুরাই দেখি শান্তিকামীদের বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যাত করছে। একমাত্র যুদ্ধলিপ্সুরাই—শুধু এরাই দেশপ্রেমিক।

"এরা মিথ্যাবাদী, দেশপ্রেমিক নয়। এদের মুখে 'দেশপ্রেম' শব্দটি ঠিক যেন বেশ্যার মুখে প্রেমের বুলি। তফাতের মধ্যে বেশ্যারা অভাবে পড়ে মিথ্যা কথা বলে আর এরা বলে লোভে পড়ে।"

মাল্ট্‌স আজীবন নিরলসে স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে এই তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত করে এসেছেন। এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর লেখনী ধারণ—বর্ণবৈষম্য, জাতি-বাদ, কাঁচামালের বাজার-সন্ধানী মুনাফাখোর ধনতন্ত্র, দূষিত ধনতান্ত্রিক সমাজ—এরাই তাঁর শত্রু, তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য।

লেখকের সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস 'দি ক্রস্ অ্যাণ্ড দি অ্যারো'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জার্মানীর এক জার্মান শ্রমিকের কাহিনী। 'কেন এই যুদ্ধ' বুঝে না বুঝেই শ্রমিকটি নাৎসিদের মারণযন্ত্রের পরোক্ষ সহায়তা করে আস-

ছিল আরো বহু অচেতন মানুষের মতো। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী কিভাবে এই একদা রাজনীতি-নির্লিপ্ত মানুষটিকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল, প্রবৃত্ত করল আত্ম-সমালোচনায় এবং শেষপর্যন্ত সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপনে—এইটিই উপন্যাসের উপজীব্য।

এর পরেই লেখকের 'এ লঙ ওয়ে ইন্ এ সর্ট টাইম্' উপন্যাসটির উল্লেখ করতে হয়। আমেরিকার প্রকাশকেরা বারবার (আঠার বার) এই উপন্যাসটি প্রকাশে অসম্মতি জানায়। শেষে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হবার পূর্বেই তার অনুবাদ প্রকাশিত হয় চীনা ভাষায়। পরে অবশ্য ১৯৫৬ সালে ইংল্যাণ্ডে উপন্যাসটি মুদ্রিত হয়। মার্কিন কারাগারে বন্দী বিবিধ অভিযোগে অভি-যুক্তরাই এই উপন্যাসের চরিত্র। তীক্ষ্ণ সমাজভিত্তিক চরিত্র বিশ্লেষণ এখানে সমাজব্যবস্থাকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। মাল্‌ট্‌জের বৈশিষ্ট্য এবং সার্থকতা এইখানেই যে তিনি প্রতিটি ঘটনার তাৎপর্য ও কার্যকারণসম্বন্ধ আবিষ্কার করার জন্য অনুসন্ধান চালান সমাজ জীবনের গহনে—তাই তাঁর প্রতিটি চরিত্রই কোন-না-কোন ঐতিহাসিক মুহূর্তের ও কোন-না-কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিস্বরূপ।

'এ টেন্ অফ্ ওয়ান জানুয়ারী' (জীবন অদম্য) লেখকের সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস। মাল্‌ট্‌জ তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে মূলতঃ বিশ্লেষণধর্মী আর এখানে জীবনের জয়গানে লিরিকাল্। এখানে পশুশক্তি মানুষের অদম্য প্রাণশক্তির কাছে, জীবনের প্রতি মানুষের অনাবিল ভালবাসার কাছে পরাস্ত। শত্রু অস্ত্রবলে ক্ষমতায় বড় হতে পারে। সাময়িক ভাবে পশুত্ব রাজত্ব করতে পারে। কিন্তু প্রেম, সত্যপ্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, আদর্শে একনিষ্ঠতা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ মানুষকেই শেষযুদ্ধে জয়ী করবে। নাৎসি কনসেন্‌ট্রেশান শিবির থেকে অকস্মাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত ছ'টি মানুষ—বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু এক জায়গায় এরা এক—এরা মানুষ। এরা নরক থেকে জীবনে ফিরেছে। ভবিষ্যত অনিশ্চিত। পশ্চাদপটে নাৎসি শক্তির নিষ্ঠুর কালো ছায়ার সঞ্চালন। তৃষ্ণাপিপাসু সদ্যজাত শিশুর মতোই তারা লোভাতুর ভাবে এরা স্বাধীনতার, জীবনের, ভালবাসার—পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর আছে তার স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। শেষপর্যন্ত এদের মধ্যে চারজনকে শত্রুর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কিন্তু এ মৃত্যু নশ্বর দেহের। এ মৃত্যু আর পাঁচজনের কাছে, উত্তরপুরুষদের কাছে শিক্ষাস্বরূপ।

অনুবাদক হিসাবে আমার অক্ষমতার পরিচয় বহন করছে বিভিন্ন বিদেশী শব্দ ও নামের উচ্চারণের ত্রুটি। আশা করি বিচক্ষণ পাঠকেরা আমাকে ক্ষমা করবেন। লেখকের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েই অবশ্য আমি এ-ব্যাপারে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছি। তাঁর মতে এই বিদেশী শব্দগুলি ব্যবহারের উদ্দেশ্য উপন্যাসের সংলাপের অংশগুলিতে একটি নির্ভেজাল পরিবেশ ও বৈচিত্র্য আনা।

পলাতক

১

ক্লেয়ার আজ ছাব্বিশে পড়ল। ওর বান্ধবী লিলি ভোর পাঁচটায় সকলে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল আর উপহার দিয়েছিল দু'টি কৌটোভর্তি মিষ্টি বিস্কুট আর এক জোড়া জুতো। ক্লেয়ার জানতো এই উপহারের মূল্য কত। ও কেঁদে ফেলেছিল। তারপর কয়েক ঘণ্টা পেরিয়েছে, এখন ও নির্নিমেষ দৃষ্টিতে জুতো জোড়া নিরীক্ষণ করতে করতে বিস্কুট চিবোচ্ছে। জুতো জোড়া পা থেকে খুলে রাখাটাই বিবেক কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না।

২

বহু শতাব্দীর ওপারের এক পৃথিবী থেকে ক্লেয়ার একবার দুষ্টু-মিষ্টি একটা চিঠি পেয়েছিল। এটির লেখক পরবর্তীকালে ওর পাণিগ্রহণ করেন। চিঠিটি ক্লেয়ারের বিশেষ এক প্রকার জুতোর প্রতি দুর্বলতাকে উপহাস ক'রে। সেই চিঠিটার কথাই ক্লেয়ার ভাবছিল। অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ভাবে। ঠিক ঠিক শব্দগুলো মনে না পড়লেও হৃদয়ের অন্তঃপুর থেকে তার একটা ক্ষীণ সুর ভেসে আসে—

উত্তরপুরুষদের জ্ঞাতার্থে ক্লেয়ারের একটি চিত্র

রচয়িতা : পিয়েরে বারবেবুঁতানে

"ক্লেয়ার মেয়েটি সুন্দরী এবং এ-সৌন্দর্যের জাত এমনই যে তা সাজ-সজ্জার পরিপন্থী। ওর দীর্ঘ স্বর্ণাভ কেশ যেন ধান-রঙা রেশমী কাপড়। ভারী সহজভাবে দুলতো ও ঘাড়ের ওপর একটা থোকা ক'রে পাকিয়ে

থাকে। ওর চুল খুব ঝুরঝুরে, কপালে ও মুখের ওপর তাই কয়েক গুচ্ছ এলোমেলো চুল সবসময়ই দেখতে পাওয়া যায়। আর এই সাধারণ একটু বিশৃঙ্খলা মনোমুগ্ধকর। ওর গাত্রবর্ণ ফ্যাকাশে, গাল আর ঠোঁটদুটোর রঙ এতই গাঢ় যে প্রসাধন খুবই সূক্ষ্মভাবে ঢেকেছে। ওর চেহারা খেলো করে দেখে। বুদ্ধিমান বলেই সে ভুল করেনা। ওর মুখের গড়নকে ক্লাসিক রীতি অনুযায়ী প্রায় নিখুঁত বলা চলে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে একেবারে নিখুঁত নয়। ডিম্বাকৃতি মুখাবয়ব, উচ্চ ললাট, নীলবর্ণ অপূর্ব দীর্ঘ চক্ষুদ্বয়, এক জোড়া ক্ষুদ্র পরিপূর্ণ সুন্দর ওষ্ঠ (একাধারে কোমল আর আবেগময় মধুমাখা হৃদয়ে সাড়াদানী)। তবু, বেশ আবেগের সঙ্গেই কিন্তু স্বীকার করছি যে এই অভিজাত মুখাবয়বের মধ্যে নাসিকাটি কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ। নিখুঁত নয়। ডগার দিকটা একটু উঁচু।

"ম্যাডেমোয়েজেল অলিভিয়ার যদি প্রকৃতি দেবীর কল্যাণে গ্রেটার মতো এই রকম অতি শান্ত-মাধুরী মুখাবয়বের অধিকারিণী হতে পারতেন, তাঁর শ্লাঘার আর সীমা থাকত না। কারণ এরই দৌলতে গ্রেটা বয়ঃসন্ধির গণ্ডি অতিক্রম করার পর নিজেকে কোনদিন অতি রূপসী বলে ভাবতে পারেনি, তখনই একটা আকর্ষণ আছে মনে করেছে। ফলতঃ বহু সুন্দরী মহিলার মত ওকে আর আত্মতুষ্টির সেই বিশেষ শীতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে হয়নি, আত্ম-সচেতন সুন্দরীদের মতো নানা অঙ্গভঙ্গি রপ্ত করার জন্য আয়নার কাছে নিজেকে সঁপেনি। বরং নিজের বুদ্ধিমত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছে...এবং এইভাবেই ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, হয়ে উঠেছে এক অত্যাশ্চর্য মহিলা, উৎসুক ও সচেতন, আকর্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত।

"গ্রেটার দৈহিক গঠন অপূর্ব—(যাকে ওর অনাবৃত দেহ-দর্শন থেকে বিরত রাখা হয়েছে তার মতে অন্তত)। বক্ষদেশ ক্ষুদ্রাকার ও চাকলাকার, মেদহীন উদর, ক্ষীণ কটি, প্রফুল্ল নিতম্ব, সুডৌল দীর্ঘ পা।

"এই মিষ্টি প্রকৃতির অতি পরিণত ও মনভোলানো মেয়েটি অর্থাৎ গ্রেটার কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের একটা মারাত্মক নৈতিক ত্রুটি আছে। ওর আসক্তি সুরা নয়, প্রেম-প্রেম খেলায় বা শৌখিন চৌর্যবৃত্তিতেও নয়। ওর আসক্তির বস্তুটি আরো ভয়ানক—হিল-তোলা জুতো। উপলক্ষ যাই হ'ক না কেন গ্রেটার হিল-তোলা জুতো পরবেই এবং কেন পরে এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে না। যেমন ধরা যাক কভেন্ট-এ একটা চ্যারিটির

আয়োজন করা হল। ব্যস, ক্রেমার তার হিল-তোলা জবানকতা সমেত হাজির। পরে মাঠের ওপর দৌড়বার সময় হয়তো এক ঝটকায় ও-দুটোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কিন্তু তা ব'লে ও-দু'টোর নির্দয় উপস্থিতির কোন হেরফের হবে না। ক্রেমারের একটিও চটি বা সাধারণ জুতো নেই। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে ঝি করবার সময়েও ও হিল-তোলা জুতো পরে। এখন ব্যাপার হচ্ছে আমি ক্রেমারের গভীর প্রেমে, তাই আমার পক্ষে ওর এই আসক্তিকে ব্যাধি বা ম্যানিয়া বলে অভিহিত করা সম্ভব নয়। তবে প্রশ্ন এই যে আমার চেয়ে বস্তুগত ভাবে বিচারক্ষম কোন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত কি হবে?

"একটা চিন্তাই ঘুরে ফিরে আমায় দংশাচ্ছে—সেই বিশেষ মুহূর্তটির চিন্তা। অনির্বচনীয় সেই মুহূর্তটিতে ও নিশ্চয় নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে আমার হাতে সঁপে দেবে। আর আমি উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে পবিত্র শয্যায় শায়িত ওর অনাবৃত দেহটির সৌন্দর্য অবলোকন করব। কিন্তু সেই মুহূর্তেও কি ওর—তখনো কি ওর পরনে ওই হাস্যকর লেজুড় দু'টো থাকবে?"

এই চিঠির উত্তরে ক্রেমার লিখেছিল: "প্রিয়তম পিয়ের, তোমার সন্দেহ নিরসনে আর বিলম্বের কি প্রয়োজন?"

৩

বেশ কিছুদিন ক্রেমার হিল-তোলা জুতো পরেনি। শুধু তাই নয়, পুরাতন জীবনের আরো বহু অভ্যাসই ত্যাগ করতে হয়েছে—চুল আঁচড়ানো, নিত্য দিনের স্নান, সুগন্ধির শিশির ছিপিটা গলায় ঠেকানো, বই পড়া, প্রেম নিবেদন, এমন কি রক্তস্রাব পর্যন্ত। বন্দীশিবিরের অত্যাচারে ছ'বছরের মধ্যে একটি মেয়ের ওজন একশো আটাশ পাউণ্ড থেকে তিরানব্বইয়ে গিয়ে পৌঁছলে তার আর প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। পূর্বতন ক্রেমারের দুটি মাত্র সম্পদ অটুট রয়েছে, অটুট রয়েছে অনশন তাদের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না বলেই। ওর নীল চোখ আর পরিপূর্ণ ওষ্ঠ। ওর মুণ্ডিত মস্তক একটা রুমালে ঢাকা, মুখখানা দেখে মনে হয় কোন উৎপীড়িত বালককে দেখছি। মৃতবৎ বিবর্ণ গালের উপরে বিশাল দুটি চোখ, মেদশূন্য নাসিকা আরো বৃহৎ-দর্শন, আবর্ণ পাণ্ডুর। পরনে বন্দীশালার ডোরা ডোরা পোশাক, নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য লুপ্তপ্রায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মেদশূন্য, গলাটা শিরা উপশিরাময় আর

জোবড়ানো, অবিচর্মসার বক্ষদেশ। আজ অর্থাৎ ১৯৪৫ এর আঠারোই জানুয়ারী ভাগ্যের পরিহাসে ক্লেয়ারের জন্মদিন। আর আজই শিবির ত্যাগের অনুমতি পেল ক্লেয়ার। তবে শিবির ত্যাগের পদ্ধতি ও বাদ্যেনি—পরিশ্রান্ত স্বল্পবসন মহিলাদের সীমাহীন সারির মধ্যে ক্লেয়ারও একজন। প্রচণ্ড তুষার-পাত মাথায় করে অন্ধের মতো তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে ওরা কেউই জানে না। মাঝে মধ্যে অতি ক্ষীণভাবে রুশ কামানের শব্দ ওদের কানে এসেছে এবং বিনা ব্যতিক্রমে ওরা সবাই আচমকা মুক্তি পাবার অলৌকিক ঘটনাটি যাতে ঘটে তার জন্যে প্রার্থনা করেছে। বারংবার এই অসম্ভবের কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু মুক্তি আসেনি, বাস্তব চিত্রটিও ভিন্ন প্রকার—মহিলাদের প্রতি পঞ্চম সারির দু'পাশে এক একজন ভেড়ারবাহ্যেত সৈনিক। সৈনিককুল সবল, উত্তমরূপে পরিপুষ্ট। তাদের সাথী তদনুরূপ পরিপুষ্ট দাঁত-খিঁচুনে পুলিশী কুকুর। এই সৈনিকদের আদেশ অবশ্য-পালনীয়, এদের টোটার থলি পূর্ণ। কোন মহিলা যখন শ্রান্তির সীমায় পৌঁছে বরফের মধ্যে আস্তে আস্তে হাঁটু ভেঙে লুটিয়ে পড়ে এরা তখন নিঃশব্দে তাঁর দিকে বন্দুক ফিরিয়ে লক্ষ্যস্থির করে।

ক্লেয়ারদের দলটিকে একটা খড়ের গোলার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশ্রামের সময় দেবার জন্য। পাঁচমিনিট এখনো পেরোয়নি। একটা বাজে। ভোর সাতটায় শুরু ক'রে এরই মধ্যে ওরা চোদ্দ মাইল অতিক্রম করেছে। সিসি অধিকাংশের মতোই তার বরফ-জমাট কম্বলটায় দেহ ঢেকে চোখ বুজেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে এরই মধ্যে ও বরাদ্দ রুটির টুকরোটা সম্বন্ধে সতর্ক হতে ভোলেনি। স্কার্টের নীচে দুই জানুর মাঝে গুঁজে রেখেছে। ক্লেয়ার ওর পাশেই বসে আছে। একরোখা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, পাথরের মতো ভারী চোখের পাতা দু'টোকে এক হ'তে দেবেনা। অবশতার হাতে নিজেকে স'পতে রাজী নয়। স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে পুনর্বার মার্চের আদেশ জারী হবার আগেই ওকে ম্যাসেজের মাধ্যমে যে কোন রকমে পায়ের সাড় খানিকটা ফিরিয়ে আনতে হবে।

পুরোনো জুতো শতচ্ছিন্ন তাই নতুন পাওয়া জুতো জোড়া আজ সকালে বস্তুবিশেষ ব'লে মনে হয়েছিল। জুতোটার শুকতলা কাঠের। উপরিভাগ পাট বুনে তৈরি। বরফে জমে সেটা এখন ধাতব কঠিন। পরবার সময় জুতো জোড়া পায়ে বড় হয়েছিল কিন্তু এখন তা এতই চেপে বসেছে যে জুতো

খোলার প্রথম দুর্বল প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেছে। দু'পাটির একটিও বিন্দুমাত্র নড়েনি। ক্লেয়ার ভাবল মিষ্টি বিস্কুট দুটো খেলে খানিকটা জোর পাওয়া যেতে পারে। সেইমত বিস্কুট খেল। দ্বিতীয় বারের মতো চেষ্টা করল। দু'হাতই বাঁ পাটির জুতোর ওপর, গোড়ালিটাকে মোচড়াচ্ছিল। সুবিধে এই যে পায়ে কোন যন্ত্রণা বোধ নেই। দু'বার দম নিতে থেমেছে, সামান্য দৈহিক শক্তিটুকুকে সম্মিলিত করতে চায়। শেষ পর্যন্ত মড়িয়াই হিম শীতল তকতলা থেকে পায়ের হিম শীতল গোড়ালিটা বিচ্ছিন্ন হ'ল। দু'হাতে জুতোর সামনের দিকটা ধ'রে আপ্রাণ টানতে লাগল ক্লেয়ার। জুতোটা খুলেছে।

স্ফীতকায় অপরিচিত দর্শন আঙুলগুলোর দিকে স্তম্ভিত হয়ে চাইল ক্লেয়ার। রক্তশূন্য পাঁশুটে সাদা মাংসপিণ্ড। বুকে যন্ত্রণার শিহরণ খেলে গেল। দেখেই বুঝেছে যে কয়েক মিনিট কেন আধ ঘন্টার ম্যাসেজও অর্থহীন। শীতে জমে গেলে পায়ের চেহারা কেমন হয় ও জানে। আর জানে পায়ের অবস্থা এরকম হলে আর কতক্ষণ মানুষ হাঁটতে পারে। বুঝতে পারল প্রহরীরা "লোস্ আউফ্‌গেয়েন" বলে চেঁচাবার পর খড়ের গোলা ছেড়ে এগোবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না। এক ঘন্টা পরে রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ে গুলিবিদ্ধ হবার বদলে নাহয় এখনই গুলিটা খাবে।

ক্লেয়ার আউস্‌উইৎজ্-এ তেইশ মাস বাস করেছে। এবং এই সূত্রে এত মৃত্যু দেখেছে যে নিজের পালা ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরেও অবাক বোধ করল না। ভয় ও যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তা বলে অবাক হয়নি, নিরাশ অবধি নয়। এখনো নিরাশ হবার সময় হয়নি। নিরাশা আসবে একটা রাইফেল যখন সত্যিই ওকে লক্ষ্য করে উঁচিয়ে উঠবে। সচেতন ভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি ঠিকই কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ক্লেয়ারের সব কটি ইন্দ্রিয় দেখা গেল পালানো সম্ভব কিনা এই চিন্তায় মগ্ন। জনা-ছয়েক প্রহরীর সবাই বাড়িটার অন্যপ্রান্তে, প্রবেশ পথের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কুকুরগুলোও ওদের সাথে রয়েছে। বেরোবার আর অন্য কোন পথ আছে? খড়ের গোলাটা একবার পর্যবেক্ষণ করল ক্লেয়ার। শীতের দিনের ম্লান আলোয় কিছুই চোখে পড়ল না। ঘরের নীচু ছাদে একটিও স্কাইলাইট নেই। কোন দেয়ালেই জানলা নেই। আর কোন সম্ভাবনা আছে? কিছু নেই? হাল ছেড়ে দিতে হবে?

অকস্মাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। খড়ের গোলায় ঢোকবার সময়

খানিকটা উঁচুতে পা তুলে দেবে ও খড়-বিছানো মেঝের ওপর উঠেছিল। মেঝে বলে কিছু তো চোখে পড়ছে না, কেবল খড়ের স্তূপ। তাছাড়া জঞ্জাল-আবর্জনার যখন নেই, জায়গাটা কেবল খড় মজুতের কাজে ব্যবহার হয় এমনো তো হতে পারে যে বাড়িটার একটা অংশ ভূ-নিম্ন ?

ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ফলে ক্ষণেকের জন্য ক্লেয়ার তার ক্লান্তি কাটিয়ে উঠল। হাঁটুর ওপর ভর রেখে উপুড় হয়ে দু'হাতে খড় সরাতে শুরু করল। খড়গুলো আলগা ভাবে বিছানো। আঁটি বাঁধাও নয়, পেলে রাখাও হয়নি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লেয়ার পুরো এক হাত সমান একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল। অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে ও সোজা হয়ে বসে লিনিকে ঝাঁকাতে শুরু করল। "এই ওঠ্", জরুরী ভঙ্গিতে ফিসফিস করে ডাকল। জার্মান ভাষায়। লিনি গোঙিয়ে উঠে ঘুমন্ত অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে ক্লেয়ারের হাত দু'টো ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল। তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। "যাবার সময় হল ?"

"না-না।" ক্লেয়ার ফিসফিস করে বলল। "শোন্—আমার পা জমে গেছে—আর আমি হাঁটতে পারবনা। তবে—"

"কি বকছিস কি ?" কর্কশ কণ্ঠে বাধা দিল লিনি। "যেতে তোকে হবেই। জানিসই তো আমি তোকে সাহায্য করব।"

"পারবনা। আমি শেষ হয়ে গেছি। এই দেখ্।" আয়াস ভরে নিজের দেহটাকে পাশ ফিরিয়ে ক্লেয়ার খোলা পা'টা সামনে বাড়াল। লিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর ডান পাটির জুতোটা ধরে টানাটানি ক'রে সেটা খুলল। এতক্ষণে লিনি ক্লেয়ারের দিকে দৃষ্টি ফেরাল, ওর চোখে আতঙ্ক।

ক্লেয়ার দ্রুত কণ্ঠে বলল, "আর এক ঘণ্টা হাঁটলেই আমি খতম। কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের পক্ষে এখানে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব হবে না।"

"লুকিয়ে থাকা ? কোথায় লুকোব ?"

ফুট খানেক দূরের গর্তটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল ক্লেয়ার। "খড়গুলো একেবারে আলগা। মনে হচ্ছে লুকোবার পক্ষে এর গভীরতা কম নয়।"

"ওরা তো আর নির্বোধ নয়। আমাদের খোঁজ করবে।"

"গোলাবাড়িতে ঢোকবার সময় ওরা আমাদের গুনে রাখেনি। কি ক'রে

বুঝবে যে কে আছে কে নেই ? এখানে তো কম ক'রে হলেও শ দু'য়েকের মত মেয়ে রয়েছে।'

"বেয়োনেট দিয়ে খড়ের গাদা খোঁচাবে।"

"কিন্তু আমরা যদি বেশ খানিকটা ভেতরে ঢুকে..."

"তখন কুকুরগুলো খুঁজে বার করবে।"

"খড়ের মধ্যে লুকোলে কুকুর গন্ধ পায় না।"

"কি করে জানলি ?"

"সেকথা পরে হবে। আমি যে মিথ্যে বলছিনা তা তুই জানিস। তোর কথা তুই ভাল বলতে পারবি কিন্তু আমার এছাড়া আর গতি নেই। বল্ এখন।"

লিনি প্রচণ্ড বেদনাদায়ক একটি মুহূর্ত ক্লেয়ারের দিকে চেয়ে রইল। ঠোঁট কামড়াচ্ছিল, গোলাকার মেদশূন্য মুখখানা অনিশ্চয়তায় থমথমে। তারপর আলো-আঁধারি কক্ষটার এ-প্রান্ত থেকে এক লহমার জন্য প্রহরীদের দেখে নিল। আবেগ মথিত চাপা স্বরে বলল, "বহুদিন আমরা একসাথে কাটিয়েছি। তোকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না।"

লিনির সিদ্ধান্তটা যে যুক্তি প্রণোদিত নয় দু'জনেই বুঝল। আসলে হৃদয়-শাণিতের আদেশ মেনেছে লিনি। কম্বলটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে লিনি দ্রুত স্বরে বলল, "আমরা যদি বেশ খানিকটা গভীরে না ঢুকতে পারি ওরা আমাদের ধরে ফেলবে। আর তেমন গভীরে গিয়ে শ্বাস নেব কিভাবে ?"

"খড়গুলো যে রকম আলতো ভাবে বিছানো রয়েছে মনে হচ্ছে অসুবিধা হবে না। পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক না।"

"আমিই তাহলে প্রথমে ঢুকছি। খড়ের স্তূপ যদি তেমন গভীর হয় তাহলে যতক্ষণ বাতাস পাব নীচে নামতে থাকব।"

লিনি চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হল। প্রশস্ত নিতম্ব, কৃষক রমণীর ধাঁচের শক্ত-সমর্থ গড়ন! কুড়ি পাউণ্ড ওজন হারালেও শারীরিক অবস্থা ক্লেয়ারের চেয়ে অনেক ভাল। হামাগুড়ি দিয়ে ক্লেয়ারের খোঁড়া গর্তটার কাছে পেঁছে দ্রুত লয়ে কাজ শুরু করে দিল। খড়গুলো দু'পাশে সরিয়ে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। একটা ছুঁচো যেন ঝুরো মাটি ঠেলে নীচে সেঁধোতে চাইছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওর মাথা ও কাঁধ চোখের আড়ালে চলে গেল। ক্লেয়ার পিছন ফিরে প্রহরীদের এক পলক দেখে নিল, তারপর

চাইল নিকটে উপবিষ্ট একটি মহিলার দিকে। মহিলাটি উঠে বসে ওদের লক্ষ্য করছেন। এখন শুধু জিনির পা দু'টো দেখা যাচ্ছে। "শ্-শ্!" নিরীক্ষণরতা মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে ক্রেয়ার বলে উঠল। সতর্ক করে দিতে একটা আঙুল ঠোঁটের সামনে উঁচু করেছে। উদাসীন দৃষ্টিতে মহিলাটি ক্রেয়ারের দিকে চাইল, উত্তর দেবার কোন উৎসাহ দেখা গেল না। ক্রেয়ার মনে মনে আওড়াল, "যাচ্ছে!" তারপর মাথাটা সম্মুখভাগে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে গর্তটায় প্রবেশ করল।

গর্তটা বেশ সোজাসুজিভাবে গভীরে ঢুকে চলল। ক্রেয়ার জিনির জুতো জোড়াকে খুব কাছ থেকে অনুসরণ করছিল। মুখটা জুতোর কয়েক ইঞ্চি পিছনেই। মনে আশা আর আতঙ্কের দোলা। জুতো জোড়া আরো এগোবে তো? ক্রেয়ার খুব অস্পষ্টভাবে নাকে আর উন্মুক্ত অধরে ধুলোর ঝাপটা অনুভব করছিল। পায়ের ওপর ক্রমপুঞ্জীভূত খড়ের স্পর্শ। মাথার মধ্যে রক্তের দাপাদাপি। ঠেলে ঠেলে ঘসটে ঘসটে গভীর থেকে গভীরে, গোপন জগতের আরো গহনে প্রবেশ করছে ক্রেয়ার অথচ শ্বাস নিতে আটকাচ্ছে না। উত্তেজনায় ও কাঁপতে শুরু করল। অবশ্য ঠিক কতটা নীচে নেমেছে আন্দাজ করতে পারছে না। হঠাৎ এক পাটি জুতো ওর কপাল স্পর্শ করল। জিনি থামল কেন? জুতোটা অতি ধীরে এগোচ্ছে, ক্রেয়ারও তাই অনুসরণ করছে। হাত ঠেকিয়ে রেখেছে যাতে হারিয়ে না যায়। ম্লান আলোয় অতি আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে জুতো জোড়া। ক্রেয়ার ক্রমশ অনুভব করল ওদের গতি আর এখন নিম্নমুখী নয় বরং ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু কেন? ধীর ঊর্ধ্বমুখী গতি খানিকক্ষণ স্থায়ী হল, তারপর ক্ষণেকের বিরাম—পুনরায় শুরু হয়েছে। থামল তারো পর। ক্রেয়ার এবার বুঝেছে—ওরা যাতে সমান্তরাল ভাবে শুতে পারে তারই ব্যবস্থা করছিল জিনি। কিন্তু জিনি আরো নীচে নামল না কেন? হাত বাড়িয়ে জিনির গোড়ালিতে একটা মোচড় দিল ক্রেয়ার। এর উত্তর হিসাবেই জিনি যেন আড়াআড়ি ভাবে ঘুরতে শুরু করে দিল। ক্রেয়ার ওকে অনুসরণ করতে গিয়েও করল না। বুঝল জিনি ওর দিকে মুখ ফেরাচ্ছে। জিনির গতি-বিধি আন্দাজ করতে দু'হাত প্রসারিত করে রাখল। কয়েক মিনিট পেরোবার পর জিনির হাত ওর হাত স্পর্শ করে সরে গেল। পরক্ষণেই আবার ফিরে এসে ক্রেয়ারের হাত ধরল। জিনির মুখের ছায়াটা এবার

কাছে সরে এসেছে। ক্লেয়ার ওর উষ্ণ দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করল। জিনি ক্লেয়ারের কান খুঁজে বার করে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "আর নীচে নামা গেল না……বড় কম……বাতাস বড় কম।"

ক্লেয়ার উত্তেজিত, ফিসফিস করে উত্তর দিল, "অনেকটা নীচে নেমেছি রে। এত অন্ধকার যে তোকে প্রায় দেখতেই পাচ্ছি না।"

জিনি বিড়বিড় করে উঠল, "হে ভগবান! আমরা কি তাহলে সত্যিই বেঁচে গেলাম?"

ওরা দু'জনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। দু'জনেই কাঁপছিল। হঠাৎ জিনি ফিসফিস করে উঠল, "কুকুরের ব্যাপারটা জানলি কি ক'রে?"

"কোন ব্যাপারটা?"

"ওই যে খড়ের মধ্যে কিছু থাকলে তার গন্ধ পায় না?"

"আমার দাদুর মুখে শুনেছিলাম। কুকুর নিয়ে উনি শিকারে যেতেন।"

"এমনো তো হতে পারে যে এই পুলিশী কুত্তাগুলোর ঘ্রাণশক্তি আরো জোরালো?"

"হতেই পারেনা। দাদুর কুকুরগুলো স্রেফ গন্ধ শুঁকে শুঁকে খরগোশের পিছু নিত। এমনকি বেশ কয়েক দিন আগে কোন খরগোশ গিয়ে থাকলেও পথ চিনে নিত। অথচ খড়ের গাদায় ইঁদুর লুকোলে তার গন্ধ পেত না। দাদুই বলেছিল।"

"কথাটা ঠিক হলেই মঙ্গল।" জিনি বিড়বিড় করে বলল। "হে ভগবান! আমার ভয় করছে। কাঁপুনি ধরেছে।"

জিনি একটু কাশল। "ধুলোয় আমার গলা শুকিয়ে গেছে।"

"কথা বলিস না।" ক্লেয়ার বলল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল—দু'জনে দু'জনার হাত চেপে ধরল। মুখোমুখি শুয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের চৈতন্যের সমস্ত শক্তি এখন কেবল কিছু কানে আসছে কিনা খেয়াল রাখছে। সময় পেরিয়ে চলল। তবে কতক্ষণ আন্দাজ করতে পারে না—পনের মিনিট, আধ ঘন্টা, না আরো বেশী? সেই ভয়ানক মুহূর্তটির শেষ পর্যন্ত সূচনা করল তীব্র হুইশিল আর তার সাথে প্রহরীদের চিৎকার। "বেরো সকলে! কুইক! যেতে হবে!" দু'জনেই আড়ষ্ট হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে জিনি কাশতে শুরু করল। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ক্লেয়ার হাতের তালু দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরল। কর্কশ কণ্ঠস্বর

নিরুত্তর রইল, সেই সঙ্গে কুকুরের চেঁচানিও। খড়ের ওপর পায়ের খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছে। "বেরো-বেরো। শিগ্‌গির!" আর এবার ঠিক মাথার ওপর থেকে কানে এল, "কুত্তীর দলের কেউ যদি খড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকিস তো ভালয় ভালয় বেরিয়ে আয়। কোন ভয় নেই। কিন্তু লুকিয়ে আছিস দেখতে পেলে গুলি ক'রে শেষ করে দেব।"

আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে দু'জনে অপেক্ষা করছিল। এই বুঝি বেয়োনেটের খোঁচা লাগে। এই বুঝি আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর বুক লক্ষ্য ক'রে উঁচিয়ে ওঠে রাইফেলের নল। গোলাবাড়ির অন্যত্র আবার ওরা সেই কর্কশ কণ্ঠের সতর্কবাণী উচ্চারিত হ'তে শুনল। খড়ের ওপর খস-খসানি আর চঞ্চলতার শেষ নেই। এবার আচমকাই তার অবসান ঘটল, কয়েকটা প্রহরী কেবল এধার-ওধার দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে তাদের কুকুরগুলোও। তীক্ষ্ণ হুইশিল বাজতে শুরু করেছে বাইরে। তার মানে সারি গঠন হচ্ছে। কুকুরগুলো এখন বাইরে চেঁচাচ্ছে। আকস্মিক নিস্তব্ধতা নেমে এল ওদের দু'জনকে ঘিরে।

লিনির কাশি বন্ধ হ'ল। ক্লেয়ারও ওর মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। চুপ করে পড়ে রইল দু'জনে, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। মানসিক টানাপোড়েনে সারা শরীর ঘামে জবজবে। মার্চ শুরু করার নির্ঘোষ ওরা শুনতে পেল আর তারপর শত শত পদক্ষেপে জমাট তুষার গুঁড়ো গুঁড়ো হবার শব্দ।

"সত্যিই তাহলে আমরা পেরেছি!" লিনি ফিসফিস করে বলল। "আমরা পালাতে পেরেছি!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই আমরা পেরেছি।" ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ক্লেয়ার।

বিস্মিত ভাবে লিনি ফের বলল, "পালিয়েছি। আমরা পালিয়েছি।"

উৎফুল্ল ভাবে দু'জনে বহিরাগত শব্দ শুনছিল। খুব দূরে হবে না, একটা রাইফেল গর্জন কানে এল। দু'জনেই শিউরে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই ক্লেয়ার বলল, "ওই যে শুনলি, আমি গুলি খেলাম। শেষ হয়ে গেছি।" অতঃপর দু'জনেই পরম তৃপ্তিদায়ক হাসি চাপতে শুরু করে। অসহায় ভাবে মৃত্যুর আর আতঙ্কের বড় নিকটে যারা বাস করেছে তারাই কেবল এই রকম তিক্ত খোলসে ঢাকা হাসি হাসতে শেখে। হাসির দমক ওদের শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত করে ছাড়ল। চুপ ক'রে শুয়ে ওরা গোলাবাড়ির নিস্তব্ধতা উপভোগ

করছিল। গরলের পর অমৃতের স্বাদ পেয়েছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই পদধ্বনি বিলীন হতে শুরু করল।

"আমরা তো অন্য কোন সারিতেও থাকতে পারতাম।" ক্লেয়ার বিড়বিড় করে উঠল। "রাস্তার ওপর যারা বিশ্রাম নিয়েছে তাদের সারিতে। আমাদের ভাগ্যেই কেন শিকে ছিঁড়ল ?"

"সত্যিই তো কেন এমন হল—কেন ?" স্নেহময় ঠাট্টার ভঙ্গিতে লিনি অস্ফুট স্বরে বলল। "তুই একটুও বদলালি না—সব সময় দার্শনিক ব্যাখ্যা চাই। তা সে ব্যাখ্যার কিছু থাক বা নাই থাক। তা তুই সেবার টাইফাসে মরলি না কেন ? তুলুসে থাকার সময় আমরা কেন গুলি খেলাম না ? বল্!" একটু থেমে লিনি আবার বলল, "এবার তোকে এমন একটা প্রশ্ন করব যেটা সত্যিকার একটা চিন্তার খোরাক জোগাবে। কথাটা হচ্ছে, এখন আমাদের কি করণীয় ?"

"জানিনা।" ক্লেয়ার অস্ফুট স্বরে বলল। "আর ভাবতে পারছিনা। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। না ঘুমোলেই নয়।"

মুহূর্ত খানেক পর লিনি ঘোষণা করল, "ইস্, রুটিটা ফেলে এসেছি। কি সাংঘাতিক ভুল। আর এখন পাওয়া যাবে না।"

ক্লেয়ার উত্তর দিল না। ইতিমধ্যেই ও তন্দ্রাচ্ছন্ন। লিনি একবার কাশল। শেষ ওর কানে এসেছে একটা রাইফেল গর্জন। অনেক দূর থেকে।

৪

লিনি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখছিল। শ্বাসরুদ্ধকারী একটা বাক্সের মধ্যে ও লুকিয়ে আর রোষমত্ত পুলিশী কুকুরগুলো ওর খোঁজ করে বেড়াচ্ছে এধার-সেধার। ঘুম ভেঙেই লিনি বন্দীদের এক নতুন দলের গোলাবাড়িতে ঢোকার আওয়াজ পেল। ক্লেয়ারের নাক ডাকছিল। মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে ক্লেয়ারের কানে ফিসফিস করে বলল, "চুপ-চুপ!"

জড় কণ্ঠে ক্লেয়ার বলল, "অঁ্যা? কি হয়েছে ?"

"আরেকটা দল! উঠে পড়!"

"উঠে পড়েছি।"

দু'জনে কান খাড়া করে রাখল। ক্লান্ত পুরুষের কণ্ঠস্বর, বহু ভাষার জগা খিচুড়ি গালি-গালাজ, অবসন্ন দেহগুলোর খড়ের ওপর শয্যাগ্রহণের শব্দ।

ওদের বেলায় প্রথম থেকেই লুকোনো সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়নি। এবার কিন্তু করেছে। একজন প্রহরী চেঁচাল, "যে শালা শুয়োরের বাচ্চা লুকোবার চেষ্টা করবে, তাকেই গুলি করে শেষ করা হবে। প্রথমেই অণ্ডকোষ কাটানো হবে বেয়োনেটের খোঁচায়। ভাবিস্‌নি আমরা তোদের ধরতে পারবনা।"

মর্মভেদকারী ভীতিটা একটা নোংরা রাসায়নিক তরলের মতোই ওদের দু'জনের নাড়ির মধ্যে আবার পাক দিতে লাগল। একবার চোখে ধুলো দিয়েছে কিন্তু এবার যদি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খুঁজে দ্যাখে! গলা খুশ খুশ করতে শুরু করল লিনির, দু'হাতে নিজের মুখ চাপা দিল। সময় পেরিয়ে চলল। সময়। এই সময়ই ওদের দেহ আর মন দুটোকে বজ্রপেষণে পিষ্ট করছিল। দু'জনেই হঠাৎ ওদের ওপরে খড়ের তীব্র খসখসানি শুরু হতে শুনল। শব্দটা নিকটতর হ'তে থাকে। দু'জনেই পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত শুয়ে। ঠিক যেন দু'টি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী। আত্মরক্ষার্থে পাথুরে ফোকরে গা ঢাকা দিয়েছে। একটি পুরুষের মাথা হঠাৎ খড় ঠেলে ওদের গর্তের মধ্যে প্রবেশ করল। এত দ্রুতগতিতে যে লিনির দেহের একপাশে আঘাতও করল। লিনির কণ্ঠে চাপা আর্তনাদ···পুরুষটির কণ্ঠে আর্তি। আর পর মুহূর্তেই উভয় তরফের বোঝাপড়া। আবছা আলোয় উভয় মহিলাই দেখল ওদের খুবই নিকটবর্তী মানুষটির মাথা ক্ষুর বোলানো। আর পুরুষটিও দেখল মেয়েদুটির মাথা বন্দীশালার রুমালে আবৃত।

লোকটি জার্মান ভাষায় ফিসফিস করে উঠল, "তোমরা এখানে কি করছ?"

লিনি প্রায় অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল, "লুকিয়েছি।"

"আমারো সেই একই ইচ্ছে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু দয়া করে অন্য কোথাও সরে যাও।"

"নিশ্চয়। পরে দেখা হবে।" লোকটা সরে যেতে শুরু করল কিন্তু তারপর আবার ওদের গর্তে মাথা ঢুকিয়ে বলল, "ভয় পাবার কিছু নেই, বুঝলে! আমরাই বন্দীদের শেষ দল।" খড়ের মধ্যে অদৃশ্য হতে গিয়েও ফের ও ওদের সামনে মাথা তুলে বলল, "জানো, এক বোতল কন্যাক্ ম্যানেজ করেছি!" এবার সত্যিই ও গর্ত খুঁড়ে অন্যত্র অন্তর্হিত হল।

"আরে ধ্যাস্।" লিনি ফিসফিস করে বলল, "আমার বুকের কাঁপুনি থেমে গেছল।"

"দারুণ-দারুণ। একজন পুরুষমানুষ ভালোভাবে বলতে পারবে এখন আমাদের কি করা উচিত বা অনুচিত।"

ওদের দু'জনেরই দুশ্চিন্তা একটু কমল। একজন পুরুষমানুষ বলে কথা। সেও খড়ের গাদাটাকে লুকোবার পক্ষে নিরাপদ মনে করেছে। ওরা আরো আশ্বস্ত হ'তে পারল। তাছাড়া লোকটা যখন আউসউইৎজ থেকে কন্যাকের বোতল ম্যানেজ করে বেরিয়ে এসেছে, নির্ঘাৎ পুরানো ঘুঘু। বাঁচবার প্রবৃত্তি পুরোপুরি অটুট।

ক্লেয়ার ফিসফিস করে উঠল, "এরা কতক্ষণ হ'ল এসেছে?"

"মিনিট কুড়ি হবে না?"

"আরো বেশী মনে হচ্ছে।"

"হেতু?"

"এত ক্লান্ত না। আমি অনন্তকাল ঘুমিয়ে থাকতে পারি।"

"আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলতো?"

"কয়েক ঘন্টা বোধহয়।"

"এত তেষ্টা পেয়েছে!"

"আমারো পেয়েছে। সেইসঙ্গে খিদেও।"

"রুটিটা ফেলে এসে দারুণ বোকামি করেছি।"

"বেঁচে তো আছি। রুটি নিয়েই বা আর কতক্ষণ হাঁটতে পারতিস্?"

"জানি না।"

মুহূর্তের জন্য ক্লেয়ার কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করল। দেখল আধমরা সেই পদযাত্রীদের সাথে সাথে ও তুষারীভূত প্রান্তর পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। পড়' পড়' অবস্থা। গত দু'ঘন্টায় কতবার যে রাইফেল গর্জে উঠেছে! কিসের জোরে এতদূর আসতে পেরেছে জানে না......ওদের দলের এগিয়ে চলার যান্ত্রিকতার দরুণ? হতেও পারে। তবে তার সাথে যুক্ত হয়েছিল ওর বাঁচবার স্পৃহা। জীবনকে আঁকড়ে রাখার ইচ্ছা না হারালেও বরাদ্দ কিলো খানেক রুটিটুকু কিন্তু আঁকড়ে রাখতে পারেনি। লিনির তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও বরফের মাঝে ফেলে এসেছে। লিনি বারবার বলেছিল, "অমন কারসনি। রুটি মানেই জীবন।"

ও বলেছিল, "আর আমি আঁকড়ে রাখতে পারছি না। হাতগুলো এত জমে গেছে!"

"তাহলে খেয়ে ফ্যাল্।"

"বড্ড ক্লান্ত রে, খেতেও পারব না।"

"কিছুতেই তোর রুটিটা ফেলা চলবে না! চেষ্টা কর্!"

চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একটু বাদে হাত থেকে রুটির টুকরো অসাড়ে পড়ে গেল। অন্যেরাও এইভাবে তাদের রুটির টুকরো ফেলে এসেছে। অথচ সেদিন, এমন কি তার পরের দিনও হয়তো এই রুটির টুকরোই হ'ত তাদের একমাত্র আহার্য। তাই রুটি ফেলে দেবার সূত্রে ওরা ক্লেয়ারের মতোই মহতে নিজেদের জীবনের ওপর যবনিকাপাতের সূচনা ঘটিয়েছিল। পদযাত্রার শেষ আধ ঘণ্টায় ক্লেয়ার বুঝতে পেরেছিল ও অবসন্নতার শেষ পর্যায়ে উপনীত। সারা দেহ-মনে শুধু প্রাণের অসাড়তা। যে অবস্থায় বাঁচবার ইচ্ছার চেয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবার আকুতিই হয় জোরদার। আউস-উইৎজ্-এ মেয়েরা যখন মাঠের কাজ সেরে টলতে টলতে ফিরে আসত তখন তাদের মধ্যে অনেকের ঠিক এই এক অবস্থা লক্ষ্য করত ক্লেয়ার।

ওদের চোখে কখনো কোন ভাবাবেগ প্রকাশ পেত না, ঠিক যেন কাচের চোখ। ক্লেয়ার অস্পষ্টভাবে ভেবেছিল ওর চোখেও নিশ্চয় পরিবর্তন আসছে। ওদের মতোই হয়ে উঠছে। এর পরেও কিন্তু বর্তমানে প্রাণতৃষ্ণার শিখা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই গোলাবাড়িতে প্রবেশের সাথে সাথে প্রাণের লক্ষণ দীপ্ত হয়ে উঠেছে দৃষ্টিতে। এমনটা হবার কারণ কি? আর হাঁটতে হবেনা? হাঁ। খড়ের মধ্যকার উষ্ণতা ও ঘুম? হাঁ। তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পুনঃসঞ্চারিত আশা। পথ চলতে চলতে ক্লেয়ার আশা হারিয়েছিল। প্রথম এক ঘণ্টা পেরোবার পরই ওর হৃদয় থেকে আশার নির্বাসন ঘটেছিল। বুঝেছিল যে এখন সময় গোনা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। আর পাঁচজনের মতোই ওকেও এক সময় লুটিয়ে পড়তে হবে। রাস্তাটা সে-সময় একের পর এক লুণ্ঠিত দেহধারা চিহ্নিত হতে শুরু করেছিল। মানুষের হৃদয়ের এ-কেমন ধারা যে দেহটার যেমন জল না হ'লে চলেনা তেমনি হৃদয়ের চাই আশা? আউসউইৎজে আসার পর অনেকেই প্রথম দু'চার দিনের মধ্যে সব আশা খুইয়েছিল এবং তারা সকলেই বিনা ব্যতিক্রমে দু' এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে। মৃত্যুর কারণ যাই হোক না কেন।

কান ফাটানো এক হুইশিল আর পরক্ষণেই একটা চিৎকার শোনা গেল, "অন্ ইওর ফিট্! পাছা নাড়াতে শুরু কর্। বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়া!"

কুকুরের ঘেউ ঘেউ, বহু মানুষের সশব্দ চলাফেরা, মাথার ওপরকার পদপিষ্ট খড়ের ক্রমাগত খসখসানি। দম বন্ধ হয়ে আসে। এ-ওর হাত ধ'রে শুয়ে থাকে, শরীর আড়ষ্ট, আতঙ্কে মুখের বিকৃতি ঘটেছে। গোলা-বাড়ির বাইরে থেকে এবার হুইশল ধ্বনিত হতে শুরু করেছে।

সহসা এক প্রচণ্ড চিৎকার, "এই যে, এক ব্যাটা এখানে লুকিয়ে! বেরো! খচ্চর ইহুদী কোথাকার!"

"আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—আমি শুনতে পাইনি—ঠাণ্ডা কাটাতে কেবল খড় মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম।" ভাঙা ভাঙা জার্মানে কান্নামেশা আর্ত আবেদন।

"ঘুরে দাঁড়া, নচ্ছার! কুইক্!"

ওরা অনেক মেয়েকে এইভাবে আর্তনাদ করতে শুনেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন পুরুষের কণ্ঠে শোনেনি। ক্লেয়ার কানে হাত চাপা দিল। রাইফেলের একটা গুলি আর্তনাদের সমাপ্তি ঘটাল।

"ওখানে খুঁজে দেখো! বেয়োনেট খুঁচিয়ে ওদের টেনে বার করো!"

অনন্তকাল যেন কেটে গেল জ্যাকবুটদের খড় পিষ্ট করার শব্দ, কুকুরের খেঁকি কণ্ঠের গর্জন আর প্রহরীদের খড় ফালা-ফালা করা শুনতে শুনতে।

"ঠিক আছে এবার যাওয়া যাক। মড়াটাকে বাইরে ছুঁড়ে দাও। এমন সুন্দর খড়ে কখনো ইহুদীর দাগ রাখতে দেওয়া যায় না।"

খানিক পরেই জমাট বাঁধা তুষারের ওপর সহস্রাধিক পদক্ষেপের শব্দ ধ্বনিত হ'ল।

"ও লোকটা ফরাসী।" ক্লেয়ার ফোঁপাচ্ছিল। "আরো নীচে লুকোলনা কেন?"

"ও হয়তো সত্যি কথাটাই বলেছিল। ভাগ্যিস আমাদের এখানে যে লুকিয়েছে তার কিছু হয়নি।"

ওরা তালে তালে পা পড়ার শব্দ আর বন্দীদের সারি বরাবর কুকুরের কর্কশ গর্জন শুনতে লাগল।

তখনো ওরা পরস্পরের ঘর্মাক্ত হাত আঁকড়ে।

৫

বন্দীদলের পদযাত্রার ধ্বনি কুড়ি মিনিট হ'ল আর শোনা যায়নি। কিন্তু লোকটির তরফ থেকে নিশ্চয় কোন সঙ্কেত আসবে ভেবে ওরা প্রতীক্ষা করছিল। যা ভেবেছে, কিয়ৎ পরিমাণ মস্তানীর সুরে লোকটিকে বলতে শোনা গেল, "মেয়েরা শুনছো? সব ঠিক আছে। একটুর জন্যে একটা বেয়োনেট আমাকে ফস্কে গেছে, কিন্তু এই দেখ, সশরীরে বর্তমান। হাঃ—হাঃ। নরবার্ট, এই বুড়ো। ঘুমিয়ে পড়লে? এবার তোমার সুদৃশ্য মস্তকখানি উন্নত করো। দেখি একবার।"

লিনি উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল। "শুনলি? কথাটা শুনলি? আরো একজন।"

দু'জনে হাতে পায়ে ভর রেখে উঁচু হয়ে উঠে খড় ফাঁক ক'রে চলল। দাঁড়াতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে আলোর উজ্জ্বলতা আর বাতাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। কৌশিক ভাবে ওপরে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মাথা দু'টো খড়ের স্তরের ওপর জেগে উঠল। ক্লেয়ার হাঁপাতে হাঁপাতে বিড়বিড় করল, "একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়।"

"আমরা নিশ্চয় দু' মিটারের মতো—" লিনি কথাটা বলতে গিয়েও বলল না। মহা বিস্মিত। যে লোকটা ওদের ডাক দিয়েছিল, কন্যাকের বোতল হাতে নিকটেই দাঁড়িয়ে—এবং আরো তিনজন খড়ের মাঝ থেকে আবির্ভূত হচ্ছে। এবার মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অবাক দৃষ্টি বিনিময়।

"বাঃ—এ-যে একটা দল হয়ে গেল দেখছি!" অটো আনন্দিত ভাবে মন্তব্য করল। তবে চাপা গলায়। "কমরেড্‌স্, আমাদের ম্যাক্‌লাউকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই আপনাদের অটো মেয়ার। আদেশ করুন, অবশ্য পালন করব। আরে মশায়, লক্ষ বছর একটি মেয়ে দেখিনি। কিন্তু এ কেমন ব্যাপার? মুখগুলো অত নোংরা তবু তোমাদের সুন্দর লাগছে কেন? একটু কন্যাক্ খাও। সাত্যই, হাঁসের মাংস যে খাওয়াতে পারলাম না তার জন্য আমি দুঃখিত! আর কি করতে পারি বলো?"

লিনি বলল, "একে একটু উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করুন। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

অটো ধপ্ করে বোতলটা ফেলে দু'হাত বাড়িয়ে দিল খড়ের মধ্যে।

বগলের তলায় হাত দিয়ে ক্লেয়ারকে টেনে তুলল।

"তোমার ওজন দেখছি খুব বেশী নয়! একেবারে মুসলমানের মতো।"

ক্লেয়ার তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "খবরদার! আমায় ও নামে ডাকবেনা।"

বলেই মনস্তাপ হ'ল। মুসলমান আউসউইৎজের কথ্য শব্দ। মৃত্যুপথ-যাত্রী বন্দীদের এই নাম। ক্লেয়ার তো জানে ও কতটা রোগা হয়েছে, রাগ করার কোন মানেই হয়না। "কিছু মনে করলেন না তো? অনেক ধন্যবাদ। আপনি না ধরলে উঠতেই পারতাম না।"

স্বাভাবিক কারণেই অটোর অনুতাপ হয়েছিল। বিড়বিড় করে বলল, "আমি কথাটা ঠাট্টা করেই বলেছিলাম।"

"সে আমি জানি।"

পোশাকের খড়কুটো ঝেড়ে ফেলে ওরা ছ'জনে গোল হয়ে দাঁড়াল। পুরুষদের প্রত্যেকেই তাদের নেড়া মাথা ঢাকা দিতে বন্দীশালার গোলাকার ডোরাকাটা টুপিগুলো নিজেদেরই অজান্তে পকেট থেকে টেনে বার করছিল। সকলেই নীরব, মুখে অস্বস্তির হাসি, কি যে করবে বুঝতে পারছেনা, সব ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। মুক্তি পেয়েছে যে! বৈদ্যুতিক তারের জাল নেই, প্রহরী নেই, আদেশ মানার বালাই নেই—কি উল্লাস! নিজেদের জামার ওপর হাতে বোনা বিবিধ রঙের ত্রিভুজ দেখে একে অন্যের খানিক খানিক পরিচয় পায়। লিনি ছাড়া আর কেউ ইহুদী নয়। বাকী সকলেই রাজনৈতিক বন্দী। পুরুষদের মধ্যে দু'জন জার্মান, একজন পোল্ আর একজন রাশিয়ান। ফরাসী রাজনৈতিক বন্দীর পরিচয় চিহ্ন ছাড়াও ক্লেয়ারের বাহুতে "দোভাষী" লেখা একটা ব্যাণ্ড। ক্লেয়ার আর লিনি দেখেই বুঝতে পারল যে পোল্ ছেলেটি আর জার্মান দু'জন ওরই মধ্যে খানিকটা লঘু পরিশ্রমের কাজ করত। ওদেরও ওজন কমেছে তবে মৃতবৎ হয়ে পড়েনি। অধিকাংশ বন্দীদের মতো ওদের পরনের বেশ ডোরাকাটা নয়। উঞ্চ অসামরিক পরিচ্ছদ। এই দুই তথ্য এ কথাই প্রমাণ করে যে বন্দীশালার কালোবাজার থেকে ওরা খাদ্যবস্তু বিশেষ ও পোশাক-আশাক হাতসাফাই করার সুযোগ পেত।

কিছুক্ষণ পরে অটো উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, "তাহলে—আমরা এখন মুক্ত!" ওর ধূসর-সবুজ ছোট্ট চোখ দুটো আনন্দে ভরপুর। অটোর চেহারাটার বর্ণনা দেওয়া একটু শক্ত। উচ্চতা মাঝারি ঠিক নয়, একটু কমই হবে।

গায়ের রঙ ঈষৎ পীত। মুখশ্রী তীক্ষ্ণ। "সবাই জার্মান জানে তো? আমার কমরেড ও আমি আবার এ-ছাড়া আর কিছুই জানি না।"

পোল্ ছেলেটি বলে উঠল, "আমি এই প্রদেশের লোক। সাইলেশিয়া প্রদেশ। তাই কাজ চালিয়ে নেবার মতো জানা।" এক ঝলক হেসে উঠল। সুন্দর দাঁতগুলো চোখে পড়ল। অল্প বয়স, ভারী সুন্দর দেখতে। "কিন্তু আস্তে বলো, ভাল বুঝি তবে, কেমন?"

রুশ লোকটি বলল, "আমি ভাল না। কিন্তু বুঝি। নাম আল্লে।" তারপর যেন অপ্রাসঙ্গিক জেনেও যোগ করল, "সৈনিক—সোভিয়েত বাহিনী।" লোকটি বেশ লম্বা এবং অত্যন্ত রোগা। ভারী কাহিল দেখাচ্ছে। পরনের বেশ মেয়ে দু'টির মতোই ছেঁড়াকাটা। অন্যদের কথা শোনবার সময় ডান কানের কাছে একটা হাত ভোঙা ক'রে ধরে।

জিনি ঘোষণা করল, "আমরা দু'জনেই জার্মানে কথা বলতে পারি। তাছাড়া আমার বন্ধু পোল্ ও রুশ ভাষাও জানে।"

শুনে আল্লের মুখখানা খুশীতে ভরে ওঠে। উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার রুশ মেয়ে কিনা।

ক্লেয়ার বলল, "ফরাসী।" তারপর আল্লের হতাশা দেখে মিটিমিটি হাসল।

নরবার্ট নামে অন্য জার্মানটি এবার বলল, "কমরেড, আমাদের এখুনি একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।" লোকটি দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। বয়স মনে হ'ল চল্লিশের মাঝামাঝি। শক্ত-সমর্থ গড়নের মানুষ। চোখে মুখে বিচক্ষণতার প্রকাশ—দৃঢ়তারও। "আমরা পথ চলতি বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়েছি কিন্তু ভবিষ্যতে যে কি হবে কেউই জানি না। কথা হচ্ছে, এখন আমরা কিভাবে পালাবার চেষ্টা করব—একসাথে না একা একা?"

অটো কন্যাকের বোতলের ছিপি খুলল। বোতলের অর্ধেক ইতিমধ্যেই শেষ। বলল, "আমার মতে একসাথে। মেয়েদের অবস্থাটা ভাখো—ওরা একা যেতে পারবে না।"

"হ্যাঁ একসাথে।" পোল্ ছেলেটিরও একই অভিমত।

আল্লেও সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল। "একসাথেই সঠিক।"

জিনি আর ক্লেয়ার দৃষ্টি বিনিময় করল। দু'জনের হয়ে উত্তর দিল জিনি, "ঠিকই বলেছেন আপনারা।"

সহসা একে অপরকে লক্ষ্য ক'রে হাসতে শুরু করে। অটো মহা উৎসাহে ঘোষণা করল, "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। এবার তাহলে ভোজ শুরু হক।" লিনির দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিল। "একটু গরম হয়ে নাও। এরই দৌলতে নরবার্ট আর আমি সারাটা সকাল খুশমেজাজে ছিলাম। তোমার নাম কি?"

"লিনি।"

"আমাদের শরীরের যা অবস্থা, কগ্নাক খাওয়াটা কি ঠিক হবে?" স'শঙ্ক ভাবে প্রশ্ন করল ক্লেয়ার।

"ঠিক কি বেঠিক বোঝার একটাই উপায়।" খুশীভরা উত্তর লিনির। অল্প একটু মুখে ঢেলে সশব্দে শ্বাস নিল। ঠোঁট চেপে একটু হেসে আরেক ঢোক খেল। "ধন্যবাদ। এবার সত্যিই বুঝতে পারছি যে ক্যাম্পের বাইরে বেরিয়েছি।" লিনির খয়েরি চোখ দুটো জ্বলছে। ছোপ ছোপ ময়লা জমা গোলাকার মেদহীন মুখাবয়ব। আনন্দে কিন্তু উজ্জ্বল।

"এই যে নারী-কণ্ঠ শুনলাম—আমাদের কাছে, ছেলেদের কাছে এটাই মুক্তির কথা ঘোষণা করছে। তাই না?" অটো মন্তব্য করল। ক্লেয়ারের দিকে বোতলটা এগিয়ে দিল। "তোমার নাম?"

"ক্লেয়ার।" অল্প এক ঢোক খেয়ে বোতলটা ফিরিয়ে দিল।

"আরে, তোমার মুখও যে ভিজল না!"

"বেশী খেতে ভয় করছে।"

আন্দ্রে বলে উঠল, "কথা সঠিক।"

অটো জিভে একটা শব্দ ক'রে পোল্ ছেলেটিকে বোতলটা এগিয়ে দিল। "তুমি?"

"জুরেক নাম—ধন্যবাদ।" আরাম ক'রে এক মুখ কগ্নাক পান করল জুরেক।

অপর জার্মান ব্যক্তিটি বলল, "আমি নরবার্ট।" কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা আয়ত্তে রাখার প্রয়াস স্পষ্ট। "একটা হিসেব নেওয়া যাক। আমাদের কার কার কাছে কি কি খাবার আছে?" পরনের খাটো আকারের কুর্তাটার একটা পকেট থেকে ছোট এক টুকরো কালো রুটি টেনে বার করল নরবার্ট। "আমার কাছে থাকার মধ্যে এটুকুই।" জুরেকের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে দ্রুত খানিকটা খেয়ে নিল।

"আমাদের কাছে কিছুই নেই।" ক্লেয়ার জানাল।

ফ্রেক শূন্য হাত মেলে ধরল।

আস্তে হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিয়ে তারপর জ্যাকেট খুলল। ছোট এক টুকরো রুটি বার করল ভেতর থেকে। অধৈর্যের মতো কন্যাক পান করছিল আস্তে। প্রিন্সের বোঝা গেল বরাদ্দ পরিমাণের বেশী না যাতে খেয়ে ফেলে তার জন্য সতর্ক। "আঃ—স্পাসিবো!" মোটা গলায় আস্ফালন সেরে বোতলটা অটোকে ফিরিয়ে দিল।

"এই অটো। রান্নাঘর থেকে ভাল কিছু হাতিয়েছিস?" নরবার্ট শুধোল।

অটো ইতস্তত করল। মুহূর্তের জন্যে। চোখে না পড়ারই কথা, কিন্তু সকলেই লক্ষ্য করল। বন্দী জীবন ওদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় শান দিয়েছে। একটু গলায় ঢেলে এবং তারপর ছিপি এঁটে বোতলটা পরীক্ষা করতে গিয়ে সেকেণ্ড খানেক বেশি লাগিয়েছে। "যা আছে তাতে খুব বেশী দিন চলবেনা।" চামড়ার জ্যাকেটের এক পকেট থেকে ঘোড়ার মাংসের সসেজের আধ পাউণ্ড বার করল। আর অন্যটা থেকে খানিকটা রুটি আর একটা কাগজের মোড়ক। "এটাতে চিনির ডেলা আছে।" অটোর সগর্ব ঘোষণা।

"চিনির ডেলা!" লিনি প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে পুনরুক্তি করল। "অসম্ভব, ও জিনিষ থাকতেই পারে না।" মাথা ঘুরে ধপ করে বসে পড়ল লিনি। তারপর খুশীর হাসিতে ফেটে পড়ল, "নেশা ধরেছে। ভালই লাগছে।"

সবাই ওর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল। হাসির দমকে কাঁপছে। জীবনে যেন এত মজাদার আর কিছু দেখেনি। কয়েক সেকেণ্ড না যেতেই কিন্তু হঠাৎ নরবার্টের হাসি থেমে গেল। ওর মুখে কে যেন সজোরে থাপ্পড় কসিয়েছে। তীব্রতার সাথে দুই হাত সম্মুখে প্রসারিত করল নরবার্ট। "শ্-শ্! চুপ্!" লিনি বাদে আর সবাই চুপ করে গেল। লিনিকে এক ঝাঁকানি লাগাল নরবার্ট, "এই! চুপ করো না!"

"মাপ করবেন।" অট্টহাসি সামলে নিলেও খুশীর সুরে চাপা কণ্ঠে খিলখিল করছিল। ক্লেয়ার বসে প'ড়ে এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল।

"আমরা ভেবেছিটা কি?" নরবার্ট জিজ্ঞেস করল। "এটা তো আর

চক্রবাজা নয়! বাইরেই হয়তো এস্‌-এস্‌ বাহিনী রয়েছে। সকলেরই মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার।"

"না, না!" ফিসফিস করে বলল আন্দ্রে। খুবই বিচলিত। "পাগলামো হয়। অমন হাসে।"

অটো আগের মতোই মৃদু মৃদু হাসছিল। নিজেই নিজের কথার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে মন্তব্য করল, "পথ চলার হাত থেকে যে অব্যাহতি পেয়েছি ও বেঁচে রয়েছি, এটাই সবচেয়ে বড় পাগলামি নয় কি? ভেতরে ভেতরে আমার ইচ্ছে করছে প্রাণ খুলে চিৎকার করি, নাচি গান গাই মদ খেয়ে চুর হয়ে যাই সবাইকে চুমু খাই। জেসাস্‌ ক্রাইস্ট। আমরা পালিয়েছি!"

"সে তো বটেই।" নরবার্ট সায় দিল। "কিন্তু খেয়াল রেখো, মাথা গরম করলে আবার ধরা পড়তে হবে। মুস্কিল হচ্ছে যতদিন না রাশিয়ানরা আসছে আমাদের লুকিয়েই কাটাতে হবে। ওদিকে খাবারও নেই। এখন উপায়?"

জুরেক বলে উঠল, "সেই কথাই একটু আগে ভাবছি। আমি পোল্যাণ্ড লোক। গোলাবাড়ির মালিক যে কৃষক তার কাছে যাই আমি। সেও তো পোল্যাণ্ড লোক। আমি খাবার চাই তার কাছে আর লুকিয়ে রাখা বলি আমাদের। তাহলে আমি তোমাদের হয়ে কথা বলি, কেমন?"

আন্দ্রের ঘোরতর আপত্তি। "নিষেধ!" কানের কাছে একটা হাত তুলে ধরেছে। "ধরো, কৃষক চর একটা। তখন? জার্মানদের বলবে। আমাদের গুলি হবেই।"

আলোচনা শুরু হয়ে যায় কিন্তু কেউই আন্দ্রের পক্ষ নেয়না। ও কোন বিকল্পের কথা বলতে পারেনি। আন্দ্রে ভোটে হেরে গেল। চিন্তান্বিত ভাবে এই সিদ্ধান্তই শেষটায় মেনে নিল।

"সজ্‌াইস্‌ট্‌কো বেডজি্‌ ডবজে্‌", জুরেক তার এক ঝলক হাসি সহযোগে আন্দ্রেকে বলল। "পোলিশ ভাষায় এর মানে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।" জুরেক দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করল পাল্লাটা, বাইরে উঁকি মেরে দেখল। তারপর আরো খানিকটা খুলে চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ। ঘরের ভেতর থেকে বাকী সবাইকার চোখে পড়ল এক ফালি প্রাঙ্গণ আর তার ওপাশে একটা দোতলা বাড়ির অংশ বিশেষ। জুরেক বাইরে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

ক্লেয়ার বিড়বিড় করে বলল, "তুষারপাত থেমেছে।"

"থেমেছে মানে?" নরবার্ট জিজ্ঞেস করল। অদ্ভুত ভাবে ক্লেয়ারের দিকে তাকাল। "তোমরা যখন এগোচ্ছিলে বরফ পড়ছিল?"

"হ্যাঁ, সারা দিন ধরে।"

নরবার্ট অন্য সকলের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। "আচ্ছা—তোমাদের দলটা এখান ছেড়ে চলে যাবার পর কি করছিলে?"

"ঘুমোচ্ছিলাম।"

"আমরা না আসা পর্যন্ত ঘুমিয়েছ?"

ক্লেয়ার ঘাড় নাড়ল।

"তার মাঝখানে ঘুম ভাঙেনি?"

"না তো। কেন?"

নরবার্টের দিকে নীল চোখে বিশুদ্ধ একথার প্রকাশ। "তোমরা দু'জনে দু' দু'টো দিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছ।"

ক্লেয়ারের কাঁধের ওপর থেকে মাথা তুলে লিনি বলল, "তার মানে?"

"বন্দীদের প্রথম দলটা ক্যাম্প ছেড়েছিল আঠের তারিখে। সেদিন প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল। তারপর আর বরফ পড়েনি। আজ কুড়ি তারিখ।"

ক্লেয়ার ও লিনি একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। ম্লান হেসে ক্লেয়ার বলল, "আমি এখন দু'বছর ঘুমিয়ে কাটাতে পারি।"

অটো জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তোমরা দু'জনই কেবল লুকোলে কেন? তোমাদের দলের আর কেউ তো লুকোয়নি।"

"আমি আর হাঁটতে পারতাম না।" ক্লেয়ার জবাব দিল। "এই ছিল আমার শেষ সুযোগ। লিনি আমার সঙ্গে থেকে যাবে ঠিক করল কারণ—" ক্লেয়ার হাসল—"কারণ ও লিনি।"

অটো বলে চলল, "ভাববার কথা। আমাদের দলেরও আর কেউ তো লুকোবার চেষ্টা করেনি। শুধু এই চারজন। এর কারণ কি?"

"কেনোদের কথা জানি না।" লিনি বলল। "কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়ে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে খড়ের ওপর লুটিয়ে পড়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমিও তাই করেছিলাম। প্রহরীরা ডেকে না তোলা পর্যন্ত ঠিক ঘুমিয়েই কাটাতাম। ভাগ্যিস ক্লেয়ার ছিল।"

"আমাদেরও ওই এক অবস্থা" নরবার্ট বলে উঠল। "এত ক্লান্ত যে কেউ চিন্তা অবধি করতে পারছিল না। তাছাড়া অনেকেই বহু আগে থাকতেই পালাবার কথা ভাবতে ভুলে গেছে। এত মার খেয়েছে। নাজিরা এসব ব্যাপারে ভারী পটু।"

"তাহলে তোমাদের দু'জনের ব্যাপারটা কি?" তিনি শুধোল। "তোমরাও তো ওদেরই মতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে।"

"অটো ও আমি বহু দিনের পুরোনো কয়েদী। যেশীর ভাগ বন্দীদের চাইতেই আমরা ভাল খাবার দাবার ম্যানেজ করতাম। তাই যাত্রা শুরু হবার সময় আমাদের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। ঠিকই করে রেখেছিলাম যে একটা সুযোগ পেলেই সটকাবার চেষ্টা করব। কারণ এখন আবহাওয়া যেরকম তাতে এই যাত্রা যে মৃত্যুযাত্রা হবে তা আমরা জানতাম।"

"আর তুমি?" আন্দ্রেকে প্রশ্ন করল ক্লেয়ার।

"আমার সাথে সব সময় পালাবার চিন্তা।" আন্দ্রের সাদামাটা জবাব। ভাবটা এ-আবার একটা প্রশ্ন নাকি। "এ আমার—" একটা শব্দ বাছতে গিয়ে হোঁচট খেল আন্দ্রে। তারপর রুশ ভাষায় ক্লেয়ারের সঙ্গে কথা বলল।

"এটা ওর মজ্জাগত।" আন্দ্রের কথা অনুবাদ করল ক্লেয়ার। "ধরা পড়বার পর এর আগেও যুদ্ধ বন্দীদের শিবির থেকে ও একবার পালিয়েছিল।"

"সত্যি!" অটো সপ্রশংস উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। "তা তুমি ধরা পড়েছিলে কবে?"

"এখন সাত মাস। গত বছর জুলাই।"

"আচ্ছা বলতে পার, ফ্রান্সে কি আমেরিকান আর বৃটিশরা লড়ছে?"

"হচ্ছে তাই। আমি ধরা পড়ার আগে নামে।"

"বলেছিলাম না!" মহা আনন্দে অটো নরবার্টের উদ্দেশে বলে উঠল। "এতদিন বন্দী থেকে এখন আর শোনা কথা একটুও বিশ্বাস করতে পার না।"

'কি আর করব বলো'—ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নরবার্ট হাসল। খুশী হয়ে প্রশ্ন করল, "তাহলে পূব ও পশ্চিম দু'দিকেই এখন হিটলার প্যাঁদানি খাচ্ছে?"

"প্যাঁদানি খাচ্ছে? সেটা মানে?"

"পরাজিত হচ্ছে।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ। এই বছর, মনে হয়, সব শেষ।"

"এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে মিত্র বাহিনী ইতিমধ্যেই জার্মানীতে নেমে পড়েছে।" ক্রেমার মাঝখান থেকে বলে উঠল। "কয়েকজন গেস্টাপো অফিসারকে এই নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছি।"

অটো কন্যাকের বোতলটা টেনে বার করল। "বেশী নেই কিন্তু এমন একটা খবর শোনার পর কি আর না খেয়ে থাকা যায়। কি লিনি, তুমিই শুরু কর তাহলে?"

লিনি হেসে প্রত্যাখ্যান করল।

আন্দ্রে বলল, "নিষেধ! আর পারছিনা। ধন্যবাদ।"

নরবার্টের দিকে বোতলটা বাড়িয়ে ধরল অটো। তারপর কনুইয়ের গুঁতো মেরে অন্যদের কাছ থেকে ওকে একটু সরিয়ে আনল।

"চাষীর কাছ থেকে যদি খাবার না জোগাড় হয়, তখন?"

নিরুপায়ের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল নরবার্ট। "সে তখন দেখা যাবে।"

অটোর দীর্ঘ তীক্ষ্ণ মুখাবয়ব কঠিন হয়ে উঠল। "অনাহারে মরবার জন্যে আমি সাত বছর ধরে নরক বাস করিনি।" প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দীর্ঘ ফলাযুক্ত জার্মান সৈন্যবাহিনীর একটা ছোরা টেনে বার করল। কম্বলের টুকরোয় জড়ানো। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে একটু হেসে বলল, "আমাদের রান্নাবাড়ির ক্যাপো একজন এস্ এস্-এর কাছ থেকে গত সপ্তাহে এটা কিনেছিল। আমি কাল চুরি করেছি।"

"কি বলতে চাস বল্তো?"

"এই গোলের বাচ্চা ভালয় ভালয় যদি খেতে না দেয়—বুঝতে পারছো?"

"রেখে দে ওটা!"

"আমার কথায় জবাব দিলে না কিন্তু!"

"দিলাম তো। বললাম যে রেখে দিতে। আমরা তো আর ফ্যাসিস্ট নই।"

"জঘন্য! একেবারে যাচ্ছেতাই!" একটা মুখভঙ্গি ক'রে অটো সরে গেল। নরবার্ট এদিক-ওদিক পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

৬

আন্দ্রে বিনয়পূর্ণ ভাবে ক্লেয়ারকে রুশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, "তোমার পাশে একটু বসব ?"

"নিশ্চয় ।"

"আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে—" হঠাৎ কথা থামিয়ে ও সামনে ঝুঁকে পড়ল। "তোমার পা জমে গেছে !"

ক্লেয়ার ঘাড় নাড়ল।

"কিন্তু তোমার এখন পায়ের দিকে নজর দেওয়া উচিত। ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

"জান। কিন্তু খুশীর চোটে কথাটা ভুলেই বসেছিলাম। বুললে ব'লে মনে পড়ল।"

"আমায় একটু দেখতে দাও।" আন্দ্রে ক্লেয়ারের এক পায়ের মাংস টিপে পরীক্ষা করল। "দু দিন তো ঘরের মধ্যে রয়েছ, এখনো কোন ব্যথা অনুভব করছ না ?"

"না। লক্ষণটা খারাপ নাকি ?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল আন্দ্রে। "এই মুহূর্তেই তোমার ম্যাসেজ শুরু করা উচিত। একেবারে থাই থেকে শুরু করবে। ওপর থেকে নীচে। পায়ের পাতা কিন্তু ছুঁওনা।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু করতে চাইলেও কতক্ষণ সামর্থ্যে কুলোবে জানিনা। বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছি।"

"অন্য কেউ যদি ম্যাসেজ করে দেয় তাহলে অবশ্য সবচেয়ে ভাল হয়। তোমার বন্ধু যদি না পারে তো আমাদের কেউ। এ ব্যাপারে লজ্জার কিছু নেই। ক্রমাগত ম্যাসেজ করতে হবে।"

"আচ্ছা, পায়ে বরফ ঘসলে কেমন হয় ?"

"না—না, ওটা ভুল চিকিৎসা। খুব খারাপ। তোমার বন্ধুর কি এখনো নেশা কাটেনি ? ম্যাসেজ শুরু করতে পারবেনা ?"

ক্লেয়ার জিনির সঙ্গে কথা বলার পর ও মাথা উঁচু করল।

"আমি বহাল তবিয়তেই আছি। ঠিক পারব। কিন্তু, উঃ, কি তেষ্টাই না পেয়েছে। খানিকটা বরফ এনে খাওয়া যায়না ?"

জার্মানে উত্তর দিল আন্তো, "ঠিক হবেনা আমাদের বাইরে যাই। অপেক্ষা করো সুরেকের, ওকে জল চাও।" তারপর রাশিয়ানে ক্রেয়ারকে বলল, "কি ক'রে ম্যানেজ করতে হবে ওকে বুঝিয়ে দাও।"

আন্তো কানের কাছে একটা হাত তুলে ধরে ওদের কথা শুনছিল আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। লিনি ক্রেয়ারের সামনে ব'সে ওর বাঁ পা'টা কোলের ওপর তুলে নিল। লিনি ওর জামা ও তলাকার সিল্ক অন্তর্বাসটা উঁচু করতেই ক্রেয়ার হঠাৎ একটা অস্বস্তি বোধ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কারণও ধরতে পারল। আউসউইৎজে আসার পরই ওর সর্বাঙ্গ কামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একেবারে নগ্ন ক'রে সারা গায়ে উল্কি এঁকে দিয়েছিল শিবিরের ভারপ্রাপ্ত মহিলা কয়েদীরা। এবং এ সবই ঘটেছিল বেশ কয়েকজন পুরুষ প্রহরীর সম্মুখে। তখন কিন্তু ও লজ্জা পায়নি। এস্‌-এস্‌ বাহিনীর লোকেদের ও মানুষই মনে করতনা। এখন ও মানুষের জগতে ফিরে এসেছে, খাঁটি মানুষের দৃষ্টি ওর ওপর নিবদ্ধ। তাই অস্বস্তি। তবে এ-অস্বস্তি ওর নগ্ন পা'টা কেউ দেখছে বলে নয়, অস্বস্তি পা দু'টো নারীর স্বভাব কোমলতাটুকু হারিয়েছে বলে। ক্রেয়ার ভাবছিল, "আবার আমার মেয়েলী স্বভাব ফিরে আসছে।" বুকের মধ্যে হঠাৎ কাঁপুনি বোধ করল।

"এমনি ভাবে তো?" লিনি আন্তোকে জিজ্ঞেস করল।

"হাঁ, আর এই ভাবেও।" হাত নেড়ে দেখাল।

অটো কাছে সরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। "খালি পায়ে হেঁটেছিলে?"

"না। এখানে এসে জুতো খুলেছি।"

"কোন্‌ খানটায় ফেলেছিলে?"

"ওই দিকটায়।"

লিনি বলে উঠল, "আমরা খড়ের মধ্যে ঢোকার সময় কম্বলগুলোও ফেলে গেছলাম। আর সেই সঙ্গে আমার এক কিলো রুটি। হয়তো..."

"ঠিক আছে, দেখছি খুঁজে।"

আন্তো ক্রেয়ারকে বলল, "এবার বলো—তুমি কি ক'রে রাশিয়ান শিখলে?"

"আমার দাদুর জন্ম রাশিয়ায়। ঠাকুমা পোল্যান্ডে। ওরা আমায়

শিখিয়েছিল। তারপর সত্বরই রাশিয়ান পড়েছিলাম। সত্বরই একটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম।"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম তো বটেই।" আন্দ্রে হাসতে হাসতে মন্তব্য করল। "তুমি কি ভেবেছ আমি জানি না? বর্ণের কোন বলে ভুল করব?"

ক্লেয়ার হাসল। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "আমরা যে অপরিচিত, জানব কি ক'রে।"

আন্দ্রে আবার মৃদু ঠাট্টা করল, "হাঁ, শুনে রাখো। ভেবুজি যে এক রকম চীজের নাম নয় তাও জানি কিন্তু।" হঠাৎ ও একটা সুর ভাঁজতে শুরু করল। ক্লেয়ার অবাক। উৎসাহ ভরে শুনতে থাকে।

অটো বলতে বলতে ফিরে এল, "জুতো নেই, কম্বল নেই, রুটি নেই।"

"শ্-শ্।" আন্দ্রে হাসছিল "ফরাসী কমরেডের জন্য ভেবুজি শোনানো হচ্ছে।" আঙুলে তাল দিতে দিতে সুর ভেঁজে চলল আন্দ্রে। তারপর সশব্দে দরজা খোলার আওয়াজ কানে আসায় থেমে গেল। অত্যন্ত উত্তেজিত সবাই, জুরেকের এগিয়ে আসা লক্ষ্য করছিল। ওর হাতে একটা পেন্সিল আর কাগজ।

"কি খবর?" নরবার্ট জিজ্ঞেস করল।

"ও আমাদের খেতে দেয় কিন্তু এখানে লুকোনো না। খুব বিপজ্জনক। এ রাস্তা গুরুত্বপূর্ণ। আজ রাতে চলে যেতেই হয়।"

নীরবতা!

শেষপর্যন্ত নরবার্টই মতস্থির করে বলল, "ঠিকই বলেছে। আমরা কোথায় যেতে পারি সে সম্বন্ধে কিছু শুনলে?"

"গ্রাম আছে ছোট। স্টার' উইস্। বনের ওধারে।"

"অনেক দূর?" উদ্বিগ্ন ভাবে প্রশ্ন করল ক্লেয়ার।

"তিন কিলোমিটার।"

"ওখানকার এমন কাউকে ও চেনে যে আমাদের লুকিয়ে রাখবে?" অটো জিজ্ঞেস করল।

জুরেক কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "সেটা ওখানেই আমরা দেখি... একটা জিনিস আছে ও আমাদের কাছে চায়। আমরা রাশিয়ান লিখি যে ও আউসউইৎজ্ পালানো ছ'জন বন্দী বাঁচায়। আমরা নাম সই দিই, নম্বর দিই।"

আন্দ্রে বিতৃষ্ণ ভাবে হাসল। "দেখছো? ষড়যন্ত্রকারী! ও বাঁচায় না আমাদের। আমরা বাঁচাই! হয়তো যেখানে গ্রাম বলে, নেই গ্রাম। আমার জানা আমার কমরেডরাও ফাঁসি দেয় ওর।"

আবার কথা কাটাকাটির শুরু, এবারও আন্দ্রের পক্ষে কেউ নেই। কিন্তু সেই সবাইকে একমত হতে হ'ল। চাষীর কথামতো চলা ছাড়া উপায় নেই। রাগত ভাবে বিড়বিড় করতে করতে আন্দ্রে পেন্সিল তুলে লিখতে শুরু করল। অটো হঠাৎ ক্রেমারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। কানে কানে বলে, "তুমি তো রাশিয়ান জানো। দেখো ঠিক লিখছে কিনা—কোন চাল না চালে।" ক্রেমারের সই করার পালা এলে ও কাগজের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর নিজের নাম ও নম্বর বসিয়ে অটোকে ঘাড় নেড়ে অভয়।

জুরেক চলে যাচ্ছিল। নরবার্ট ডেকে থামাল। "দাঁড়াও একটু। কয়েকটা জিনিষ চেয়ে এনো ওর কাছ থেকে।" আন্দ্রে আর মেয়ে দু'টির দিকে আঙুল নেড়ে নরবার্ট বলল, "ওদের এই জামাকাপড়গুলো পাল্টানো দরকার। আর ওর একজোড়া জুতো চাই!"

"আর জল।" লিলি বলে উঠল। "দয়া করে একটু জলের ব্যবস্থা করো।"

জুরেক ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল।

আন্দ্রে ক্রেমারকে রাশিয়ানে বলল, "এই ষড়যন্ত্রকারীটা যদি জুতো না দেয় ঘাবড়িও না। খড় দিয়ে তোমার জন্যে জুতো তৈরি করে দেব।"

"কি ক'রে?"

"দেখতে পাবে। এবার তোমার বন্ধুকে ডান পা'টা ম্যাসেজ করতে বলো। পাঁচ মিনিট এ-পা পাঁচ মিনিট ও-পা।"

লিলি কথামতো জায়গা বদল ক'রে নিলে আন্দ্রে মুখ ঘুরিয়ে কনুই দিয়ে অটোকে একটা ঠেলা দিল। দু'জনে মিলে নরবার্টের কাছে এগিয়ে এল। নরবার্ট হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে একটা খড় চেবাতে চেবাতে ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছিল। আন্দ্রে নীচু গলায় বলল, "শুনছো? ফরাসী মেয়ে দুর্বল। শিশুর মতো। দু'টো মেয়েরই চাই খাবার বেশী।" তারপর অটোকে লক্ষ্য ক'রে, "তুমি ওদের সসেজ দাও, কেমন? এটা সঠিক।"

অটো ক্ষের মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল। "আমারও তো তাই মনে হচ্ছে। নরবার্ট, তুমি কি বলো?"

"ভালই বলেছ, কিন্তু—" আন্দ্রের দিকে তাকাল নরবার্ট। "কিন্তু তোমার অবস্থাও তো বলতে গেলে মুসলমানের মতোই।"

আন্দ্রে ঘাড় নেড়ে কথাটা অস্বীকার করল। "এখন মুক্ত আমি। চটপট জোর ফিরে পাই। মাঠেঘাটের খাটুনি করিনা তো এখন।"

অটো বলে উঠল, "আমরা বরং আগে একবার জুরেকের পরামর্শ নিই।"

বলতে না বলতেই দরজা খুলল।

"এই তো এসে গেছে। জিজ্ঞেস করে নাও।" নরবার্ট বলল।

জুরেকের হাতে এক বালতি জল আর তার মধ্যে ডোবানো লম্বা হাতল-ওলা একটা মগ। ওর পিছনে লম্বা ভারিক্কি চেহারার এক কৃষক। বছর পঞ্চাশেক বয়স। পরনে ভেড়ার চামড়ার নোংরা একটা কোট। অতিথিদের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই লোকটি বিমর্ষ হয়ে পড়ল, উদ্বিগ্নও। নরবার্ট উঠে দাঁড়াল। লোকটির কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পোলিশ ভাষায় বলল, "ধন্যবাদ।" লোকটি ঘাড় নেড়ে করমর্দন করল কিন্তু কিছু বলল না। তারপর আন্দ্রে এবং ক্লেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে জুরেককে কি যেন বলল। গলার আওয়াজ কর্কশ। অতি দ্রুত কথা শেষ করেই লোকটি চলে গেল। জুরেক ওদের কথাবার্তা অনুবাদ করে শোনাল, "পোশাক আন্দ্রের জন্য ওর রয়েছে। ক্লেয়ারের জন্যেও হয়তো। কিন্তু লিনি না। আমি যাই ওসব আনব।"

অটো ওর হাত ধ'রে সসেজের কথা জিজ্ঞেস করল। জুরেক ঘাড় নেড়ে পূর্ব প্রস্তাব সমর্থন করল। তারপর জানাল, ওদের জন্য চাষী বৌ আলুর ঝোল রান্না করছে। কাজেই সসেজ যতটা বাঁচিয়ে রাখা যায় ততই ভাল।

ক্লেয়ার ও লিনি দু'জনেই তখনো জল খাচ্ছিল। একবার এ মগটা নিচ্ছে একবার ও। অন্যেরা এবার ওদের কাছে এগিয়ে এল।

"ওহে! শোনো তোমরা—" অটো উৎফুল্লভাবে ঘোষণা করল, "আমরা চারজনে ঠিক করেছি যে আগে তোমাদের মোটা ক'রে তোলা প্রয়োজন। কাজেই—" পকেট থেকে সসেজ ও ছুরি বার করল। "এটা খালি তোমাদেরই প্রাপ্য।"

নরবার্ট আবার যোগ করল, "সঙ্গে সঙ্গে সামান্য একটু রুটিও। তোমরা তো পুরো দু'দিন না খেয়ে আছ।" নরবার্ট পথযাত্রার সময় রুটির যে

টুকরোটা বাঁচিয়েছিল লিনির হাতে সমর্পণ করল। আর আস্তে তার নিজের ভাগটা নীরবে ক্রেমারের হাতে তুলে দিল।

ওরা দু'জনেই প্রতিবাদে মুখর। ওদের মতে সব কিছুই সমান ভাবে ভাগ ক'রে নেওয়া উচিত।

"সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে ও-যুক্তি খণ্ডন করা হইল। আহা—তোমরা বুঝতে পারছ না যে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে এখন আমাদের কত ভাল লাগছে।" অটো ওদের জন্য পুরু পুরু দু' স্লাইজ সসেজ কাটল। "এখনকার মতো এই। খোল তৈরি হচ্ছে কিনা।"

লিনির মুখে উষ্ণ হাসি। বলল, "ধন্যবাদ জানানো ছাড়া তো আর আমরা কিছুই করতে পারছি না।"

ক্রেমার ওর হাতের সসেজ আর রুটির টুকরোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে।

"কি হল তোমার?" অটো জিজ্ঞেস করল।

"দু' বছরের মধ্যে পুরুষদের এই প্রথম আমাদের প্রতি সদয় হতে দেখলাম।"

"দূর ছাই!" ক্ষুধিত ভাবে সসেজ চেবাতে চেবাতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল লিনি। "তাই যদি হয় তো খুশী হচ্ছিস না কেন? চিরকালের রোমান্টিক! পাগলও বটে, এমন একটা ব্যাপার নিয়ে আবার কান্না!"

কারখানা

১

পড়ন্ত বিকেলে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে ওরা জোড়ায় জোড়ায় গোলাবাড়ি ছেড়ে এগোতে শুরু করল। জুরেক ও নরবার্ট সর্বাগ্রে, মেয়ে দু'জন ওদের পনের গজ পিছনে আর সবার পিছনে আন্দ্রে ও অটো। তিনি তার বন্দী-শালার পোশাকই পরে আছে, আন্দ্রে ও ক্লেয়ারের পরনের বেশ অসামরিক। নতুন পোশাকে ওদের দু'জনকে বিচিত্র দেখাচ্ছে। কর্ডের প্যান্ট, সুতির জামা, সোয়েটার আর ফেল্টের অস্তর দেওয়া একটা জ্যাকেট পেয়েছে ক্লেয়ার। বোঝা যাচ্ছিল পোশাকগুলো বছর চোদ্দর অতি ক্ষীণকায় কোন বালকের। পরে জানা গেল এগুলো চাষী পুত্রের। গত বছর ছেলেটি মারা গেছে। ক্লেয়ার নতুন জামা পেয়ে দারুণ খুশী। শীতের হাত থেকে বেশ রক্ষা করছে আর ভারী মানানসই হয়েছে। অসুবিধার মধ্যে কেবল এগুলো পরার পর ওকে এখন এক অপুষ্টদেহ সদ্য পরিণত বয়স্ক যুবক ব'লে মনে হচ্ছে, মাথার রুমালটা বেমানান ঠেকছে। ওদিকে আন্দ্রের বেশ আবার ঠিক এর বিপরীত। এক-যুগ ধরে ব্যবহার করা ওদের সাহায্যদাতার জীর্ণ পোশাক-আশাক। ওর ক্ষুধা পীড়িত দেহের পরিপ্রেক্ষিতে অতিকায় আকারের। তাছাড়া ছিদ্রসঙ্কুল এবং এখানে সেখানে বারংবার নানা রঙের তাপ্পি মারা হয়েছে। আন্দ্রেকে খানিকটা কাকতাড়ুয়ার মতো আর খানিকটা ক্লাউনের মতো দেখাচ্ছে। ওরা দু'জন জামা কাপড় বদল করবার পর আরেকবার সবাই হাসিতে ফেটে পড়েছিল।

গোলাবাড়ি ত্যাগ ক'রে ওরা রাস্তাটা পেরোল। প্রবেশ করল পথপার্শ্বস্থ বনভূমির মধ্যে। সবাই উৎকণ্ঠিত, নীরব, ভীত। দীর্ঘ দিনের

বন্দীজীবন বন্দীদের একটা স্বাভাবিক অবস্থা ব্যতীত আর কিছু মনে করবার অবকাশ রাখেনি। ফলে মুহূর্তের মধ্যে বনভূমি ভরে উঠল অসংখ্য দৈত্য-দানবে—এস্-এস্ বাহিনীর প্রহরীতে প্রহরীতে। মুখে ক্রূর হাসি। কুকুর লেলিয়ে দেবার জন্য সদা প্রস্তুত। অতিকায় কুকুরগুলো নিষ্ঠুর হিংস্রতার শিক্ষণ প্রাপ্ত মুখ,চোখ, জানু ও পুরুষদের জননাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করবে বলে উৎসুক। এইসব অলীক চিন্তা সত্ত্বেও ওরা প্রত্যেকেই কিন্তু উত্তেজনায়, উৎফুল্লতায়, আশায় আশায় একেবারে ভরপুর। ওরা যে পালিয়েছে, ওরা যে মুক্ত।

ক্রেমারের সুবিধার জন্য ও সেইসঙ্গে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনে ওরা খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। মৃত বালকটির জুতো ক্রেমারের পায়ের তুলনায় বেশ কয়েক মাপ বড় হওয়ায় আন্দ্রে তার কথামতো ওকে জুতো তৈরি করে দিয়েছে। একটার পর একটা খড়ের স্তরে ক্রেমারের গোড়ালি ও পায়ের পাতা মুড়ে তারপর কয়েক গাছি খড় পাকিয়ে ক'সে বেঁধে দিয়েছে। ক্রেমারের ভয় ছিল এ-জুতো টিকবেনা। কিন্তু তা হয়নি, স্বচ্ছন্দে বরফের ওপর হেঁটে চলেছে। তাছাড়া নরম খড় ও তার উষ্ণতা ক্রেমারকে খুবই বাঁচিয়েছে, পায়ে যে রীতিমত যন্ত্রণা হচ্ছিল।

চাষীর বাতলে দেওয়া দিক্ বরাবর জুরেক ওদের এগিয়ে নিয়ে চলে। কৌণিক ভাবে বন পেরোয়, আশা সম্মুখে নিশ্চয় ছোটখাটো একটা শহর পড়বে। কারুর সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হয়নি, তুষারের ওপর কোন পদচিহ্নও চোখে পড়েনি। আর শব্দ বলতে শুধু নিজেদের পায়ে বরফ গুঁড়ো গুঁড়ো হওয়া ও মাঝেসাঝে পিছন দিক থেকে ভেসে আসা অতি ক্ষীণ কামান-গর্জন। অধিকাংশ স্থানেই তুষারের গভীরতা ছ'ইঞ্চি ছাড়ায়নি, হাঁটতেও বিশেষ অসুবিধা হয়না। কিন্তু ঠাণ্ডাটা অসহনীয়, সবার পক্ষেই কষ্টদায়ক। তা হ'ক, এই শারীরিক ক্লেশকে ওরা দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ ক'রে চলেছে। এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। শীতের চাইতেও নির্দয় এমন বহু ভয়ানকতার সঙ্গে মানিয়ে চলবার শিক্ষা ওরা আগেই পেয়েছে। কিনা সহ্য করেছে—অবিরাম ক্ষুধা, অসীম ভীতি, শ্মশান চুল্লীতে জ্বলন্ত মানব দেহের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। সহ্য করেছে না ম'রে সহ্য করা সম্ভব এমনতর সব কিছুই। ওদের পরস্পরের মধ্যকার বন্ধুত্বের বন্ধনটি তাই অনেক তিক্ততায় নিবিড়।

ভরাট ও উজ্জ্বল চাঁদের দেখা মিলল বেশ তাড়াতাড়ি। চন্দ্রকিরণ বনভূমি ভেদ করতে শুরু করলে ওদের উৎকণ্ঠা কিছু কমে। তা বলে

নীরবতা ভঙ্গ করেনি। ঘণ্টাখানেক চলার পর বন পাতলা হ'তে শুরু করল। আরো দশ মিনিট কাটে। অগ্রবর্তী দু'জন থমকে দাঁড়ায়, বাকী সকলে ওদের পাশে এসে হাজির। পঁচাত্তর গজের ব্যবধানে একটি বৃহৎ দোতলা পাকা বাড়ি। বাড়িটার দিকে আঙুল তুলে জুরেক ফিসফিস ক'রে বলল, "আমরা ওখানে। চাষী বলেছে আমায় ফাঁকা কারখানা আছে গ্রাম যেখানে।" সবাই একমুখ হাসি নিয়ে আন্দ্রের দিকে তাকাল। আন্দ্রে যেন বোকা বনে গেছে। জামাকাপড় এবং খাবার পাবার পরেও আন্দ্রে সেই এক গোঁ ধরে বসেছিল। চাষীর কথা বিশ্বাস করা ঠিক হবেনা।

"দাঁড়াও এখানে।" জুরেক বলল। কান ঘসে ঘসে গরম করবার চেষ্টা করছিল। "দেখে আসি আমি।"

"সাবধান কিন্তু।" নরবার্ট সতর্ক করে দিল।

জুরেক হেসে প্রত্যয়পূর্ণ ভাবে একটা বাহাদুরি অঙ্গভঙ্গি করল। "আমার এটা দেশ। স্জ্যাইস্টোকো বেডজি ডোবজে।"

"এক মিনিট!" জিনি অকস্মাৎ ওকে হাত ধ'রে আটকাল। "আমাদের কি মাথার ঠিক নেই?" জুরেকের কোটের ওপরকার কয়েদী চিহ্নিত করার মার্কা ও ডোরাকাটা টুপিটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

সবাইকার হয়ে একা নরবার্ট'ই যেন বিক্ষোভ প্রকাশ করল, "দুত্তোর। এতদিন বন্দী থাকার ফলে এগুলো আর যেন নজরেই পড়ছেনা। মাথা ঠাণ্ডা না রাখতে পারলে বিপদ আছে।"

জিনি উৎফুল্ল ভাবে বলল, "যাক্‌গে, কোন ক্ষতি তো আর হয়নি।"

অটো জুরেকের জ্যাকেট, জামা ও প্যান্ট থেকে লাল ত্রিভুজগুলো খুলে নিতে শুরু করলে ক্লেয়ার পুরুষদের উদ্দেশে বলল, "জিনির ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিচয় তো এখনো তোমরা পাওনি। গুদাম থেকে জুতো বেছে নেবার জন্যে ক্যাম্পে আমাদের একবার দু'মিনিট সময় দিয়েছিল। আমি তাড়াহুড়োয় দু'টোই বাঁ পাটির জুতো তুলে নিয়ে এসেছিলাম। জিনি কিন্তু ঠিক মাপের ঠিক-ঠিক জুতো বেছেছিল। এবং শুধু নিজের জন্যেই নয় আমার জন্যেও একজোড়া এনেছিল।"

"এতে আর আশ্চর্যের কি!" জিনি মন্তব্য করল। "ডাচ্'রা ঘর-গেরস্থালির কাজে খুব পটু। আর তাই প্যারিসের চেয়ে আমস্টারডাম অনেক পরিচ্ছন্ন।"

"সুখবর।" ক্লেয়ার যোগ করল।

"নিশ্চয়!"

"ক্লেয়ার!" আস্তে ফিসফিস করে রুপ তাকায় বলল, "পা'টা কেমন আছে?"

"যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"খুব?"

"একটানা একটা ব্যাথা।"

"জানি কষ্ট পাচ্ছ কিন্তু এর ফল ভাল হবে। বোঝা যাচ্ছে ফের রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে।"

"তাই নাকি! কি মজা!"

"হাঁটতে খুব কষ্ট হয়েছে?"

"বড্ড দুর্বল লাগছে। তবে খোলটা খেয়ে খুব উপকার হয়েছে।"

"আর ক্যাম্প থেকে মুক্তি পাওয়া? সেটা বুঝি কিছু নয়?"

ক্লেয়ার ওর দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়ল। "আচ্ছা আস্তে, তুমি চাষী লোকটিকে অমন সন্দেহ করছিলে কেন? উনি তো আমাদের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করেছিলেন।"

"আমারই ভুল। স্বীকার করছি। ব্যাপারটা কি জানো, সেবার যুদ্ধ বন্দীদের শিবির থেকে পালাবার পর আমার একটা খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিন দিন কিছু না খেয়ে কাটাবার পর বাধ্য হয়ে আমাকে একটা খামারে আশ্রয় চাইতে হয়েছিল। অবশ্য রাত্তিরেই সেখানে পৌছলাম। কৃষকটি আমায় খাইয়ে দাইয়ে বিছানায় শোয়ায়—সকালে উঠে দেখি এস্-এস্‌রা হাজির।"

অটো লাল ত্রিভুজ তিনখানা জুরেকের নাকের সামনে নাড়তে নাড়তে বলল, "কি, আউস্‌উইৎজের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এগুলো আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চাও?"

জুরেক টুপিটা খুলে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, "মহিলা রয়েছে। বলতে মনের কথা পারিনা।"

জুরেক কারখানার দিকে এগোতে শুরু করে আর ওরা চেয়ে চেয়ে আখে। হাত পকেটে পোরা, মাথা উঁচু, নিজের দেশ যেন অকুতোভয়।

গাছের উদ্দেশে ফিসফিস করে লিনি বলে উঠল, "প্লিজ্! কোন দৈত্য না আসে।"

ওদের আর কারখানাটার মধ্যবর্তী ফাঁকা মাঠটায় চন্দ্রালোকের প্লাবন। জুরেক বহুদূর থেকেও লোকের চোখে পড়তে পারে।

"প্লিজ্! প্লিজ্!" নিজের অজ্ঞাতেই লিনি বিড়বিড় করছিল।

বাড়ির ছায়াটার মধ্যে জুরেক অদৃশ্য হওয়া মাত্র সবাই হাঁপ ছাড়ল।

নরবার্ট বলল, "ওরে অটো! তোর আর আমার ত্রিভুজগুলো কিন্তু এখনো রয়েছে।"

নরবার্টের জামা থেকে পরিচয় চিহ্ন খুলতে খুলতে অটো চিন্তান্বিত ভাবে মন্তব্য করল, "জুরেককে না পেলে আমাদের চলবে না, কিন্তু আমাদের না পেলেও জুরেকের চলবে।"

"ওকে সন্দেহ করার আদৌ কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। বলেছে তো যে আমাদের ছেড়ে যাবেনা। মন থেকেই বলেছে।"

"কিন্তু আমাদের না হ'লেও যে জুরেকের চলবে। এমনটা না হ'লেই ভাল ছিল।"

২

প্রাকৃতিক কর্তব্য পালনে লিনি ও ক্লেয়ার একটু দূরে সরে গেল। তারপর যে-যার হাত দু'টো জামার বিপরীত আস্তিনে পুরে একটা ভূলুণ্ঠিত গাছের গুঁড়ির ওপর ঘেঁষে ঘেঁষে বসল।

লিনি ফিসফিস করে বলল, "বনের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে কি ভাবছিলাম জানিস? আমার জোয়ি-র কথা। এবার হয়তো সত্যিই ওর সঙ্গে দেখা হবে।"

ক্লেয়ার ঘাড় নাড়ল।

"আর কয়েকদিনের মধ্যেই ওর সাত বছর পূর্ণ হবে। আমাকে চিনতেই পারবেনা।"

ক্লেয়ার কিছু বলল না। গত বছরেও এমনি সময় শুনেছিল, "জোয়ি এবার সাতে পড়বে।" আর তার আগের বছর, "জোয়ি ছ'য়ে পড়ল, পুরো তিনটে বছর ওকে দেখিনি।" লিনিকে ক্লেয়ার মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আর ভালবাসে লিনির সেই দু'বছরের শিশুটিকে। হাজারো বার বার কথা

লিলির মুখে শুনেছে। আমস্টারডাম শহরের প্রান্তে যেখানে ছেলেটিকে ও পত্নিকে রেখে এসেছে সে ঠিকানাও ক্রেয়ারের জানা। লিলিকে কথা দিয়েছে যে লিলি বেঁচে না থাকলে ছেলেটিকে ও দত্তক নেবে। কিন্তু যখনই লিলি এই রকম ব্যাকুল ভাবে বলে, "এবার হয়তো সত্যিই ওর সঙ্গে দেখা হবে" —ক্রেয়ারের মুখে কথা যোগায় না।

কয়েক মুহূর্ত পরে ক্রেয়ার অস্ফুট স্বরে বলল, "সত্যি, রাতটা কি সুন্দর। তুষারের ওপর চাঁদের আলো পড়লে মনে হয় এর মধ্যে কি যেন একটা পবিত্রতা, একটা সৌন্দর্য রয়েছে।"

"আমি মনে প্রাণে আশা রাখি যে একদিন না একদিন তুই আমস্টারডাম যাবি, ওখানকার খালগুলো তখন জমে থাকবে, লোকে স্কেটিং করবে আর যত বাড়ি আছে সেগুলোর মাথা ঢাকা পড়ে থাকবে বরফে। ঠিক ব্রুয়েগেলের ছবির মতো।"

"সত্যি এই জায়গাটা ভারী শান্তিপূর্ণ, ভারী শান্তিপূর্ণ। অনন্তকাল এখানে ব'সে কাটিয়ে দিতে পারি।" বিড়বিড় করে বলছিল ক্রেয়ার। তারপর ক্ষণিকের আবেগে ফেটে পড়ল, "যত ব্যাটা প্রহরী আর ওদের ওই কুত্তাগুলোর কাছ থেকে পালিয়ে এই ক'টা অমূল্য মুহূর্তের স্বাদ নিতে পেরেছি যে এই অনেক! অনেক!"

"এখন যদি আমায় মরতেও হয় পরোয়া করিনা।"

"তা তো বটেই।" লিলি ঠাট্টার সুরে মন্তব্য করল। "এখন যদি তোকে মরতেও হয় তো পরোয়া করবিনা! ওহে ক্রেজ রোমান্টিক—এক টুকরো চাঁদের আলোতেই এই ভাবান্তর! ভারী ইচ্ছে করে আমিও তোর মতো অনুপ্রেরণা লাভ করি।"

ক্রেয়ার হেসে ফেলল। "অনেক কিছুই আমায় অনুপ্রাণিত করে; যেমন ধর্, এই যে ঝোলটা খেলাম, সেটাও!"

"ভারী চমৎকার খেতে না? সত্যিই দারুণ! কি আশ্চর্য—এতক্ষণ ঝোল বিষয়ক গবেষণার সময়ই পাইনি!"

"জানিস, দুধ খেতে কেমন লাগে একেবারে ভুলে গেছি। কোনদিন যদি বাড়ি ফিরি তো এত গরম দুধ খাব যে শেষ পর্যন্ত হিসির সঙ্গে দুধ বেরোতে শুরু করবে।"

"আর আলুগুলো—সত্যিকার খাঁটি আলু। বুঝতে পারছিস, গত দু' বছরের মধ্যে এত ভাল খাবার আমরা একটি বারো খাইনি।"

"তা আর বলতে। আবার আমার খিদে পেয়ে গেছে। এখন যদি আরো খানিকটা পেতাম, ইস্।"

"তখন যে বড় তোর ভাগের খানিকটা আমায় দিয়ে দিলি? বললি যে আর খেতে পারছিস না?"

"আমার যা শরীরের অবস্থা তাতে একসাথে বেশী খাওয়া ঠিক নয়। অতি ভোজনে মারা পড়াও সম্ভব।"

"কে বলেছে?"

"সেবার টাইফাস থেকে সেরে ওঠার সময় ওভেট্ ডাক্তার বলেছিল। বলেছিল লোকে বাড়িতে যে রকম খায়, আমি যদি সেই সাধারণ পরিমাণটুকুও খাই তো মারা পড়ব।"

"তাহলে তো বলতে হয় যে আমি এখন যে কোন মুহূর্তে চোখ ওল্টাতে পারি। তাই নয় কি?"

"তুই আমার মত রোগা হ'সনি। আমার চেয়ে অনেক বেশী খেলেও সহ্য করতে পারবি···এই—দ্যাখ্ দ্যাখ্! ওই মেঘটার দিকে তাকা। ঠিক যেন রুপোলী পশমে তৈরি। ইচ্ছে করছে ওটার ওপর চ'ড়ে দু'ঘন্টা অন্তর আলুর ঝোল খেতে খেতে প্যারিসে উড়ে যাই। তারপর রু দ্য রিভোলি দিয়ে যখন হাঁটতে শুরু করব সকলে দেখবে আবার আমি নারী-রূপ ফিরে পেয়েছি।"

"আচ্ছা ওরা আমাদের কি চোখে দেখে বল্‌তো?"

"আমরা যদি মানুষের মতো দেখতে হতাম, হলফ করে বলতে পারি ওরা খুব খুশী হত। অন্তত আমি যদি হতাম। তোকে ততটা খারাপ লাগছেনা।"

"জুরেক ছেলেটার চেহারাটা ভারী সুন্দর না?"

আন্দ্রে ওদের কাছে এগিয়ে এল। দু'হাত নেড়ে চলেছে শরীর গরম রাখতে।

রুশ ভাষায় ফিসফিস করে ক্লেয়ারকে বলল, "তোমার পক্ষে এই ঠাণ্ডায় চুপ ক'রে বসে থাকাটা ঠিক নয়। হয় চলেফিরে বেড়াও, নয়তো ম্যাসেজ করতে শুরু করো।"

"হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বলেছ, ধন্যবাদ।" আন্দ্রের পরামর্শ অনুবাদ করে শোনাল ক্লেয়ার। আন্দ্রে আস্তে আস্তে সরে গেল।

"তোকে ওর বেশ মনে রয়েছে, তাই না?" ধূর্তের মতো মন্তব্য করল লিলি। "পা'টা আমার কোলের ওপর রাখ্!"

"ও আমার জন্যে খুব করছে। ওদের সবাই আমাদের জন্যে করছে। এদের মতো ভাল লোকেদের কাছে পাওয়া একটা সৌভাগ্য। একা-একা আমরা কি করতাম বল্তো?"

"আরে আরে! এই দ্যাখ্। জোসেফ সোনা এই কথাটাও বলতো রে। পছন্দসই একটা কিছু খেতে পেলেই বলত 'ভা—লো—'। তাছাড়া খুশিকে আদর করার সময়ও বলতো। কি কাণ্ড, এতদিন কিন্তু একবারো কথাটা মনে পড়েনি।"

৬

মিনিট কুড়ি অতিবাহিত হবার পর কারখানার ছায়া ছেড়ে জুরেককে চাঁদের আলোর মধ্যে বে'রয়ে আসতে দেখা গেল। বেশ কয়েকবার হাতছানি দিয়ে ওদের ডেকে ফের অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

রবার্ট বলল, "চলো, একসাথেই রওনা হওয়া যাক্। ক্লেয়ার! যত তাড়াতাড়ি পারবে হাঁটবে, কেমন? আর যদি মনে করো আমার হাতে ভর রাখতে পারো।"

"দাঁড়াও।" লিলি বলে উঠল। আমিই একমাত্র বন্দীর পোশাক পরে আছি। কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে সেটা সবার পক্ষেই খারাপ হবে। তোমরা চারজন এগিয়ে যাও, আমি—"

"ওসব চলবে না। এসো—এসো।"

লিলি আর কিছু বলল না কিন্তু দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা।

মহা উৎকণ্ঠা ছিল এই পঁচাত্তর গজ ফাঁকা মাঠটি পেরোনো নিয়ে। ক্লেয়ার যতদূর সম্ভব পা চালিয়েছে। মাঠ পার হয়ে দেখা গেল ক্লেয়ারের বুকে হাপরের দপদপানি, কাঠির মত সরু সরু পা দুটো থর থর করছে।

জুরেক ফিসফিস করে বলল, "কারখানা ফাঁকা।"

ওরা জুরেকের পিছু পিছু বাড়িটার পাশ ঘুরে,জঞ্জাল ফেলার একটা খোলা উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে চলল। উঠোনময় বাক্স, লোহার টুকরো, ভাঙা মেশিন ও ইঁটের টুকরো ছড়ানো আর তার ওপর বরফের আস্তরণ। বাড়ির সামনেটায় বিরাট একটা মাঠ আর সেই মাঠের মাঝখান থেকে ছোট্ট একটা

রাস্তা বেরিয়েছে। রাস্তার কিনারাটা কেবল চোখে পড়ছে। জুরেক একটা দরজা খুলল। ছোট্ট একটা বারান্দা আর তারপর আরেকটা দরজা পেরিয়ে ওরা বেশ বড় একটা ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটা একেবারে ফাঁকা। একটা প্রশস্ত জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে। ঘরটার আকার নিরূপণে কোনই অসুবিধে হল না।

"সব জায়গা দেখি।" জুরেক স্বাভাবিক কণ্ঠে ওদের জানাল। "দোতলাও। লোক কোন নেই এখানে। এবার গ্রামে যাই আমি। তোমরা করবে অপেক্ষা।"

"গ্রামটা কোথায়?" অটো জিজ্ঞেস করল।

ওরা যেদিক থেকে এসেছে তার উল্টো দিকটা দেখিয়ে হাত নাড়ল জুরেক।

"কোন বাড়ি দেখলাম না তো।"

"ওপরতলায় চাঁদের আলোয় একটা বাড়ি পাই দেখতে। হয়তো দেড়শো কিলোমিটার দূরে। গ্রামের নিশ্চয় ওখানে শুরু।" জুরেক বেরিয়ে গেল।

"এক ঢোক কন্যাক চলবে নাকি?" অটো জিজ্ঞেস করল।

ক্লেয়ার ইতিমধ্যেই মাটির ওপর শুয়ে পড়েছিল। বিড়বিড় করে বলল, "না, ধন্যবাদ।"

"আমার একটা প্রস্তাব আছে।" লিনি ওকে বলল। "ছেলেদের জন্য কন্যাক, আমাদের জন্য একটু চিনি।"

"বেশ তো। উত্তম প্রস্তাব।" অটো একটু আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে কাগজের মোড়কটা বার ক'রে ওদের দু'টো করে টুকরো দিল।

ক্লেয়ার অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "তুমি আমাদের প্রতি ভারী সদয়।" ক্ষণিক বিলম্ব না ক'রে দু'টো টুকরোই ও মুখে ফেলে দিল।

"হয়তো তুমিও একদিন আমার জন্যে এমনি কিছু করবে। আরেক টুকরো সমেত?"

"ওটাকে বরং ভবিষ্যতের জন্য মজুত রাখা যাক।" লিনি ক্লেয়ারের কাছে বসে পড়ল। ম্যাসেজ শুরু করে দিল।

অন্যেরা ইতিমধ্যেই মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে। বোতলটা হাতে হাতে ঘুরছে। "সবাই এক ঢোক করে তো?" অটো বলে উঠল।

ক্লেয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "চিনিটা যে কি ভাল লাগল। আবার তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের দিনটাই অপূর্ব। কেমন খাচ্ছি, ঘুম ঘুমুচ্ছি—ওদিকে কুকুরের বালাই নেই, প্রহরীর বালাই নেই, মবর শোনার বালাই নেই। এতো স্বপ্ন।"

অটো তার স্বভাব-মাফিক ঈষৎ উৎকণ্ঠা মিশ্রিত দুষ্টুমি করতে ছাড়ল না, "প্রার্থনা করি যে ঘুমটা না আবার ভেঙে যায়।"

লিনি জ্যাকেটের পকেটে হাত পুরে নিজের ভাগের চিনির ডেলা দু'টো বার করে ক্লেয়ারের হাতে গুঁজে দিল।

"না-না।" ক্লেয়ার প্রতিবাদ করল।

"কোলের আর্ধেকটাই যে আমায় দিয়েছিলি, ভুলে গেছিস ?"

"কিন্তু আমার জুতো জোড়া ?"

"মানে ?"

"আমার জন্মদিনের উপহার রে! জানা কথা যে এর জন্যে তোকে গত সপ্তাহে অর্ধেক রুটি খেয়ে কাটাতে হয়েছে।"

"আজকাল পাই-পয়সার হিসেব রাখছিস মনে হচ্ছে।" তারপর নরম সুর, "ক্লেয়ার, তোর এটা দরকার। তুই খানিকটা জোর ফিরে পাস, সে দায়িত্ব তো আমাদেরই।"

ক্লেয়ার আর কিছু বললনা। এবার ও খুব অল্প অল্প ক'রে খুঁটে খুঁটে চিনি খেল। চিনির প্রতিটি দানার মিষ্টত্বের স্বাদ নিতে নিতে।

"আমরা যদি এখানে থাকতে পাই তো মন্দ হবেনা।" অটো বলল। "দেখেছো, দু'টো জানলা রয়েছে। তাপমাত্রা নিশ্চয় শনের ডিগ্রি খানেক। জমে যেতে হবেনা।"

"দেখা যাক কি হয়। খেতে পাই কিনা, আশেপাশে সৈন্যদল আছে কিনা, তার ওপরই নির্ভর করবে।" নরবার্ট মন্তব্য করল। "তাছাড়া বরফের ওপর আমাদের পায়ের ছাপ গাঁথা হয়ে গেছে ব'লে মনটা খুঁতখুঁত করছে।"

আস্তে উঠে জানলার এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে থেকে ওকে যাতে চোখে না পড়ে এমনি ভাবে। জানলাটা খুব চওড়া, দেয়ালের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে। অন্যমনস্ক ভাবে ও গুন্‌গুন্ করতে শুরু করল।

কয়েক মুহূর্ত পরে ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল, "কি সুর ভাঁজছো ?"

কোন জবাব মিলনা।

"নিশ্চয় কানে কম শোনে।" লিনি ফিসফিস ক'রে বলল। তারপর ক্রেমারের পাশে শুয়ে পড়ল। "এবার ক্লান্ত লাগছে। তোকে ম্যাসেজ করা একটা কাজের মতো কাজ। খানিকক্ষণ না ঘিরোলে চলবেনা।"

"বেশ তো, তাতে আর হয়েছেটা কি। লিনি, তোর সেই সুন্দর মেঘটার কথা মনে আছে?"

"আছে।"

"আমার চোখের সামনে সেটাকে এখন দেখতে পাচ্ছি।"

"তুই মেঘই দ্যাখ্, আমি বরং আমস্টারডামের মিষ্টির দোকানের জানলায় উঁকি মারি। না-না ঠিক হ'লনা। কেক্-বিস্কুট-পাউরুটির দোকান চাই।"

৪

ঘন্টা খানেক কাটার পর নরবার্টই একবার জানালার কাছ থেকে ঘুরে এসে ঘোষণা করল যে জুরেক ফিরে আসছে। জুরেক কান ঘসতে ঘসতে ভেতরে ঢুকল। মুখে বিজয়ীর হাসি। "খুব ভাল আমাদের ভাগ্যটা। প্রথম যে বাড়ি যাই, কৃষক আছে, কারেল নাম। প্রথম কিছু বলেনা, সে সতর্ক। সে দেখতে চায় আমার আউস্‌উইৎজ্ উল্কি। যখন বলি আমি পোলিশ মুক্তিফৌজে লড়ি, সে বেশী বন্ধু হয়। তবে প্রশ্ন অনেক, অনেক করে। তারপর যখন আমায় বিশ্বাস হয়, সে বলে যে যত সাহায্য পারে করে আমাদের। সে দেশপ্রেমিক"

ঘরের মধ্যে যৌথভাবে হাঁপ ছাড়ার শব্দ। সবাই যেন দম বন্ধ করে রেখেছিল। ছোটখাটো একটা আনন্দোৎসবের ঢেউ বয়ে গেল ঘরে।

লিনি আবেগভরা কণ্ঠে বলল, "তোমার তুলনা হয়না জুরেক।" নরবার্ট ওর পিঠ চাপড়াল। "আমাদের কারুর পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব হতনা।"

"সে আমাদের খেতে দেয়।" জুরেক মহানন্দে বলে চলল। "সে গরীব কিন্তু চেয়ে নেয় অন্যদের কাছে।"

"কিন্তু এখানে থাকা নিরাপদ?" আন্দ্রে জিজ্ঞেস করল।

"নিরাপদ, হ্যাঁ। গ্রামে নেই একটাও জার্মান। গ্রাম খুব ছোট এটা। ফসল ওঠার পর আসেনি একটা সৈন্যও।"

জুরেক বলল যে কৃষকটি ওদের দু'টি শর্ত মেনে চলতে হবে বলে

জানিয়েছে। ওরা আগুন জ্বালাতে পারবে না এবং কেউই কক্ষনো বাইরে বেরোতে পারবে না। একমাত্র জুরেক বাইরে বেরোবে। ওকে সহজেই ক্যারলের আত্মীয় ব'লে চালিয়ে দেওয়া যাবে। বোঝা গেল স্থানীয় লোকেদের মধ্যে কারুর কারুর চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে ক্যারল সন্দিহান। গ্রামের মধ্যে পলাতক বন্দী থাকা মানেই নির্যাতন ডেকে আনা। আর বিপদ এখানেই যে ওদের ঘোরাফেরা করতে দেখলে কেউ হয়তো ভয়ের চোটে কাটোওয়াইসে গেস্টাপোদের কাছে খবর পাঠিয়ে দেবে।

"তার মানে রাশিয়ানরা না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই আরাম করে দিন কাটাচ্ছি।" অটো পরম সুখে উচ্ছ্বসিত। "জুরেক, তোমাকে আমি একটা সোনার মেডেল দেব—ইয়ে মানে—কিসের জন্যে দেব জানিনা।"

"আমি যাই এখন ক্যারলের কাছে।" জুরেক বলল। "তার বোন আমাদের জন্যে রান্না করে কিছু।"

"আবার খাওয়া? এত তাড়াতাড়ি?" মুগ্ধকণ্ঠে ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল। "আউস্‌উইৎজ্ ছেড়ে একেবারে স্বর্গে চলে এলাম যে।"

"শোনো!" নরবার্ট ডাকল। "ক্যারলকে জিজ্ঞেস ক'রো লিনির পরবার জন্যে কিছু দিতে পারবে কিনা।"

জুরেক ঘাড় নাড়ল।

"আরেকটা কথা।" এবার লিনির অভিমত—"ওর বাড়ি থেকে খানিকটা জল আনতে পারবে? আমরা তাহলে একটু হাত-মুখ ধুতে পারতাম।"

"আচ্ছা।" ক্লেয়ার এবার আবেগের সাথে বলল, "ওর কাছ থেকে এক টুকরো সাবান আনা কি সম্ভব? কি বলো তুমি?"

অটো যোগ করল, "ওনার কাছে কিছু বাড়তি কম্বলও হয়তো থাকতে পারে।"

হাসিতে ফেটে পড়ল জুরেক। "সে গরীব কৃষক। ওয়ারসয়ের বিরাট মনিহারী দোকান নয়। তবে জিজ্ঞেস করি আমি। দেখা যাক্।" জুরেক বেরিয়ে পড়ল। পিছনে রেখে গেল প্রতীক্ষমাণ নিস্তব্ধতা।

৫

পাঁচজনের প্রত্যেকেই ইতিমধ্যে নিজের নিজের পরিবারের কথা, পরিচিত মুখ ও পরিচিত রাস্তাঘাটের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছিল। ভাবছিল,

ঘর-বাড়ি, পরিচিত জন ও পরিচিত রাস্তাঘাটের কতটুকু বা ক'জন অবশিষ্ট কে জানে। নরবার্ট ভাবছিল, "বন্টকে কি বোমাবর্ষণ হয়েছে?" জিনি নিজেকে প্রশ্ন করল, "জোয়িকে কি আর দেখতে পাব? আমি যদি নিরাপদে বাড়ি ফিরি আর দেখি ও—" চিন্তাটাকে ওখানেই থামিয়ে দিল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রুশ ভাষায় ক্লেয়ার আন্দ্রেকে প্রশ্ন করল, রাশিয়ান বাহিনী এসে পৌঁছতে আর কত দেরি? এরই উত্তরের ওপর নির্ভর করছে ওদের সবার ভবিষ্যত। কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আন্দ্রে বলল, সে কথা কেউ বলতে পারেনা। গত মাসে ওরা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই হয়তো এখানে পৌঁছে যাবে। আবার এমনো হতে পারে যে যেখানে রয়েছে সেখানেই হয়তো কয়েক সপ্তাহ আটকা পড়ে গেল বা আক্রমণের দিক্ বদলাল। কয়েক মাস এদিকেই আসল না।

অন্যদের বোঝাতে ক্লেয়ার কথাগুলো অনুবাদ করল। ওরা এই উত্তর আশা করেনি। নরবার্ট জিজ্ঞেস করল, "আজ রাত্তিরে যে কামানের আওয়াজ শুনছিলাম—সেটা কত দূরে?"

"কুড়ি কি পঁচিশ কিলোমিটার। কিন্তু ওসব জার্মান। রাশিয়ান আরো দূর।"

"বেশ তো। যতক্ষণ না ওরা পৌঁছয় আমরা কেবল সংসার করব।" জিনির আনন্দিত কণ্ঠ। "আমি এখন ভীষণ খুশি।......ক্লেয়ার, ও-পা'টা দে।"

সসেজ আর ছুরি হাতে ক'রে অটো ওদের দিকে এগিয়ে এল। "আর এগুলো জিইয়ে রেখে কি হবে? চলবে নাকি আরো খানিকটা?"

ওরা ধন্যবাদ জানিয়ে সসেজ গ্রহণ করল। অটো হাসতে হাসতে ওদের লক্ষ্য করছিল। "আচ্ছা, তোমাদের দু'জনকে আউস্‌উইৎজে পাঠিয়ে ছিল কেন? চেনা-পরিচিতির ব্যাপারটা এবার সেরে ফেলা যাক্, কি বল?"

জিনি বলল, "আগে তোমার কথা শুনি।"

"মেয়েদের ব্যাপার বেশী আকর্ষণীয় হয়।"

"কিন্তু সংখ্যায় এখন তোমরাই বেশী।"

"বেশ বাবা, বেশ।" অটো ওদের সামনে বসে পড়ল। "নরবার্ট, কানে আঙুল দাও। ও আমার সব কথাই জানে, আর আমিও ওর সব কথা জানি। একই কথা শুনে শুনে দু'জনেরই বিরক্তি ধ'রে গেছে।"

কানের কাছে হাত তুলল আস্তে। অটোর পাশে এসে বসেছে। নরবার্ট একটু ঘুরে শুয়ে, হাত দু'টো মাথার নীচে।

"আমি ভিয়েনার লোক।" অটো শুরু করল। "আমার বুড়ো বাবা ছিল সোশ্যালিস্ট, আর সেই জন্যেই আজ আমি এখানে ব'সে। বাবা যদি সোশ্যালিস্ট না হ'ত তাহলে আমার কি হাল—"

নরবার্ট কথায় বাধা দিল। "তাহলে তোকে হিটলারের বাহিনীতে ঢুকতে হ'ত এবং এতদিনে হয় অক্কা পেতিস নয়তো পঙ্গু। সেটা কি খুব ভাল হ'ত?"

"আমি কি তাই বলেছি?" অটো ঝাঁঝিয়ে উঠল। "তোমাতে আমাতে এ-নিয়ে কম কথা হয়নি। আমি এখন কেবল যা ঘটেছে তাই বলছি, বাধা দিওনা। আচ্ছা, চৌত্রিশের অস্ট্রিয়াতে যে সমাজতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার কথা তোমাদের কারুর মনে আছে?"

ক্লেয়ার বিড়বিড় করে বলল, "কই, না!"

"আমার খুব ভাল মনে আছে।" লিনি জানাল। "সরকার তখন ফ্যাসিস্ট রূপ নিচ্ছিল। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সেটা রোখবার চেষ্টা করছিল। ঠিক বলেছি?"

"হ্যাঁ, মোটামুটি তাই। সে যাইহোক, এই হট্টগোলে জড়িয়ে পড়েই আমার এই সর্বনাশ। আমরা যে প্রদেশে থাকতাম, শুৎজ্‌বুন্‌ডের অর্থাৎ সোশ্যালিস্ট প্রতিরক্ষা বাহিনীর মূল-ঘাঁটি ছিল সেখানেই। সরকারী সেনাবাহিনী একদিন আমাদের ঘিরে ফেলল। শুরু করে দিল গোলাবর্ষণ। সে সময় আমার বয়স—" কথা থামিয়ে অটো জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমার কত বয়স বলতো?"

উত্তর আসতে একটু দেরি হল। লিনির মনে হ'চ্ছিল পঁয়ত্রিশ। ক্লেয়ার আর দু'এক বছর কম ভাবছিল। তবে ক্যাম্পে কিছুদিন কাটাবার পর এবং মাথা কামানো অবস্থায় বন্দীদের চেহারা কি রকম খোলে তা জানতো বলেই লিনি জিজ্ঞেস করল, "এই ধরো তিরিশ?"

"তিরিশ!" ক্ষীণকণ্ঠে অটো পুনরুক্তি করল। "আমার বয়স চব্বিশ!" তিক্ততায় ফেটে পড়ল, "কুত্তার দল আমার জীবনের সাতটা বছর চুরি ক'রে নিয়েছে। উঃ! যে কোন একটা নাজিকে আমি একবার দেখে নিতে চাই, শুধু একটাকে।"

"শুধু একটাকে কেন ?" নরবার্ট শুককণ্ঠে জানতে চাইল।

"যাও, এখন ভিয়েনার পর কি হ'ল বলো।" লিনি তাগাদা দেয়।

"তা সেই লড়াইটা যখন চলছিল তখন আমার বয়স তেরো। আমাদের ফ্ল্যাটের মধ্যে আমার বুড়ো বাবাই আবার ছিলেন শুংজ্‌বুন্‌ড্‌ অধিনায়ক। আমি খবরাখবর দেবার ও অস্ত্রশস্ত্র বইবার কাজ করেছি, শেষ দিনটায় গুলিও চালিয়েছি। তা ওরা সত্যিই আমাদের নাজেহাল ক'রে ছেড়েছিল। এরপর আমার বুড়ো বাবা এবং আরো অনেককে ওরা কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিল। এক বছর পরে উনি মুক্তি পেলেন; ইতিমধ্যে যুব সংগঠনে যোগ দিয়ে আমি একজন সোশালিস্ট চাঁই হয়ে উঠেছি। নিজেকে কেউকেটা মনে করছি, বক্তৃতা অবধি দিচ্ছি। তোমরা আরেক টুকরো সসেজ নেবে নাকি ?"

"শুধু ক্লেয়ারের জন্যে।" লিনি বলল।

ক্লেয়ার প্রতিবাদ করতে চাইল কিন্তু লিনি ওকে থামিয়ে দিল। "আমি যদি তোর থেকে দুর্বল হতাম—তুইও ঠিক এইটাই করতিস্। আর ছেলেদের মধ্যে কারুর যদি প্রয়োজন পড়ত তখন আমরা দু'জনেই এটা করতাম। কাজেই—আর যেন তোর ওই বোকার মতো গোঁয়ার্তুমি না শুনতে হয়!"

"কথা সঠিক।" আন্দ্রে বলল।

অটো ক্লেয়ারের হাতে এক টুকরো সসেজ দিল। "আমার মত্‌ হচ্ছে যাই পাও না কেন কক্ষনো হাতছাড়া করবেনা।"

"ধন্যবাদ। কই, বলো!"

"এবার তাহলে আটাত্রিশ সালের মার্চ থেকে শুরু করি। নরবার্টের জার্মানী যখন আমার অস্ট্রিয়া দখল ক'রে নিল—"

নরবার্ট ত্বরিতে উঠে বসল। কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ। "মোটেই আমার জার্মানী নয়, হিটলারের জার্মানী। আমার জার্মানী তখন হয় কারারুদ্ধ, নয় মৃত, আর তা না হলে বাক্‌শক্তি হীন।"

অটো হেসে উঠল, "দেখলে তো তোমরা? আমার কাজ হল ঠিক সুইচ্‌টা টেপা। ব্যস্‌—ইলেকট্রিকের বাতির মতো ও জ্বলে ওঠে।"

"থামলে কেন, বলো না।" লিনি ব্যথিতভাবে বলল।

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম, গেস্টাপোরা অস্ট্রিয়া সাফ্‌ করতে এল। আমার

বয়স তখন সতেরো। সেই সবে প্রথম প্রেমে পড়েছি। হাঃ-হাঃ! কাজেই—"
কথা থামিয়ে অটো শিস্ দিল। তারপর হাতের ধুলো ঝেড়ে শুরু করল।
"কাজেই চোখ খোলার সময়ই হ'ল না। দেখলাম তার আগেই আমি আর
আমার বাবা একেবারে নতুন একটা জায়গায় হাওয়া বদলাতে এসে গেছি।
মাউথাউসেন্। সে কি শুশ্রূষা—উকুন তাড়াবার জন্যে ঠাণ্ডা-গরম চিকিৎসা,
নম্বর গুনতি হবে বলে বৃষ্টির মধ্যে দু'ঘণ্টা ঠায় হাঁটু গেড়ে ব'সে থাকা। আরো
কত রকম। এক মাসের মধ্যেই ওরা আমার বুড়ো বাবাকে পিটিয়ে শেষ
করে দিল। আমার তেতাল্লিশ অবধি কাটল মাউথাউসেনে, তারপর আউস্-
উইৎস্। যেদিন ধরা পড়েছি আর তারপর এই আজকে, এর মধ্যে একটি-
বারো কোন মেয়ের মুখ দেখিনি। সাত বছর। আমি যদি কাল সারাদিন
তোমাদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি তো কিছু মনে করো না।
বলো, কিছু মনে করবে না তো? আজকে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি
ভদ্রলোক সাজবার।"

"সাত বছর!" ক্লেয়ার ফিসফিস করে বলল। "কি করে সহ্য করলে?"

"তাহলেই বোঝো আমার সহ্যশক্তি কতখানি!" যথারীতি অটোর
ক্ষণিক চাপা হাসিতে অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব।

"শুধু সহ্যশক্তিই নয়।" নরবার্ট মন্তব্য করল। "সেইসঙ্গে ভাগ্য এবং
আরো অনেক কিছুই।"

"নরবার্টই একমাত্র জানে—" অটো বলতে শুরু করেও সিঁটিয়ে গেল।
বাকি সকলেরও একই অবস্থা। বাইরে থেকে একটা ধাতব শব্দ ওদের কানে
এসেছে। তারপরেই বাইরের দরজা খোলার আওয়াজ। কব্জার কাঁচ-
কাঁচ। তারপর ফের সেই ধাতব শব্দ।

নরবার্ট লাফিয়ে উঠল। "নিশ্চয় জুরেক!" ঘরের দরজাটা টেনে
খুলে দিল। এবার উত্তেজনার বদলে হাসি। নানা উপকরণে একেবারে
ঠাসা এক ফেরিওয়ালার মতো জুরেকের প্রবেশ। এক হাতে দুধ বইবার,
তিনটে ভারী বালতি সামলাচ্ছে, অন্য হাতে বিরাট এক বেতের ঝুড়ি, পিঠের
ওপর একটা পিচবোর্ডের সুটকেস। সেটা আবার দড়ি দিয়ে গলায় ঝোলানো।
নরবার্ট ওকে সুটকেস মুক্ত করার পর বলল, "আমি সব কিছু চাই, যেন
পরিবারের লোক। ওর মধ্যে দু'টো আছে কম্বল, জিনির জামা। সুন্দর
ক্যারলের সুন্দর বোন আছে। বোন জামা দেয়।" জুরেক ওপরকার বালতি

থেকে কাঁটা, চামচে আর একথালা ডিশ টেনে বার করল। সবই কাঠের। তারপর পকেট থেকে বার করল একটা ছেনি। "কুয়োর বরফ ভাঙতে। কারখানায় কুয়ো আছে, পরে আমি খুঁজি।"

ক্লেয়ার উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল, "সাবান পাওনি ?"

"সাবান নেই, গামছা নেই, নুন নেই, দুধ নেই—ক্যারলের শেষ গন্ধ নিয়ে যায় জার্মান আগের মরশুমে। কিন্তু—" ঝুড়িটা খুলল। "অল্প একটু পাউরুটি আর প্র-চু-র বাঁধাকপি ও আলু।"

"বাঁধাকপি!" উল্লাসে ফেটে পড়ল লিলি। "কি কাণ্ড!"

"ভাল লোক ক্যারল, তাই না।" গর্বের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল জুরেক।

"নিজে গিয়ে ওনাকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করছে।" ক্লেয়ার ব্যগ্রভাবে বলল।

আন্দ্রের রুশ ভাষার কথা ক্লেয়ার অনুবাদ করে দিল। আন্দ্রের প্রতিশ্রুতি —ওর রুশ কমরেডরা এসে পড়লে ক্যারল এখন যে ক্ষতি স্বীকার করছে তার দ্বিগুণ ওকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

অটো বলল, "ওহে— ভড্‌কার কথা জিজ্ঞেস করেছিলে ?"

"আরে! বিরাট বোতল ভড্‌কা চায় দিতে। আমি নিই না।" হাত পা নেড়ে জুরেকের সগর্ব ঘোষণা।

"নিলে না মানে ?"

"ভড্‌কা আমার ভাল লাগে না। কেবল ফরাসী কন্যাক্।"

"তোমার হ'ল কি ?" অটো খ্যাক্ করে ওঠে। "মাথা-টাথা—"

মুখ টিপে হাসতে হাসতে জুরেক ওকে বাধা দিল, "আমি ঠাট্টা করি। ভড্‌কা নেই।"

একত্রিত হবার পর এই তৃতীয়বার ওরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এই উৎফুল্লতা যত না জুরেকের ঠাট্টার দরুণ তারচেয়ে বেশী মানসিক পীড়নের হাত থেকে খানিক অব্যাহতি পাবার তাগিদে।

সবাই শান্ত হ'লে লিলি বলল, "নাও-নাও। গরম থাকতে থাকতেই ওগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক্। আচ্ছা—কালকের জন্যে খানিকটা খাবার বাঁচিয়ে রাখলে কেমন হয় ? রাত্তিরের আগে তো আর নতুন খাবার জুটবে না।"

নরবার্ট বলল, "বেশ তো, তুমিই না হয় এর ভার নাও। তিন দফার মতো ভাগ করে ফেলো।"

"বেশ। তা তোমরা খাবারগুলো একটু ওধারে সরিয়ে দেবে? এখানে ভালো দেখতে পাচ্ছি না।"

চাঁদের অবস্থান বদলাচ্ছিল। এখন কেবল ঘরের একেবারে ও-প্রান্তে কিরণ পড়ছে। সবাই আলোর দিকে সরে আসে। খানিকক্ষণের মধ্যেই সবার হাতে ডিশ ভর্তি বাঁধাকপি ও আলু, আর সেইসঙ্গে পুরু পুরু এক এক টুকরো বাড়িতে গড়া কালো রুটি। তিনি আনন্দিত ভাবে জানান, "এখনো যা আছে আরো দু'বার হেসে-খেলে খাওয়া যাবে।"

মাঝে মধ্যে সন্তুষ্টিজ্ঞাপক দু-একটি উচ্ছ্বাস ছাড়া ওরা প্রায় নীরবেই খাচ্ছিল বলা চলে। দীর্ঘদিনের অনাস্বাদিত নানা খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে পুরোপুরি নিমগ্ন। আউসৃউইৎজের প্রত্যেক দিন দুপুরবেলার সেই বাঁধাধরা জলো বদগন্ধময় ঝোলের হাত থেকে শেষপর্যন্ত অব্যাহতি পেয়ে কি সন্তুষ্টি! বাঁধাকপি, আলু আর সুস্বাদু রুটি—একেবারে রাজকীয় খানা। ওদের মধ্যে ক্লেয়ারই কেবল স্বেচ্ছায় ধীরে ধীরে খাচ্ছিল। অন্যেরা মুহূর্তের অবসর না নিয়েই গ্রাস গ্রাস মুখে পুরছে। আসলে প্রয়োজনটা যত না ক্ষুধাঘটিত তার চেয়ে বেশী মানসিক। এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে খেয়েছে। রুটির অন্তিম টুকরোটার সাহায্যে প্রত্যেকেই নিজ-নিজের ডিশ একেবারে চেটেপুটে খেল। অটো ওর ডিশটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "আঃ! ক্যারল মহাপুরুষ। স্বর্গবাস রোখে কার সাধ্যি!"

জুরেক বলল, "আমি বোধহয় এখন খেতে পারি এরকম আরো দশ ডিশ।"

অন্যেরা হাসল। "আমি, কুড়ি।"

সঙ্গে সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য একটা খেলা শুরু হয়ে গেল। বন্দীদের প্রিয় খেলা। তিনি নরবার্টকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি যদি কালকের প্রাতরাশের জন্যে যে কোন খাবার অর্ডার দিতে পারতে তাহলে কি-কি বলতে?"

সাথে সাথে উত্তর এল, "চারটে পাতিহাঁস আর চার লিটার বিয়ার।"

অট্টহাসি।

অটো: "আমি বলতাম পট রোস্ট আর ডাম্পলিঙ।"

ক্লেয়ার: "বিরাট একটা চিজের ওমলেট।"

জুরেক: "ছোট একটা শুয়োর। হয়তো ছ' কিলো যাতে আমার খানিকটা দুপুরের খাওয়াও হয়।"

আবার হাসি।

আন্দ্রে : "সুন্দর মোটা রাজহাঁস।"

জিনি : "তাজা ডাচ্ হেরিং মাছ নেব না স্ট্রবেরি ও মিষ্টি ক্রীম নেব ঠিক করতে পারছিনা।"

অটো : "হেরিং-এর পেটে স্ট্রবেরি পুরে দিতে ব'লো।"

ক্লেয়ার ওর ডিশটা নামিয়ে রাখল। এখনো অর্ধেকেরও বেশী অভুক্ত। উৎফুল্ল ভাবে জানাল, "একটু বাদে তোমরা সবাই আমাকে হিংসে করবে। দ্যাখো, এখনো কতটা রয়েছে।"

জিনি : "আমারই আবার সবচেয়ে হিংসে হবে। এমন স্লিম্ ফিগার তোর।"

একটানা হাসি। সবচেয়ে জোরে ক্লেয়ার।

জুরেক শ্বাস ফেলে বলল, "এবার আমি গিয়ে খুঁজি কুয়ো। জল আনি।"

অটো বলল, "যাচ্ছই যখন একটা কাজ করতে পারবে? দোকান থেকে আমার জন্তে কয়েকটা সিগার কিনে এনো।"

বাড়ি ফাটানো হাসি।

"ওঃ! বাব্বা! দম ছুটে গেছে।" জিনি বলল। "আর যেন কেউ কোন কথা ব'লো না।"

ঘরে সন্তুষ্টির আবহাওয়া! বিশ্রামের অনুভূতি অনির্বচনীয়।

৬

অন্ধকারের মধ্যে সতর্কভাবে সরতে সরতে আন্দ্রে ক্লেয়ারের পাশে এসে হাজির হল। নরবার্ট ও অটো একটাই কম্বলের তলায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। মেয়ে দু'টিও বিশ্রাম নিচ্ছিল কিন্তু ক্লেয়ারের নড়া-চড়া ও উঠে বসা আন্দ্রের চোখে পড়েছিল। রুশ ভাষায় ফিসফিস করে বলল, "ক্লেয়ার—উঠে পড়েছো?"

"আমি ঘুমোইনি।" খুশী মনে মুখ টিপে একটু হাসল। "আবার খেতে শুরু করেছি।"

"পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"আগের মতোই একটানা একটা বেদনা।"

"বাড়েনি তো?"

"না। একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে কিন্তু। কয়েক ঘণ্টা গরম জলে ডোবাতে পারলে ভাল হ'ত।"

"উঁহু। খারাপই হ'ত। এই ঘরের ঠাণ্ডা ভাবটা তোমার উপযোগী।"

"তুমি এত কথা জানলে কি ক'রে ?"

"বন্দী হবার আগে আমার পায়ে দু' দু'বার তুষার ক্ষত হয়েছিল।"

"তুমি কি কাজ করতে ?"

"চিকিৎসা বিভাগে ছিলাম। অ্যাম্বুলেন্সের বেয়ারা।"

মুহূর্তের নীরবতা।

"আচ্ছা আন্দ্রে, তুমি ডেবুসি-র ওই সুরটা ভারী সুন্দর ভাবে ভাঁজছিলে। সুরটা আমি ধরতে পেরেছি। তুমি কি সঙ্গীতজ্ঞ ?"

আন্দ্রে সাদা-মাটা ভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করলেও একটা অন্তর্বেদনা প্রকাশ পায়। "অন্তত যুদ্ধের আগে তাই ছিলাম। এখনকার কথা জানিনা।"

"জানোনা বলতে বহুদিন বাজাওনি, এই তো ?"

"তা নয়। বন্দী হবার আগের দিন পর্যন্ত আমি কাজের পর বাজাবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এখন আর ডান কানটায় শুনতে পাইনা বললেই চলে। আমাদের অ্যাম্বুলেন্স একবার মাইনের ওপর গিয়ে পড়েছিল। প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া এমনিতেই সোজা ব্যাপার নয়, তার ওপর যদি আবার শারীরিক ত্রুটি যোগ হয়—। জানি না আর কোনদিন ঠিকমতো বাজনা শুনতে পাব কিনা। এ-ঘাটতি পূরণ করতে পারবো কিনা তাও না।"

"দেশে ফিরে চিকিৎসা করলে হয়তো—"

"হয়তো।"

দু'জনেই নীরব।

"তুমি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ভালবাসো, তাই না ক্লেয়ার ?"

"হ্যাঁ, খুব। বিশেষ ক'রে চেম্বার সংগীত। তুমি কি বাজাতে ?"

"চেলো।"

"কোন অর্কেস্ট্রায় ছিলে ?"

"না। ফিরেঞ্চ কনজার্ভেটরিতে ছিলাম।" তারপর তিক্ত কণ্ঠে বলল, "সবাই বলত আমার নাকি সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধ শুরু হবার সময় আমি আমার প্রথম সর্বজনসমক্ষের কনসার্টের জন্ত তৈরি হচ্ছিলাম।"

"বাজানো হয়নি ?"

"না।"

আবার ক্ষণেকের নীরবতা।

"তোমার বয়স কতো আন্দ্রে?"

"পঁচিশ—নিশ্চয় আরো বেশী দেখায়?"

"একটু। আমাদের সবাইকেই।"

"আর তোমার?"

"ছাব্বিশ।"

কোমল কণ্ঠ আন্দ্রের, "ক্লেয়ার তোমার চোখ দু'টো অপূর্ব। রাশিয়াতেও কিছু কিছু মেয়ের এমনি নীল চোখ দেখেছি। তোমায় দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে।"

ক্লেয়ার হাসে। "তুমি জানো না, আমি একেবারে কট্টর ফরাসী।"

"তা বললে তো শুনব না। তোমার দাদু যখন রাশিয়ান, তুমিও অংশত তাই।" ঠাট্টার সুরে আন্দ্রে বলল। "সত্যি, কি ভালোই না লাগছে তোমার মুখে রাশিয়ান শুনে। ক্যাম্পে এতদিন যাদের সঙ্গে খাটতে যেতাম, যে অংশে থাকতাম, একটিও রুশ মানুষ পাইনি—অথচ আর সব দেশের লোকই ছিল। দশ দশটা ভাষার প্রত্যেকটার কুড়িটা ক'রে শব্দ শিখেছি। গ্রীক্ পর্যন্ত।" আন্দ্রে শুষ্ক কণ্ঠে হাসল।

"আমার উচ্চারণে কি খুব টান আছে?"

"সামান্য একটু। তুমি কি পোলিশ ভাষাও খুব ভাল জানো?"

"না, এই কাজ চালাবার মতো। জার্মান আর রুশ, এই দুটোই খুব যত্ন করে শিখছিলাম। অনুবাদের কাজ করবো ব'লে তৈরি হচ্ছিলাম কিনা।"

"বই অনুবাদ?"

"হ্যাঁ। ভেবেছিলাম জীবিকা অর্জনের এটা একটা আকর্ষণীয় উপায়।"

"তুমি কোন রুশ বই অনুবাদ করেছো?" উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে আন্দ্রে।

"না। ঠিক সেভাবে কাজ করার সুযোগ হয়নি। বিয়ে হ'ল আর তারপরেই যুদ্ধ।"

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে আন্দ্রে প্রশ্ন করল, "আর তোমার স্বামী?"

"মারা গেছে। আমরা আউস্‌ভিইৎজে আসবার পর ওকে একবারো দেখিনি।" আবেগ বিবর্জিত কোমল স্বর।

ভেতরকার দরজাটা সশব্দে খুলল। তিনটে জলের বালতির শেষটা হাতে ছুরেক ঢোকে।

"ওহে! আমার সিগার এনেছো?" অটো উঠে বসতে বসতে বলল।

"মাপ করবেন স্যার্। একেবারে ভুলে গেছি।"

"হাঃ, হাঃ।"

"নাম ডাকার সময় হ'ল নাকি?" এবার লিনি বলল।

ঘর ফেটে পড়ল হাসিতে। কর্কশ, নিরানন্দ, তিক্ত হাসি। এই ছ'জনের একান্ত আপনার হাসি। কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অধ্যায় প্রত্যেকদিন সকাল ও সন্ধ্যায় কয়েদীদের নম্বর গোনার কাল। প্রত্যেক বন্দী তখন যে যার আস্তানার সামনে নিখুঁত সারি দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। নয়তো হাত মাথার ওপর তুলে হাঁটু গেড়ে ব'সে। দুই তিন বা চার ঘন্টা ধ'রে। আবহাওয়ার অবস্থা যাই হ'ক না। আর কেউ যদি পড়ে যায়, চাবুক আর মুগুর তো তারই জন্য প্রস্তুত। বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না হাস্যরোল। হাসি থামলে ঘরের মধ্যে একটা তিক্ত ক্রোধ আর চাপা অস্থিরতার জানান মিলল। ঘরের তাজা হাওয়া যেন হঠাৎ বহু-পরিচিত নানা দুর্গন্ধে ভ'রে উঠল—ক্যাম্পের বাসস্থান সমূহের দুর্গন্ধ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অস্নাত থাকায় নিজ-নিজ দেহের দুর্গন্ধ, নোখের চাপে পিষ্ট .পটমোটা উকুনের আর শবদাহ চুল্লিতে দিবারাত্র ব্যাপী নরমাংস দগ্ধ হবার দুর্গন্ধ। লিনি কেঁদে ফেলল। "সত্যি বলছি আমি ইচ্ছে ক'রে ও-কথা বলিনি। দোহাই তোমাদের, আর যেন কেউ ক্যাম্পের কথা তুলো না, ও-কথা আর ব'লো না।"

"শ্-শ্!" লিনিকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করে ক্লেমার। বলে, "শোনো বন্ধুরা—আমার একটা প্রস্তাব আছে। এই আমাদের মুক্ত জীবনের প্রথম রাত। আজ আমরা গান শুনে বন্দী জীবনের কথা ভুলে থাকব। এক্ষুনি আস্ত্রে আমায় বলেছিল যে ও গান জানে। আমরা ওকে সুন্দর একটা গান শোনাতে আহ্বান জানাচ্ছি। গান শুনতে শুনতেই আমরা আজ ঘুমিয়ে পড়তে চাই।"

"চমৎকার।" অটো বলল, "দা ব্লু ড্যানিয়ুব'টা হবে নাকি?"

"না-না। ওটা আমরা সকলেই গাইতে পারি। বেটোভেন্ বা চাইকভ্‌স্কি থেকে। কি আস্ত্রে, গাইবে তো?"

"নিশ্চয়!" আস্ত্রে রুশ ভাষায় বলল। "তবে সহজ কিছু, বেটোভেন্ নয়।"

"সে তুমি ঠিক করো। শুনলে তো তোমরা, আন্দ্রে গান গাইতে রাজী।"

ঘুমের আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল। লিনি আর ক্লেয়ার একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছে আর ছেলেদের দল অন্যটা মাটিতে পেতে তার ওপর।

আন্দ্রে রুশ ভাষায় বলল, "ওদের বলো আমি চেক্ সুরকার ডভ্‌রশাকের লেখা একটা গান গাইছি। সৈন্যবাহিনীর সাথে সাথে ঘোরার সময়ও আমি চেলো সঙ্গে রাখতাম। আহত সৈনিকদের প্রায়ই বাজিয়ে শোনাতাম। ওরা বারবার এই গানটা শুনতে চাইতো। এটার নাম 'আমার মায়ের কাছে শেখা গান।' ছোট্ট গান, ভারী আবেগময়।"

ক্লেয়ার কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাল।

"আমার ভাঙা গলার জন্যে কিন্তু আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।"

"আরে নাও।"

পরিত্যক্ত কারখানার পাথুরে মেঝের ওপর শুয়ে ওরা মুক্তির প্রথম রাতের স্বাদ গ্রহণ করছিল। আন্দ্রে আধো সুর ভাঁজছিল, আধো গাইছিল। নিজের অজান্তেই ওর বাঁ হাতের আঙুলগুলো বুকের ওপর চেলোয় সুর তুলছিল। গান শেষ হবার আগেই ক্লেয়ার বাদে আর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

"অনেক ধন্যবাদ।" গান শেষ হ'তে ও বলল। "গুড্ নাইট্ আন্দ্রে। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।"

"আমি এখন এত খুশী—জানিনা ঘুমোতে পারবো কিনা।" তারপর চাপা হাসি সহযোগে, "আচ্ছা এই অন্ধকারেও আমি কি করে তোমার চোখ দু'টো দেখতে পাচ্ছি?"

"অসম্ভব। আমি চোখ বুজে রয়েছি।"

"আশ্চর্য। এখনো দেখছি।"

"তুমি মুখের ওপর এমন প্রশংসা করতে পারো।"

"কি বললে? শুনতে পাইনি।"

"বললাম, তুমি প্রশংসা করার কায়দাটা বেশ রপ্ত করেছ।"

"এটা প্রশংসা নয়।"

ক্লেয়ার হাসল। "এই একটা ব্যাপারে ফরাসী মেয়েরা কখনোই ভুল করে না। তা হ'ক, ব'লে ভালই করেছ, আমার খুব ভাল লেগেছে। গুড্ নাইট্।"

"গুড্ নাইট্ ক্লেয়ার।"

স্বর্গ-মর্তের মাঝে

১

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই অটো ভাবল এক্ষুণি খিস্তিবাজ ব্লক লিডারের প্রাতঃকালীন চিৎকার কানে আসবে। মন্থরগতিদের সতর্ক ক'রে দিতে দেওয়ালের ওপর মুগুর ঠুকে হাঁকবে: "ওঠ্ খানকীর বাচ্চা। গুনতির সময়। শীগ্গির বেরো নচ্ছার শুয়োর।" কিন্তু হাঁক-ডাক যখন শোনা গেল না, মহা বিস্ময়ে ও দু'চোখ খুলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, আনন্দের উচ্ছ্বাস আর কোন বাধা মানতে চাইল না। উঠে বসে দীপ্ত চোখে মুখ ভরা হাসি নিয়ে অন্যদের দিকে তাকাল। সহসা গলা ছেড়ে চেঁচাতে শুরু করল, "ওঠ্ বলছি পাজির দল। গুনতি হবে, বাইরে বেরো। কুইক্। কুইক্।"

অটোর অনুভূতি ক্ষমতা যদি একটু বেশী থাকতো তাহলে পরক্ষণেই ও নিজের এই আস্ফালনের জন্য অনুতপ্ত হত। ঝটিতে পাঁচটি মূর্তির নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। দীর্ঘশ্বাস ভরা কাতরোক্তি, উৎকণ্ঠাজনিত হাসি, আচ্ছন্নপ্রায় দেহের কষ্টকর সঞ্চলন। ঠিক যেমনটি ও বছরের পর বছর দেখে আসছে। ওর অট্টহাসি শুনে সংবিৎ ফেরার আগেই দেখা গেল ওরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। অটো কিন্তু আশামাফিক হাস্যরোল শুনতে পেলনা। দেখল ওদের চোখে, প্রস্তরীভূত মুখে ঘৃণার প্রকাশ। মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। বিড়বিড় করে উঠল, "ঠাট্টা করছিলাম।"

দীর্ঘক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করে লিনি শেষকালে শান্তভাবে বলল, "প্লিজ্! এ ধরনের ঠাট্টা আর কেউ ক'রোনা। আমিও কালকে রাত্তির এই কাণ্ড করেছি। না জেনেই করেছি, কষ্টও কম পাইনি।"

অটো অস্ফুট স্বরে বলল, "হ্যাঁ ভুল হয়েছে। আর কখনো হবেনা। ভাবিনি যে—"

নরবার্ট ওর হাতে টোকা দিয়ে আশ্বস্ত করল, "যা হবার হয়ে গেছে।"

"দ্যাখো দ্যাখো।" মহা আহ্লাদিত ক্লেয়ার। আঙুল তুলে জানলার বাইরে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। "সেই খোপ্ খোপ্ বাড়িগুলো কই? পাঁচিলগুলো? প্রহরীদের মাচা? কিছুই নেই। দেখো কি সুন্দর।"

সবাই জানালার সামনে ভিড় জমাল। সূর্যহীন প্রত্যূষ, আকাশ ধূসর বর্ণ। আর পাঁচটা নির্দয় শীতের দিনের সঙ্গে কোন পার্থক্য না থাকলেও তারী বিস্মিত করে দিয়েছে। কারখানার দরজার গোড়া থেকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়েছে। তুষারাচ্ছন্ন সমতলভূমির মাঝ দিয়ে বহুদূর বিস্তীর্ণ। যত দূর দৃষ্টি যায়, যে দিকেই দৃষ্টি যায়, একটিও ঘরবাড়ি, লোকজন বা রাস্তা-ঘাট চোখে পড়েনা। বহু, বহু দূরে একটি ঘন বনভূমি। লোভাতুরের মতো একদৃষ্টে ওরা শান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে রইল। প্রত্যেকের চোখে জলছে। রাত হয়ে যাওয়ায় কাল ওরা এমন তীব্রতার সাথে স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে পারেনি। এক মুখ হাসি নিয়ে লিনি ও ক্লেয়ার পরস্পরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। নিজেদের অজান্তেই দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'ল। লিনি অনুচ্চ স্বরে বলল, "সত্যি ভাবা যায় না। কোথায় তুলুস আর কোথায় আমি।"

"এমন সুন্দর আর কিছু দেখেছিস্? কখনো দেখেছিস্?" ক্লেয়ার আনন্দ বিহ্বল। "আমায় এখন যদি মরতেও হয় পরোয়া করিনা। অন্তত এই দৃশ্য দেখার পর নয়।"

লিনি মুখ টিপে হাসল। "এই নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার শুনলাম যে তুই এখন মরতে পরোয়া করিসনা।"

"শুনছো তোমরা, শুনছো?" বাইরের দৃশ্য থেকে চোখ না ফিরিয়েই মহানন্দে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে চলে ক্লেয়ার, "মাত্র চারদিন আগেও ঘুম ভেঙে উঠে দেখছি আমরা শুধু নম্বর—ক্রীতদাস আবর্জনা। আবার আমরা নিজস্ব চরিত্র ফিরে পেয়েছি। ফিরে পেয়েছি নিজস্ব গর্ব, মানবতা! মনে হ'চ্ছে আমার আনন্দ যেন দেহের বাঁধন মানছেনা।"

লিনি হঠাৎ অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে ব'লে ক্লেয়ারকে খোঁচা দিল। নরবার্ট সব ভুলে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে। নিজের অজান্তে ঝর ঝর ক'রে দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। অটো, জুরক ও আন্দ্রে জানলার কাছ থেকে সরে গেল। ওকে একলা থাকতে দিতে চায়। ক্লেয়ারও ওদের অনুসরণ করল। কেবল লিনি গেলনা। নরবার্টের কাছে সরে এসে

খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে কোমল কণ্ঠে ডাকল, "নরবার্ট ?" তারপর নরবার্টে'র হাত স্পর্শ করল। "নরবার্ট ?" নরবার্ট ঘুরে দাঁড়াল। সংবিৎ ফিরে পেয়ে চোখের জল মোছে।

"তুমি বহুদিন বন্দী ?"

ঘাড় নাড়ল নরবার্ট। জিনি দেখল ও ঢোঁক গিলছে।

"কত দিন ?"

"তেত্রিশে ধরা পড়েছি।"

"বা—রো—বছর ? উঃ।"

"এই যে দাঁড়িয়ে আছি, স্বাধীন! কোন দিন ভাবতেও পারিনি।" বিড়বিড় করে বলল। "একের পর এক বন্ধুদের দেখেছি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আশা হারাইনি বটে কিন্তু বিশ্বাসও করিনি।"

জিনি ওর হাত ধ'রে বলল, "সে যাইহোক্ এখনতো আমরা মুক্ত ব'ই নয়।"

"হ্যাঁ।" ওর দেহ শিথিল হয়ে আসে। দৃঢ় ও প্রত্যয়পূর্ণ দৃষ্টি এবার বিষণ্ণ, ক্লান্ত। অনেক কোমল রূপ ধারণ করেছে। "কেমন যেন লাগছে। আমার অবস্থা এমন একটা লোকের মতো যে—" উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাত নাড়ল নরবার্ট—"যে পৃথিবীর উচ্চতম পাহাড়ে চড়েছে। কিন্তু এর জন্যে তাকে যে কি খেসারৎ দিতে হয়েছে সেটা বুঝেছে একেবারে চূড়োয় ওঠার পর। আমার কেমন যেন লাগছে—অবসন্ন। দেহের দিক থেকে নয়—মনের আর হৃদয়ের দিক দিয়ে।"

জিনি নরবার্টে'র হাত ছাড়েনি। মৃদু কণ্ঠে বলল, "সে তো বটেই। বা—রো বছর। ভাবাই যায় না! কিন্তু তুমি নিশ্চয় খুব শক্ত, না হ'লে এতদিন টিকতেই পারতে না।" জিনি নিজেও হাড় হাড়ে বুঝতে পারছিল হৃদয়-মনের অবসন্নতা কি, আর তাই ভাবছিল কি ক'রে নরবার্ট'কে ভুলিয়ে রাখা যায়। "সব্বাই এদিকে তাকাও।" উচ্চস্বরে জিনি ঘোষণা করল। "আমরা বাইরে বেরোতে পারছি না, তাই ঠিক করা দরকার এ-বাড়ির কোনখানটায় মেয়েদের বাথরুম হবে। আর সেটা এই মুহূর্তেই ঠিক করলে ভাল হয়। নয়তো আমি আর শালীনতা রক্ষা করতে পারবো না। আমার ব্লাডার ফাটলো ব'লে।"

সবাই হাসে, নরবার্টে'র মুখেও ম্লান হাসি। জিনি যা চাইছিল।

"এটা কারখানা যখন, বাথরুম থাকবেনা কেন ?" অটো প্রশ্ন করল। "খুঁজে দেখা যাক্ না। সাত বছর আমি একটা সত্যিকার বাথরুম দেখিনি।"

ক্লেয়ার খিল খিল ক'রে উঠল। "এত বছর ও একটাও মেয়ের মুখ দেখেনি, আবার বাথরুমও দেখেনি। এখন যদি ও আমাদের দিকে না তাকিয়ে সারাদিন বাথরুমের দিকে চেয়ে বসে থাকে! আমরা তখন কি করব রে লিনি ?"

"হাঃ হাঃ। আমি কি বলেছি সারাদিন বাথরুম পর্যবেক্ষণ করেই কাটাব ? তবে কিনা জায়গাটা যদি বেশ গরম-গরম ঠেকে তাহ'লে হয়তো সারাদিন উবু হয়ে থাকব। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে।"

ঘরের পিছন দিকের দরজাটা খুলতেই একেবারে ফাঁকা কারখানাটা একটা বিচিত্র অনুভূতি সৃষ্টি করল। আগ্রাসী জার্মানরা কোন যন্ত্র, বেল্ট বা বিদ্যুদ্বাহী তার রাখেনি, সব খুলে নিয়ে গেছে। আগে যে এখানে কাজ হ'ত সেটা বর্তমানে অনুমান ক'রে নিতে হ'চ্ছে। মেঝের ওপরকার লাল ধুলো আর কংক্রিটের ভিত্তির ওপর যন্ত্র বসাবার গর্তগুলোই এক-মাত্র সাক্ষী।

নরবার্ট সব দেখে শুনে বলল, "ইঁটের গুঁড়ো মনে হচ্ছে।"

"হবে তাই।" জুরেক বলল। "কারখানা ইঁটের। জার্মান সব নেয়।" একটা দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই দরজা দিয়ে সিঁড়ি দোতলায়। আরে আরে।" ঘরের এক কোণে দেওয়ালের গায়ে লাগানো দু'টো ক্ষুদ্রাকার চৌখুপির দিকে ওর চোখ পড়েছে। "মনে হয় বাথরুম ওখানে।"

"আমরা যেন কলম্বাসের দল। আমেরিকা আবিষ্কারে বেরিয়েছি।" ওদিকটায় এগোতে গিয়ে খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে ক্লেয়ার মন্তব্য করল। তারপর আঙুল তুলে দেখাল, "চিহ্নগুলো পড়তে পারছি—এটা মেয়েদের, আর ওইটা ছেলেদের।"

"হ্যাঁ ঠিক তাই।" জুরেক ওকে পোলিশ ভাষায় বলল। "ভুলেই গেছলাম যে তুমি পোলিশ জানো।"

"জানি তবে খুব একটা ভাল নয়। যা শিখেছি ঠাকুমার মুখে শুনে শুনে।"

অটো মহিলাদের বাথরুমের দরজাটা খুলে সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়াল।
"আরে, এযে দেখছি সত্যি সত্যিই মেয়েদের চাইতেও সুন্দর। দ্যাখো কি সুন্দর গড়ন। কোন মেয়েরই—"

"দয়া করে পথ ছেড়ে দাঁড়াও।" লিনি বলল।

অটো নড়ল না। "আমি সৌন্দর্য প্রেমিক। এক মিনিট একটু উপভোগ করতে দাও।"

লিনি ওকে ঠেলে ঢুকতে চাইল কিন্তু অটো একটুও নড়ল না।
"অটো, আর পারছি না।"

"থার্ড রাইখের কথা স্মরণ রেখে নিজের ব্লাডারকে খানিকটা সংযত হবার শিক্ষা দাও।"

"হোঃ।" লিনি অবজ্ঞার হাসি হেসে পাশের বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

অটো ক্লেয়ারের দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে ধ'রে বলল, "ভদ্র-মহোদয়া—আমি কি আমেরিকার দুয়ার পর্যন্ত আপনার সাথী হতে পারি?"

২

কাঁধের উপর কম্বল চড়িয়ে ওরা গোল হয়ে বসে আর লিনি প্রাতরাশের জন্য খাবার ভাগ করতে শুরু করে। আন্দ্রে ক্লেয়ারের পাশে। রুশ ভাষায় কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "আজ পায়ের অবস্থা কি রকম?"

"মনে তো হচ্ছে ভাল। কাল রাত্তিরে আঙুল নাড়াতে পারছিলাম না, এখন পারছি।"

"খুব ভাল। আমাকে একটু দেখতে দেবে? কতটা সাড় আছে দেখব।"

"নিশ্চয়।"

খড়ের জুতোর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে একে একে দু'টো পা-ই পরখ করল।
"এখনো ঠাণ্ডা হয়ে আছে তবে কালকের মতো একেবারে বরফ নয়।"
আন্দ্রে হাসে। ওর ঘন বাদামী চোখে একটা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। "কাল আমার একটু ভয় ছিল। পচ্ ধরতে পারে বলে। আর কোন ভয় নেই। তবে ম্যাসেজ করে যেতে হবে। আর বারবার আঙুল নাড়াও।"

"পচ্? পচ্ ধরলে আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারতো না, তাই না?"

"হ্যাঁ। চিকিৎসার সুযোগ মিলত না কিনা।"

"আউস্‌উইৎজের হাত থেকে রক্ষা পাবার পরও এরকম একটা পরিসমাপ্তি—ইস্, ভাবতেই পারছি না।"

"ওহে তোমরা দু'জনে জার্মানে কথা বললে তো পারো। আমরা সকলেই তাহলে বুঝতে পারি।" ঈষৎ দুঃখিত ভাবে বলল অটো।

ক্লেয়ার হেসে বলল, "কোন গোপন কথা নয়। আমার পায়ের কথা হচ্ছিল। রাশিয়ানে বললে আস্ত্রের খুব সুবিধা হয়।"

লিনি থালাগুলো বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। গত রাত্রের তুলনায় প্রাতঃরাশের জন্য বাঁধাকপি আর আলুর পরিমাণ কমেছে। তাড়াতাড়া ঠাণ্ডাই খেতে হবে। রুটিও মাত্র আধ টুকরো করে পড়েছে সবার ভাগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও থালার দিকে তাকিয়ে ওদের জিভে জল আসে, নিজেদের ধন্য মনে করে। আউস্‌উইৎজে প্রাতরাশ বলতে মিলত হার্বের কফি বা চা আর এক টুকরো বিশ্রি গন্ধওলা তেঁতো রুটি। তাও আবার গত সন্ধ্যার বরাদ্দ থেকে রুটিটা ওদের নিজেদেরই জিইয়ে রাখতে হ'ত। এবার ওদের ভোজনকালে সেরকম দ্রুততা দেখা গেল না, গল্প সল্প হচ্ছিল।

"এই দেখো।" অটো কাঁটার ডগায় ক'রে আধ টুকরো আলু বাড়িয়ে ধরল। ভারী ভাল রেঁধেছে রোস্ট পর্কের টুকরোটা।"

লিনি: "আমি তো শুধু তোমার জন্তেই ওটা রেঁধেছি।"

মুখে পুরতে গিয়ে এক টুকরো আলু মাটিতে পড়ে যায়। অটো আলুর টুকরোটা মাটি থেকে তুলে ঝেড়ে ঝুড়ে আবার মুখে পোরে। অন্য কেউ হলেও ঠিক এটাই করতো।

"ভাল কত?" জুরেকের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। পেট চাপড়ায়। "আর ফাঁকা নয় সেই মতো।"

"আমরা ব্লক লিডার আর ক্যাপোদের মতো গিলছি।" নরবার্ট' আনন্দিত ভাবে বলল।

অটো: "ঠিকই বলেছ। ওহে ক্লেয়ার—" ওর হাতে দু'ডেলা চিনি ধরিয়ে দিল অটো। "চাট্‌নি খাও।"

"ধন্যবাদ অটো। তুমি আমাদের জন্তে অনেক করছো।" এক মুহূর্ত ইতস্তত ক'রে তারপর মনের কথাটা বলল, "তোমরা না থাকলে আমরা যে কি করতাম জানিনা। কিম্বা তোমাদের জায়গায় যদি অন্য কেউ আসতো

তাহলেও মুস্কিল কম হতনা। তোমরা সত্যিই খাঁটি কমরেড—একটা কথা জেনে রেখো, তোমাদের এই সহানুভূতি আমাদের হৃদয়ে গাঁথা হয়ে গেছে।"

"ওসব ভাবছো কেন, আমরা কেবল আউস্‌উইৎজ্‌ ফেরত চারজন ভদ্রলোক।" বলেই অটো লাফিয়ে উঠল। "না—না, আমরা থ্রী মাস্‌কেটিয়ার্স। আমার ছোটবেলার সবচেয়ে প্রিয় বই।" অটো মূক তরবারি যুদ্ধ জুড়ে দিল। "মহিলাদের যে কোন বিপদ হক না তাঁদের রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম।" মহা ক্রোধে বাতাস ফালাফালা করতে থাকে। "একজন শেষ, দু'জন শেষ, তিনজন"—ঝপ্‌—বুকফাটা চিৎকার—"ওরে—মেরে ফেললে রে।" মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে।

সহাস্য করতালি। খুশী হয়ে অটো থালাটা তুলে নিল। খানিকটা বাঁধাকপি মুখে পুরল।

আন্দ্রে রুশ ভাষায় ক্লেয়ারকে বলল, "তোমার হাসিটা ভারী সুন্দর। আউস্‌উইৎজে আসার আগে নিশ্চয় সবাই তোমাকে সুন্দরী বলতো।"

কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ভাবে ক্লেয়ার জবাব দিল। "ধন্যবাদ আন্দ্রে। তুমি এভাবে কিছু বললে আমার খুব ভাল লাগে। মনে পড়ে যায় যে আমি একটি মেয়ে।"

"মানে? কি বলতে চাইছো?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করে আন্দ্রে।

"এমনিতে নিজেকে এখন নপুংসকের মতো লাগে।"

"কিন্তু কেন?"

একজন স্বল্প পরিচিত লোকের সামনে ক্লেয়ারের অকপট উত্তর কিছুকাল পূর্বেও অকল্পনীয় বিবেচিত হ'ত। কিন্তু আউস্‌উইৎজে যে বর্বরতা ও নগ্নতার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছে তার দরুণ বন্দীদের চরিত্র থেকে বাক্‌সংযম বস্তুটি ওদের মাথায় চুলের মতোই লোপ পেয়েছে। "আমার দেহ কঙ্কালসার! দু'বছর রজস্রাব হয়নি। নারীত্বের সব চিহ্নই প্রায় লোপ পেয়েছে।"

"তাহলে আমার চোখে তোমার নারীরূপ এত প্রকট হয়ে ধরা পড়ছে কিভাবে?"

"সে হয়তো তুমি বহু দিন মেয়ে দেখোনি বলে। আর নয়তো—" দুষ্টুমি ভরা চোখে চাইল। "নয়তো মেয়ে দেখলেই তুমি পুরুষত্ব জাহির করো।"

"কোনটাই ঠিক নয়।" আন্দ্রে আন্তরিক ভাবে বলল। "আমি মাত্র

সাত মাস বন্দী ছিলাম। আর তার মধ্যেও প্রতিদিন বির্‌কেনাউ-এর মহিলা বন্দীদের শিবিরের পাশ দিয়ে গেছি। আমাদের দলটাকে মার্চ করিয়ে নিয়ে যেত মাঠের কাজ করাবার জন্যে। কিন্তু পোশাক-আশাক বা শরীরের অবস্থা যাই হক না তোমার চেহারায় নারীত্বের পূর্ণ প্রকাশ। তোমার চোখ, তোমার ঠোঁট, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার হাবভাব, তোমার পুরো ব্যক্তিত্ব—সবেতেই নারীত্বের প্রকাশ।"

ক্লেয়ার হাসল। আন্দ্রের পক্ষে ওর কৃতজ্ঞতার মাত্রা জানা সম্ভব নয়। "তোমার মুখে এ-কথা শুনে যে কি ভালো লাগছে কি বলব! ধন্যবাদ আন্দ্রে। ওঃ।" হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জার্মানে বলল, "আচ্ছা জুরেক, একটা আয়না আনতে পারবে?"

"জিজ্ঞেস করি, দেখি।"

"আচ্ছা তোমরা কেউ নিজেদের চেহারা লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছো? আমরা দু'জন পাইনি—তবে দু'একবার আলো থাকতে জানলার কাঁচে দেখবার চেষ্টা করেছি। কোন লাভ হয়নি।"

জানা গেল ছেলেদের মধ্যেও কেউ বন্দী থাকাকালীন নিজেদের চেহারা দেখেনি। নরবার্ট বলল, "বুখেনভ্যাল্ডে থাকার সময় একবার এক টুকরো ভাঙা আয়না হাতে এসেছিল। কিন্তু তাতে বড় জোর নাকের একটা অংশ বা মুখের একটা অংশ চোখে পড়েছে। না দেখারই সামিল।"

লিনি হাসতে হাসতে ক্লেয়ারকে জিজ্ঞেস করল, "সত্যিই কি তোর নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করছে? আমার কিন্তু সে ইচ্ছে নেই।"

"আরে এই দুর্দান্ত খাদ্য ভক্ষণ ক'রে মিনিটে মিনিটে আমার ওজন বাড়ছে। কালকেই দেখবি চেহারা ফিরে গেছে।" ক্লেয়ারের খুশীভরা উত্তর।

"বটে! বটে!" লিনি সবাইকার থালাগুলো জড় করতে করতে বলল। "তোমরা তো আর আউস্‌উইৎজের আগেকার ক্লেয়ারকে দেখনি—আমার মতো সাদামাটা ডাচ্ মেয়ে নয়, এক বিস্ময়কর ফরাসী সুন্দরী। তাহলে ভদ্রমহোদয়গণ, আমার থালাগুলো ধোওয়া শেষ হ'লেই আপনারা ওদিকে একটু পদচারণ করে নেবেন, এই দু'ই মহিলাকে স্নানের সুযোগ দেওয়া দরকার।" ক্যারলের মনিহারী দোকান থেকে জুরেক যে জামা-

কাপড় এনেছে সেগুলো পরতে হবে তো। এই ন্যাখো, কি এনেছে তাই এখনো দেখিনি।" হুম্‌ করে থালায় পাদা ফেলে সুটকেস খোলে। একটা একটা ক'রে জামা বার করে আর খুশীতে ফেটে ফেটে পড়ে। নীল পশমের স্কার্ট, সুতির পেটিকোট, কৃষক রমণীর উঁচু-গলা ব্লাউজ, একটা মোটা পশমের সোয়েটার। "কি কাণ্ড, দেখো, দেখো।" বারংবার বলে চলে। "রানীর বেশ পরবো।" জামাকাপড়গুলো মোটেই নতুন নয়, এখানে-সেখানে তালি মারা। কিন্তু তাতে ওর আনন্দ বিন্দুমাত্র হ্রাস পেলনা। "তাহলে তোমরা এবার পা ঝাড়া দাও, কেমন?" ছেলেদের লক্ষ্য ক'রে বলল। স্কার্ট'টা কোমরে ফেলে দেখছিল।

নরবার্ট বলল, "চান করার জন্যে তো সারা দিনটাই প'ড়ে। তাছাড়া এও বলতে পারবে না যে দেরি করলে জল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তোমাদের দু'জনের কোন কথাই তো জানা হলনা।"

"তা কথা বলার জন্যেও তো সারাদিন প'ড়ে। আগে আমি এই জামাকাপড়গুলো ছাড়তে চাই, আউস্‌উইৎজ্‌কে দূর করতে চাই।"

"তাহলে ভোট নেওয়া যাক্‌।" অটোর প্রস্তাব। "বলো তোমরা, জিনি সর্বাগ্রে কি করবে—ওর কাহিনী শোনাবে না চান? সবাই কি প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করছো?"

ছেলেদের দলের চারজনই মুখ টিপে হাসতে হাসতে হাত তুলল।

"সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত। জিনি, বসে পড়ো। গণতন্ত্র রক্ষা করো।"

"এই ফ্রেয়ার, ব্যাপারটা কি জানিস্‌, স্কার্ট'টা কোমরে বেশ খানিকটা বড় হচ্ছে। কি করি বল্‌তো?"

"জুরেক সেফটিপিন আনতে পারবে না?"

"ওঃ ভুলে যাই। ক্যারল বোন জিজ্ঞেস করে আমায় কেমন তোমার চেহারা।" জুরেকের মুখে হাসি ঠিক্‌রে পড়ে। "ও তোমার চেয়ে বেশী মোটা একটু। তাই—" পকেট থেকে কয়েকটা সেফ্‌টিপিন টেনে বার করল। "তাই আমাকে ও দেয় এইগুলো।"

"ক্যারলের বোনকে অজস্র ধন্যবাদ। এবার তাহলে ছেলেদের দল অন্তর্ধান করো, উঁ?"

কেবল মিটিমিটি হাসতে হাসতে অটো বলল, "সংখ্যাগরিষ্ঠের

সিদ্ধান্ত। বলো এবার—কোথায় জন্মেছো, কবে পড়তে শিখেছো, প্রথম কোন ছেলেটাকে চুমু খেয়েছো, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"লিনি, প্লিজ্।" শান্তভাবে বলল নরবার্ট। "আমরা অপরিচিতের মতো থাকতে চাই না।"

"ছেলেরা এত একগুঁয়েও হয়।" লিনি বসে পড়ল। "ক্লেয়ার তোর পা'টা আমার কোলের ওপর রাখ্। সময়টা কাজে লাগানো যাবে। কোত্থেকে শুরু করি? হ্যাঁ, আমার জন্ম আম্স্টারডামে। আমি ভারী সুন্দর একটি মা পেয়েছিলাম, যুদ্ধের ঠিক আগে মারা গেছে। ভালই হয়েছে একদিক্ দিয়ে। আর আমার দু'ই ভাই ছিল, কানাডায় থাকতো। তাদের কোন খবর জানিনা, হয়তো কানাডিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমার বাবার মনটা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাছাড়া অতি ধার্মিক এবং এক আস্ত নির্বোধ—"

দম নিতে থামে।

"মনে হয় এতদিনে মারা গেছে, কিছুতেই আম্স্টারডাম ছেড়ে নড়ল না। যাইহোক, বাবার ছোট একটা কসাইখানা ছিল। আমার বিদ্যে প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত। তারপর একটা চকোলেটের কারখানার কাজে ঢুকেছিলাম। তবে রাত্তির বেলায় পড়াশোনা করতাম। ইচ্ছে ছিল সেক্রেটারি হবার। আর হলামও শেষ পর্যন্ত। একটা অফিসে টাইপিস্টের কাজ। বিয়ে হ'ল উনিশশো ছত্রিশে। দু'বছর বাদে আমাদের একটি ছেলে হয়, জোসেফ্। তা এই হ'ল গোড়ার কথা।"

লিনি এতক্ষণ দ্রুত বলে যাচ্ছিল, বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দিয়েই। হঠাৎ বলবার ঢঙ পাল্টে গেল। আরো ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করে, যতই চেষ্টা করুক না আবেগ সংযত রাখার, কথার সুরে তার জানান মেলে। "এবার সেই দিনটা থেকে আরম্ভ করছি—ঘটনাস্রোত যেদিন থেকে আমায় আউস্উইৎজ্ অভিমুখে ঠেলতে শুরু করে। প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল, সেদিন ছিল ন'ই মে।"

"তা এই বিশেষ দিনটা কেন?" নরবার্ট জিজ্ঞেস করল।

"জার্মানরা ওই দিনই বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড আক্রমণ করেছিল।" একটু থেমে তারপর বিমর্ষ ভাবে বলল, "জন্মদিন বা বিয়ের দিনের মতো ক'রে মনে রাখার কথা নয়, তাই না? যে মুহূর্তে কাণ্ডটা ঘটল

আমি আমার স্বামী দু'জনেই বুঝতে পারলাম যে এবার আমাদেরই পালাতে হবে। এই নিয়ে আগেও আমরা অনেক আলোচনা করেছিলাম। আমরা দু'জনেই জাতে ইহুদী। ফ্যাসিবাদ কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জানতাম। কিছু কিছু ইহুদীর, যেমন আমার বোকা বাবার অবশ্য এ সম্বন্ধে মোহ ছিল। কিন্তু আমার স্বামী অ্যালেক্স ছিল একটা নাৎসি বিরোধী সংগঠনের সদস্য। বেশ চিহ্নিত এক ব্যক্তি। সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিত কিনা। একবার তো কিছু ডাচ্ ফ্যাসিস্ট ওকে মারধোর পর্যন্ত করেছিল। শাসিয়ে বলেছিল পরের বার সোজা হাজতে নিয়ে যাবে।"

"তোমার স্বামী কি করতেন?" নরবার্ট জিজ্ঞেস করল।

"ও একটা গ্রামার স্কুলে পড়াত। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, পনেরো বছরের।"

"তোমার এখন কত বয়স?"

"উনত্রিশ। সে যাক, যা বলছিলাম—তখন আমাদের ছেলের বয়স মাত্র দুই। জানা কথা আগের থেকেই আমরা ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। ওকে আমাদের কয়েক জন ক্রিশ্চান বন্ধুর কাছে রেখে এসেছি।" লিনি কথা থামিয়ে চোখের জল রোধ করার চেষ্টা করে। "তোমরা তো জানোনা কি মিষ্টি ছেলে। প্রায় সাত বছর বয়স হ'ল এখন, আমাকে চিনতেই পারবেনা। বেঁচে আছে কিনা তাও জানিনা।"

"কেন থাকবে না?" নরবার্ট উৎফুল্ল ভাবে জিজ্ঞেস করল। "নিশ্চয় বেঁচে আছে।"

লিনি চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, "এতদিন কেটে গেল, কি ঘটেছে কেউ বলতে পারে? হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমি ও আমার স্বামী সাইকেলে চ'ড়ে হল্যাণ্ড ছাড়লাম। আমস্টারডাম থেকে বেলজিয়াম পেরিয়ে প্যারিসে এলাম। কখনো কখনো একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এসে পড়তাম, তাই নানা দিক ঘুরে যেতে হয়েছিল। দু' সপ্তাহ কেটেছিল রাস্তায়, প্যারিসে যখন পৌঁছলাম আধমরা।"

"কি ক'রে সীমান্ত পেরোলে?" অটো জিজ্ঞেস করল।

"রাত্তির বেলায় পেরিয়েছিলাম। পথ প্রদর্শককে টাকা দিয়ে। আমার স্বামী ভালো ফরাসী জানতো, ফ্রান্সে পড়াশোনা করেছিল। তাই ওর পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়নি। আমরা প্যারিসে ওর কয়েকজন বন্ধুর

কাছে উঠেছিলাম। তারপর ফরাসী সৈন্যবাহিনী যখন পরাস্ত হ'তে শুরু করল আর সবাইকার মতোই আমরাও দক্ষিণে রওনা হলাম। একেবারে তুলুসে গিয়ে থামলাম। ওখানে অ্যালেক্সের আরেকজন বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাদের উদ্বাস্তু ব'লে পরিচয় পত্র জোগাড় ক'রে দেন—ওটা না থাকলে রেশনের কার্ড পাওয়া যেত না। ফ্রান্স যতদিন না আত্মসমর্পণ করে আমরা ওখানেই ছিলাম। সে সময় আমাদের পক্ষে তুলুসে থাকাটাই ছিল নিরাপদ কেননা জায়গাটা নাজি দখলীকৃত অংশে পড়েনি। কিন্তু অ্যালেক্স বুঝতে পেরেছিল এখানেও বেশী দিন থাকা নিরাপদ হবে না। তাছাড়া ওর ইচ্ছে ছিল ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার।" লিলি একটু থেমে কোলের ওপর ক্লেয়ারের পা'টা সামলে নিল। "খুব বড় ক'রে ফেলছি না?"

"না-না।" নরবার্ট ব্যগ্রভাবে বলল। "বুঝতে পারছো না ব্যাপারটা—যুদ্ধে কি হয়েছে না হয়েছে অটো আর আমি তার কিছুই জানি না। আমরা সব কথা শুনতে চাই। তোমরা তাহলে ইংল্যাণ্ডে যাবে ঠিক করেছিলে। তারপর?"

"স্পেনের সীমান্তে পারপিগ্‌নানে তো এসে পৌঁছলাম। সাইকেল দু'টো বিক্রি ক'রে দেওয়া হ'ল। অ্যালেক্স একজন পথপ্রদর্শক খুঁজে বার করল। ঠিক হ'ল লোকটা সীমান্ত-প্রহরীদের এড়িয়ে রাত্তিরে আমাদের ওপারে নিয়ে যাবে। লোকটা আমাদের কাছে টাকা নিল আর তারপর সোজা একটা স্প্যানিস টহলদারী বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিল। এক সপ্তাহ জেলে ছিলাম তারপর সেখান থেকে আমাদের ফ্রান্সে ফেরত পাঠিয়ে দিল। ইংল্যাণ্ড যাত্রার ওখানেই সমাপ্তি। কপর্দকশূন্য অবস্থায় আবার তুলুসে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে সেখানে আরো উদ্বাস্তু জড় হয়েছিল, বেশীর ভাগ জার্মান ইহুদী। অ্যালেক্স ওদের ফরাসী শিখিয়ে অল্প-স্বল্প রোজগার করতে লাগল।"

"ফরাসীরা তোমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতো?" নরবার্ট জিজ্ঞেস করল।

"বেশীর ভাগ লোকের কাছেই ভাল ব্যবহার পেয়েছি। তা বলে কি আর একটাও ফ্যাসিস্ট ছিল না! এক বছরেরও বেশী এইভাবে কাটলো। তারপর বিয়াল্লিশের ডিসেম্বরে জার্মানরা অনধিকৃত ফ্রান্স দখল করল।"

জিনি ক্লেয়ারের পা ম্যাসেজ করা থামায়। ওর শরীর আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ঠোঁটদুটো চেপে বসে, গলার স্বর নিচু। আমাদের কিছুই করার ছিল না। না ছিল পালাবার পথ, না এমন একটা জায়গা যেখানে আমাদের মতো ইহুদীরা আত্মগোপন করবে। যে কোন দিন গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কা। সে এক ভয়াবহ দিন গোনা। তিন সপ্তাহ পরে দিন গোনা সার্থক হল। গ্রেপ্তার। তারপরেই তো ক্লেয়ারের সাথে প্রথম দেখা। কি ভাগ্য যে আমাকে ক্লেয়ারের সেলে ঢুকিয়েছিল। কিন্তু অ্যালেক্স—'' জিনি কথা থামাল। মাথা নেড়ে বাকীটা ক্লেয়ারকে বলতে বলল।

"ওরা অ্যালেক্সকে গুলি ক'রে হত্যা করেছে।'' ক্লেয়ার বলল। "হল্যাণ্ড থেকে ওর নামে রিপোর্ট আসামাত্র হত্যা করেছে।''

"আমারই জার্মান ভাই।'' নরবার্টের কণ্ঠ রুক্ষ, আবেগের আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ। "বারো বছর, বারো বছর ধরে নিজেকে আমি বারবার প্রশ্ন করে চলেছি যে এই যে জাতিভেদের পাগলামো, কি ক'রে আমার দেশের মানুষের মধ্যে এর প্রসার ঘটলো? আমি এর সব ক'টা উত্তর জানি—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক। বিশ্বাস করো, আমি যখন প্রথম দিকে ডাচাউয়ে ছিলাম, বহু গুণী লোকের সংস্পর্শে এসেছি, জার্মানীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের। অধ্যাপক, স্কলার, লেখক—যাঁরা অনেক কথা জানতেন। হাজার হাজার ঘন্টা কেটেছে তাঁদের কথা শুনে। আমার মতো শ্রমিক মানুষের পক্ষে যা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ারই সামিল। কিন্তু তবু, এখনো পর্যন্ত, সব কথা জেনেও, নিজেকে প্রশ্ন না করে পারি না, এটা কি করে সম্ভব হ'ল?''

সকলেই নির্বাক। আউস্‌উইৎজ্‌ নামক উন্মাদ পরিচালিত বধ্যশালায় থাকাকালীন এই একই প্রশ্ন নিয়ে প্রত্যেকে নিরন্তর চিন্তা করেছে। আন্দ্রে রুশ ভাষায় ক্লেয়ারকে বলল যে নরবার্ট খুব দ্রুত কথা বলায় খানিক খানিক ও বুঝতে পারেনি। ক্লেয়ার সংক্ষেপে আসল কথাগুলো বলে দিল। আন্দ্রে ঘাড় নেড়ে জানাল সেও এ বিষয়ে একমত। আবার জিনি চাপা গলায় ওর কাহিনী শুরু করল। "আমার সব কথাই তো শুনলে। ভ্রুনুস থেকে ওরা আমায় ডার্সিতে পাঠায়। ফরাসী ইহুদীদের নির্বাসন দেবার আগে এই ডার্সিতে একত্রিত করা হ'ত। ডার্সি থেকে জাহাজে ক'রে আউস্‌উইৎজে পাঠাল তেতাল্লিশের মার্চে।" কথা থামতে ওর বড় বড় ঠোঁট দুটো বিষণ্ণ হাসিতে বেঁকে ওঠে। "এই হল আমার গল্প।"

কয়েক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। অকস্মাৎ লিনি বলে উঠল, "না, গল্পটা পুরো হয়নি। এর কথাও তোমাদের শোনা দরকার।" ক্লেয়ারের দিকে চাইল। সেই মুহূর্তে ওর মুখাবয়ব কোমল হয়ে ওঠে। কথা শুরু করতেই দেখা গেল চোখ জ্বলছে। "আউসভিৎজের মতোই তুলুস জেলেও খিদে মেটানো একটা শক্ত কাজ ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে এই এনার কাছে কিছু কিছু খাবারের প্যাকেট আসত। ও আমায় চিনত না—আমি তো বিদেশী—কিন্তু একেবারে প্রথম থেকেই ও যা পেয়েছে আমার সঙ্গে ভাগ ক'রে খেয়েছে।"

"আর তুই আমার জন্যে কি করেছিস?" স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল।

ক্লেয়ারের কথায় কান না দিয়ে আবেগ মথিত কণ্ঠে লিনি বলল, "আমার স্বামীকে গুলি করে মারার পর আমি দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে চেয়েছিলাম। এই ক্লেয়ার তখন আমায় নিজের ছেলের কথা ভাবতে বাধ্য করিয়েছে। কেঁদেছি যখন এই ক্লেয়ার আমায় জড়িয়ে ধরেছে। ঘুমোতে পারিনি যখন এই ক্লেয়ার আমার পাশে জেগে ব'সে থেকেছে। উঃ—তোমরা জানো না ওর মনটা কত বড়। আমি প্রথম দিকে বিরকেনাউয়ে * মাঠের কাজ করতাম আর ও আউসভিৎজে দোভাষীর কাজ। বলতে পারো, কত দিন এভাবে জলে কাদায় কাজ ক'রে টিকতাম? ক্লেয়ার তখন এক গেস্টাপো অফিসারের কাছে কাজ করছিল। সে ব্যাটাকেই ও বারবার অনুরোধ করতে শুরু করল আমাকে ওই অফিসে টাইপিস্ট হিসেবে নেবার জন্যে। এই নিয়ে ও একদিন এত ঝামেলা পাকায় যে লোকটা বলে, 'আমাকে দু'য়ের মধ্যে যাহোক্

---

* আউসভিৎজের কনসেনট্রেশান শিবির বলতে মাত্র একটিকে বোঝায় না। বহু শিবির ছিল। সেগুলিকে আবার তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল।

প্রথম অংশের নাম আউসভিৎজ। এখানে ছিল মূল কার্যনির্বাহক কেন্দ্র ও পুরুষ কর্মীদের জন্য একটি শিবির। তাছাড়া কোন কোন বিশেষ কার্যে অংশগ্রহণকারী অল্প সংখ্যক মেয়েদেরও রাখা হয়েছিল। তবে শিবিরের অন্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে।

দ্বিতীয় অংশটি ছিল আউসভিৎজ থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে। নাম বিরকেনাউ। এখানে পুরুষ ও নারীবন্দী উভয়ের জন্যেই একটি ক'রে শিবির ছিল। গ্যাস চেম্বার ও শবদাহ চুল্লীগুলোও এখানেই ছিল।

তৃতীয় অংশটিতে ছিল বিভিন্ন শ্রম-শিবির ও কারখানা। শতাধিক বর্গ মাইল জুড়ে।

একটা করতে হবে। হয় তোর বন্ধুকে বিরকেনাউ থেকে নিয়ে আসব আর নয়তো তোকেই ওখানে পাঠাবো। না হ'লে তোর মুখ বন্ধ হবেনা। কি ?' ক্লেয়ার বলেছিল, 'হ্যাঁ স্যার, তা না হ'লে মুখ বন্ধ হবে না।' হুবহুব এই ক'টা কথাই ও বলেছিল, সেই লোকটাকেই বলতে শুনেছি। খচ্চড়টা ক্লেয়ারের প্রশংসা না ক'রে পারেনি। কিন্তু ক্লেয়ারকে না চলে সত্যি সত্যিই লোকটার চলত না আর তাই বিরকেনাউ থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলাম। নয়তো কবে পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম। বুঝতে পারছো—এই হচ্ছে আমাদের ক্লেয়ার।''

ক্লেয়ার হাসতে হাসতে বলল, "তোমরা জানো না তো, লিনি আমার জন্তে কিচ্ছুটি করেনি। মামুলি দু'একটার কথা কেবল মনে পড়ছে। এই যেমন, বিরকেনাউয়ে ফরাসী জিনিষ বোঝাই গাড়ি এলেই তার ওপর নজর রাখা। ওখানে পৌঁছনোর পর এক সপ্তাহ না যেতেই লিনি আমাকে একটা খাবার বাটি, একটা অন্তর্বাস আর একটা সোয়েটার উপহার দিল—সবই ক্যাম্পের কালোবাজারে কেনা, নিজের ভাগের রুটির বদলে। তারপর সেবার যখন আমার টাইফাস হল, কি জ্বর আর প্রচণ্ড তেষ্টা। তখন কে সে, যে দিনের পর দিন অভুক্ত থেকে নিজের ভাগের ঝোলটা আমায় দিয়েছে ?"

"খুব সত্যি।" প্রত্যয়পূর্ণ ভাবে বলল নরবার্ট। "তোমরা একে অন্যকে বাঁচিয়েছ। এ রকম ঘটনা যে কত দেখেছি ইয়ত্তা নেই। একটা কথা বলি তোমাদের।" ওর চোখে-মুখে উদ্দীপনার আগুন, গলার স্বর গমগম করে। "ডাচাউয়ে, মাইডেনেকে, আউস্‌উইৎজে, সর্বত্রই দেখতাম মানুষ বন্য পশু হয়ে উঠছে। একে অন্যের জিনিস চুরি করছে, এ-ওর নামে রিপোর্ট করছে, নিজের কথা ছাড়া আর কিছুই ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না। মেয়েদের মধ্যেও নিশ্চয় এ রকম ঘটতো। তোমরাই সে কথা ভাল বলতে পারবে।"

"ঘটতো ব'ই কি।" লিনি বলল। "তবে যারা ব্লক লিডার আর ক্যাপো হয়েছিল তারাই সবচেয়ে জঘন্য। অন্য বন্দীদের লাঠিপেটা করত, তাদের খাবার চুরি করত—"

"হ্যাঁ।" নরবার্ট ওকে শেষ করতে দিলনা। "কিন্তু আমি ও প্রসঙ্গ তুলতে চাইছি না। প্রতিটি মানুষই বাঁচতে চায়। সে রকম ভয়ানক অবস্থায় পড়লে অনেকেরই মাথার ঠিক থাকে না—কেউ কেউ আশা হারিয়ে মরে আর নয়তো পশু হয়ে বাঁচে। কিন্তু এমন লোকও আছে যারা এর ব্যতিক্রম।

এই রকম কিছু লোকের অসীম সাহস, সত্যিকার মহত্ত্ব ও সহৃদয়তাই আমার এই বারো বছর লড়াইয়ের ইন্ধন। বাঁচবার জন্তে এরা সব কিছু করেছে, কিন্তু কয়েকটা কাজ বাদে—আর এই কয়েকটা কাজের জন্তেই তারা মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। মাইডেনেকে যাবার সময় হাঙ্গেরির একজন অত্যন্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। ভদ্রলোক ছিলেন পুস্তক প্রকাশক। উনি একবার আমাকে বলেছিলেন, 'এমন অনেক লোক আছে যারা মনে করে নিজের প্রাণরক্ষার চাইতেও অনেক বেশী প্রয়োজন একটা বিশেষ আদর্শে অবিচল থাকা। অনেক বেশী প্রয়োজন বন্ধুত্বের অমর্যাদা না করা। আর এই অনুভূতিই তাদের সত্যিকার মানুষ ক'রে তোলে।' কথাগুলো হয়তো হুবহুব বলতে পারলাম না, কিন্তু মোটমাট এই। বুঝলে লিনি, এইজন্যেই ক্লেয়ার তোমায় যথাসাধ্য সাহায্য করেছে এবং তুমিও তাই করেছো। আর ঠিক এই জন্যেই তোমরা দু'জনেই রক্ষা পেয়েছো।"

"দ্যাখো দ্যাখো!" ক্লেয়ার স্নিগ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করল। "বরফ পড়তে শুরু করেছে। কি সুন্দর!"

"সৌভাগ্য হয় আমাদের।" জুরেক সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দিকে হাত তোলে। "আমাদের পায়ের ছাপ বনের মধ্যে থেকে ঢাকা পড়ে।"

"এ যে দেখি কোমল কম্বল, আর আমরা সব খাটমল।"

অটো তৃপ্তিতে চেঁচিয়ে উঠল। "ফোর্ মাস্কেটিয়ার্স' আর তাদের মহিলাবৃন্দ!" লাফিয়ে উঠে 'দা ব্লু ড্যানিয়ুব'-এর সুর ভাঁজতে শুরু করল। "এসো," ব'লে ডাক দিয়েই লিনির দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। "তা কম ক'রে দু' এক সপ্তাহ হল ব'ই কি, মহিলাদের সঙ্গে নাচার সুযোগই মিলছেনা।"

হাসতে হাসতে লিনি ওর সঙ্গে যোগ দিল। আস্তে গানের সুর ভাঁজে। ক্রমে ক্রমে সবাই গলা মেলায়। অটো ও লিনি মহানন্দে আনাড়ীর মতো ওয়াল্‌ৎজ্ নাচে।

৩

স্নানের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিটি ঠিক করতে লিনি ও ক্লেয়ারকে খানিকক্ষণ আলোচনা চালাতে হল। সমস্যা তো কম নয়—ঘরটা বরফ, এক বালতি

মাত্র জল, তাও আবার ঠাণ্ডা। সাবান নেই, গামছা বা তোয়ালেও নেই। তবু দেহটাকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করার তাগিদটা শুধুমাত্র নৈতিক নয়, শারীরিকও বটে। আউস্‌উইৎজে প্রাণরক্ষা মানে নিরন্তর টাইফাস-বাহী জীবাণুদের সঙ্গে লড়াই। ওদিকে মাসে মাত্র একটিবার দু-মিনিটকাল শাওয়ারের জলে স্নানের সুযোগ। প্রত্যহ ওরা খাদ্যের জন্যে যে আকুতি দেখাত, তেমনি দেখাত স্নানের জন্যে।

ঠিক হ'ল ক্লেয়ার তার অন্তর্বাসটাকে গামছা করবে। বেশভূষা ছেড়ে চটপট ওরা এক একটা কম্বল জড়িয়ে নিল। "অসুস্থ অবস্থায় লোকে যেমন স্পঞ্জ করে, তেমনি করা যাক্।" লিনির প্রস্তাব। "একটা হাত ধুয়ে মুছে ঢেকে ফ্যাল্, তারপর অন্যটা, এইভাবে।" লিনির সহায়তায় ক্লেয়ারই প্রথম আরম্ভ করল।

ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ক্লেয়ার বলল, "এই হচ্ছে স্নান নামক শিল্পকলা! সর্বপ্রথম যে বাথ্‌টব্‌টা আমার চোখে পড়বে সেটাকে আমি ঠিক চুমু খাব।"

"এইভাবে ঘসলে দেখছি বেশ ময়লা উঠে যাচ্ছে। তোর মাথাটাও ক'রে দেব নাকি?"

"খুব ভাল হয়। তবে উকুনের ডিম চোখে পড়লেও আমাকে তা জানাবার দরকার নেই।"

"তাহলে রুমালটা খোল্। ও-কাজটা করার জন্যে তো আর আমায় মাইনে দেওয়া হচ্ছে না।"

ক্লেয়ারের আধো হাসির সঙ্গে কাঁপুনি যুক্ত হল।

"সত্যি, কি তাড়াতাড়ি তোর চুল গজাচ্ছে।"

ক্লেয়ার উৎফুল্ল, "সত্যি?"

"আমার অন্তত তাই মনে হচ্ছে। আতস কাঁচ নেই বলে নিশ্চিত হ'তে পারছি না।"

"সালোপে। ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি বলছিস্।"

"কি একটা যেন বললি?"

"একটা খারাপ কথা। আচ্ছা, আবার যখন চুল হবে—ভাবা যায়? কি দারুণ! আবার মেয়ে বলে মনে হবে!" ক্লেয়ারের আকুতিপূর্ণ কণ্ঠ।

"আন্দ্রে তোকে মেয়ে বলেই মনে ক'রে। তোর দিকে সেই ভাবেই চায়। ওকে তোর ভাল লাগে ?"

"খুব।"

"ওর চোখ দু'টো সুন্দর। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া জুটলে নিশ্চয় চেহারা ফিরবে। আর সংগীতজ্ঞ যখন মাথার চুলগুলো নিশ্চয় কোঁকড়া কোঁকড়া, রোমান্টিক ধরনের। ও যখন তোকে কাছে পেতে চাইবে কি করবি রে ?"

"ঠাট্টা হচ্ছে ?"

"না-না।"

"তাছাড়া আর কি। কোন্ লোকটা আমায় কাছে পেতে চাইবে বলতো ?"

"চেরি! তুই একটা হাঁদা। তোর চেহারা হাড়গোড়সর্বস্ব হ'তে পারে কিন্তু মেয়ে তো বটে। এরা বহুদিন নিঃসঙ্গ। আর কয়েকদিন একসাথে কাটালেই এরা প্রস্তাব করবে, বুঝতে পারছিস না ?"

"কথাটা আমি ভাবিই নি। কিন্তু আমি ওদের কিছুই দিতে পারবো না। আমার দেহে কোন স্পন্দন নেই, ও ব্যাপারে আমি মৃত। এবার তোর কথাটা শুনি ?"

লিনি হাসল। "দেখা যাক্, কেউ আমায় পেতে চায় কিনা, আর চাইলে কে চায়।"

"এর মধ্যেই বাছাবাছি হয়ে গেল ?"

"হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকম।"

"অন্তঃসত্ত্বা হ'য়ে পড়ার ভয় নেই ?"

"এতদিন যেভাবে কেটেছে তারপর আবার ভয় ? মোটেই না! অবশ্য আমার রজস্রাব হয়নি।"

"লোকটা কে রে ?"

"ভেবে দ্যাখ্।"

"জুরেককেই সবচেয়ে ভাল দেখতে। ফিল্ম স্টারের মতো চেহারা।"

"ঠিক বলেছিস। কিন্তু ও নয়, তোর আন্দ্রেও নয়। দে, এবার তোর পিঠটা রগড়ে দিই।"

"তাহলে নরবার্ট। ওকে খুব ভাল লেগেছে তো ?"

"দারুণ ভাল লেগেছে। ওর মত ঠাণ্ডা মাথা আর শক্তসমর্থ মানুষরাই চিরকাল আমাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু অটোর নাম না ক'রে ওর নাম করলি যে, কি ক'রে বুঝলি ?"

"অটোকে অন্য সবাইকার মতো ভাল লাগে না। কিন্তু ভালো না লাগার কারণটা এখনো ধরতে পারিনি।"

"আমি জানি—ও একটু বেশী চালাক। মনে আছে, কাল নরবার্ট যখন জিজ্ঞেস করল ওর কাছে কোন খাবার আছে কিনা ? কিছু লক্ষ্য করেছিলি ?"

"হ্যাঁ, তা করেছি। কিন্তু চিনি দিতে কসুর তো করেনি।"

"একটা কথা বলি। কাল রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেছল। অন্ধকারের মধ্যেও বেশ দেখতে পেলাম ও চিনি খাচ্ছে, কগাকুটাও শেষ করল।"

"তাই নাকি ?—তা এটা তো ঠিক যে ওগুলো ওরই জিনিষ। সাত বছর জেলে কাটিয়েছে। তার একটা প্রভাব পড়বে না ?"

"কারুর কারুর সাত দিনেই এমনটা হয় আবার কারুর সাত বছরেও কিছু হয় না। ঠিক হ্যায়, দেবী। আজ আর তোমায় এর বেশী সাফ্ করতে পারছি না।"

"উকুনের ডিম ছিল ?"

"না। আমায় চান করিয়ে দেবার আগে জামা কাপড় প'রে নিবি ?"

"হ্যাঁ, সেটাই ভাল।"

"খুব শীত করছে ?"

"না, আশ্চর্য। বরং আগের চেয়ে গরম লাগছে। ঠাণ্ডা জল আর এই ঘা-ঘসা, দুয়ে মিলে রক্ত চলাচলের সহায়তা করেছে। জিনি—"

"বল্ ?"

"তোর আর নরবার্টের এই ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"

"কি দুশ্চিন্তা ?"

"ব্যাপারটা হচ্ছে চারজন ছেলে আর একটি মেয়েকে নিয়ে। না হয় ধরলাম তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ে। কেননা আন্দ্রেও অত্যন্ত দুর্বল। তুই আর নরবার্ট যদি প্রেমে পড়িস, তখন অবস্থাটা কি হবে ?"

"অবস্থা কি হবে মানে ?"

"অন্যদের মনের অবস্থা তখন কি হবে ?"

"ভাববে ভাগ্য খারাপ।"

"কিন্তু তার জন্যে যদি ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়? এখন কেমন সুন্দর মিলে মিশে রয়েছি।"

"সেরকম কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। এদের বদলে অন্য কেউ হ'ত, সেকথা আলাদা। ঘুমোতে যাবার আগে তো চিন্তা হচ্ছিল যে মাঝ রাতে হয়তো দেখব কেউ আমার গায়ে হাত দিচ্ছে। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এরা সেরকম নয়। খুব ভদ্র। নোংরা কথাবার্তা অবধি বলেনি, একবারো আমাদের সামনে মুখ খারাপ করেনি।"

"তা ঠিক।"

"যাই হোক্ না কেন নরবার্ট প্রস্তাব করলে আমি না বলব না।" মুহূর্তের বিরাম নিয়ে ধরা-ধরা গলায় বলল, "জানিস, আমি এখন ব্যাকুল প্রতীক্ষা করছি—কবে আমার মনের মতো একটি লোক দু'হাতে আমায় জড়িয়ে ধরবে। আদর করবে। আমি বুঝতে পারছি না যে তোর কেন এরকম লাগছে না?"

"বললাম তো।"

"আমি তো শরীরের কথা বলছি না, মনের দিক্ দিয়ে তো অন্তত চাইবি। শারীরিক চাহিদা আমারও তেমন প্রবল নয়। আমার খালি প্রয়োজন এমন একজন যে আমাকে মনে-প্রাণে কামনা করে। তা ব'লে নিশ্চয় যে কোন লোক নয়। যাকে আমার ভাল লাগে। এতদিনের এত ঘটনার পর এখন আমার হৃদয় এটা দাবী করছে। তোর করছে না?"

"না, এখনো করছে না। এই মুহূর্তে একজন পুরুষের নিকট সান্নিধ্য সহ্য করতে পারব না। অতটা গভীরভাবে এখনো জীবনটাকে ফিরে পাইনি। এখন শুধু খেতে, ঘুমোতে আর স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে চাই—। যাক্, এবার তুই গা মুছোতে দিবি না এমনিই থাকবি?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ।" লিনি বলল। তারপর যাতনা মিশ্রিত ক্রোধে ফেটে পড়ল, "আউস্‌উইৎজ্‌কে পারিস তো আবার বুক থেকেও ঘ'সে সাফ্ করে দে।" লিনি কাঁদতে থাকে। "অ্যালেক্স আর আমি কেমন ছিলাম! কোন অভিযোগ ছিল না। ওর কাছে আমি সব পেয়েছি। ছোট্ট জোসেফকে নিয়ে আমাদের কি হাসিখুশী সংসার! কেন—কেন আমাদের এমন হল?"

৪

জিনি নতুন পোশাক প'রে আবির্ভূত হলে ছেলেদের দল মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়ে। বন্দী থাকাকালীন কালে ভয়ে ইউনিফর্ম পরা মহিলা প্রহরী দেখেছে কিন্তু একটিও স্বাভাবিক সাজে সজ্জিতাকে নয়। চাষী বৌয়ের গলা-উঁচু ব্লাউজ, চওড়া স্কার্ট—ভারী রমণীয়। এমনকি রুমালটাও জিনির বেশের সঙ্গে মানিয়েছে। মনেই হচ্ছে না ওটা শুধু মুণ্ডিত মস্তকের কলঙ্ক গোপনকারী। "বাঃ!" কয়েক সেকেণ্ড পরে অটো চেঁচিয়ে উঠল। হাততালি দিতে শুরু করে। জুরেক ও আন্দ্রেও তাই করে। নরবার্ট কেবল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে, উজ্জ্বল চোখে একদৃষ্টে জিনিকে দেখছে। দু'টি মেয়েই এই প্রতিক্রিয়ায় বিহ্বল।

সব দেখে শুনে ক্লেয়ার সহসা ভারী অবাক হয়ে মনে মনে বলল, "আরে—আমার খুব হিংসে হচ্ছে দেখছি!" পরক্ষণেই কারণটাও বুঝল। পোশাকের দৌলতে জিনির রূপ পরিবর্তন ঘটেছে। বন্দী-সঙ্গিনী থেকে নারী। অতি ক্ষীণকায়া কিন্তু নিঃসন্দেহে রমণীয়। এই নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষ ক'টির কাছে চুম্বকের আকর্ষণ। ওদিকে ক্লেয়ারের পরণে বালকের পোশাক, বিশীর্ণ দেহ, জড় অনুভূতি—হিংসে এই জন্যেই।

জিনির হাসি আর চোখ থেকেই খুশীর পরিমাণ বোঝা যাচ্ছিল। ক্লেয়ার লক্ষ্য করল ওর দৃষ্টি নরবার্টে'র দিকে। জিনি এতক্ষণ বন্দী শিবিরের জামা কাপড়ের পাকানো বাণ্ডিলটা হাতে ক'রে রেখেছিল। এবার সেটা বাড়িয়ে ধ'রে বলল, "ক্যারলকে এই জঘন্য মালগুলো পুড়িয়ে ফেলার কথা বলতে পারবে?"

বাণ্ডিলটা ছোঁ মেরে নিয়ে অটো বলল, "পোড়াবে কেন?" বাণ্ডিলটা ওপরে ছুঁড়ে এক লাফ মেরে হেড্ দিল। "এটা আমাদের ফুটবল হবে।"

"সাবধান!" জুরেক চেঁচাল। ফুটবল খেলোয়াড়ের অনুকরণে বাণ্ডিলটা এ-পা ও-পা করতে করতে শেষে এক কিক্ কসাল। "গো—ও—ল্!"

"গোল কোথায়—অফ্-সাইড্!"

দু'জনে মিলে পালা ক'রে বাণ্ডিলটা এধার-ওধার সট্ মেরে চলে। অন্যেরা মৃদু মৃদু হাসে। শেষ পর্যন্ত বাঁধন খুলে ডোরাকাটা জামা আর জ্যাকেটটা মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। এতদিন ধরে যে গ্লানি সহ্য ক'রে

এসেছে তার একটা কুশ্রী স্মারক। ওদের হাসি মিলিয়ে গেল। জুরেক নীরবে পোষাকগুলো কুড়িয়ে নিল। পকেট থেকে নিজের টুপিটাকে বের করে বলল, "সময় হয়েছে এগুলোও পুড়োনো, তাই না ?"

আন্রে এক ঝটকায় মাথা থেকে নিজের টুপিটা খুলে ফেলল। "আমাদের কি ব্যাপারটা ? পাগলের মতো পরি এখনো।" টুপিটা জুরেকের দিকে ছুঁড়ে দিল। মুখে বিতৃষ্ণার হাসি।

নরবার্ট অনুচ্চ স্বরে বলল, "সত্যিই আমরা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছি না।"

অটো বলল, "আমার অবশ্য টুপির কথা খেয়াল ছিল। মাথাটা গরম থাকবে বলে খুলিনি। কিন্তু এখন মনে হ'চ্ছে বিদেয় করাই ভাল।"

লিনির দিকে চেয়ে নরবার্ট জিজ্ঞেস করল, "কি, তোমাদের চান্ কেমন হল ?"

"দারুণ। হ্যাঁ মনে পড়ে গেল, আমাদের পাইখানার জলের পাইপটা জমে গেছে। বাথটবের জলটা তাই নোংরা না করে গতি ছিলনা। তোমরা কি ওটা আমাদের পাইখানায় বয়ে দিয়ে আসতে পারবে ? বালতির যা ওজন আমাদের পক্ষে বওয়া সম্ভব নয়।"

"একশোবার। আমাদের পাইপটাও জমে গেছে।"

"আরো গোটা চারেক সসেজের টুকরো রয়েছে। খাবে ?" অটো বলল।

লিনি বলল, "ক্লেয়ারকে দাও।"

অটো ছুরি বার করল। "ভারী সুখের সংসার আমাদের, তাই না ? প্রথমে তোমরা চান্ সারলে, এবার আমাদের পালা—তাছাড়া দিনে তিনবার ভালমন্দ ভক্ষণ—ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই—যুদ্ধ থেকে দূরে। সত্যি, সুখী খাটমল্ পেয়েছে কবল। আচ্ছা ভদ্রমহোদয়াবৃন্দ, আপনারা কেউ আমাদের পোলিশ হ্যাম্ খেয়েছেন ? যুদ্ধের আগে যা ভিয়েনাতেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ?"

ক্লেয়ার বলল "হ্যাঁ অটো। আমারও একই কথা মনে হচ্ছে। আমরা যেন একটা পরিবার—একটা চমৎকার পরিবার।"

"শ্-শ্!" জুরেকের কণ্ঠ। "কামান!"

সবাই চুপ। আন্রে কান বরাবর হাত তুলেছে।

"রাইফেল ?" নরবার্ট বালতি হাতে দাঁড়িয়ে প'ড়ে শুধোল।

"বড় কামান।"

সবাই কান খাড়া রাখে।

জুরেক অনুচ্চ স্বরে বলল,"ভুল আমার মনে হয়।"

"কামানের আওয়াজ কি ক'রে শুনবে ?" অটো জিজ্ঞেস করল। "আমরা তো একটা নির্জন দ্বীপে রয়েছি, চারিধারে জল। তালগাছগুলোই দেখ না। আজ ঠিক নারকেল সেদ্ধ দিয়েই রাতের খাওয়া সারব।"

নরবার্ট বলল, "এইমাত্র আমার কানে এল। অনেক দূরে বাজ পড়ার মতো গুড় গুড় আওয়াজ।"

ক্লেয়ার ঘাড় নাড়ল, "আমিও শুনেছি।" আস্ত্রের দিকে ফিরে বলল, "তার মানে কি রাশিয়ানরা এগিয়ে আসছে ?"

আস্ত্রে কাঁধে একটা অনিশ্চয়তাসূচক ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "অনেক দূর তো বলা যায় না। হয়তো বাতাস এদিকে বয় কেবল।"

"ওঃ! ওরা এদিকে এসে পড়লে কি দারুণ কাণ্ডটাই না হবে! আমি ওদের বন্দুকের আওয়াজ শুনতে চাই।"

আস্ত্রের শান্ত কণ্ঠ, ক্লশ ভাষায় বলল, "আমি খুব কাছ থেকে এই যুদ্ধ দেখেছি। যুদ্ধক্ষেত্রের একটা শব্দকেও ভাল বলব না।"

"ঠিক সে অর্থে কথাটা বলতে চাইনি।"

"জানি। আমি নিজের মনের কথাটাই ব্যক্ত করেছি।"

৫

এখনো তুষার পড়ছে, তবে অল্প। জানলা দিয়ে শান্ত সুন্দর বহির্দৃশ্য চোখে পড়ছে। ছেলেরাও সকলে স্নান ক'রে নিয়েছে, জিনি বেশ খানিকক্ষণ ক্লেয়ারের পা ম্যাসেজ করে দিয়েছে এবং ক্লেয়ার ঘুমিয়ে পড়েছে। নারীপুরুষ মিলিয়ে ওদের যত অন্তর্বাস, চওড়া জানলাটার কিনারায় টাঙানো —শুকোতে দেওয়া হয়েছে। ভাড়াবাড়ির বাসিন্দারা যেমন দেয়। জিনি ওদের নিজের ছেলের কীর্তিকলাপের কথা শোনাচ্ছিল। শ্রোতাদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল একটা অস্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধ্য মানুষের স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবার আকুতি কি প্রবল! জিনির গলা ভরাট হয়ে উঠেছে, উত্তপ্ত। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে ঠোঁটে মৃদু-মৃদু হাসির ছোঁয়া। পরিষ্কার

বোঝা যায় ছেলেটি ওর মানস পটে ঘোরাফেরা করছে, বাস্তবে যেমন করত।

"একেবারে শেষ দিক্‌কার ওর একটা কীর্তির কথাই বলি। আমাদের একটা আলমারির গায়ে বিরাট একটা আয়না ছিল। জোসেফ একদিন আয়নাটার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করল। প্রথমে মুখটা কাছে নিয়ে গেল, তারপর সরে এল, তারপর হাঁটু গেড়ে ব'সে চেয়ে রইল—একেবারে অবাক। শেষ পর্যন্ত আলমারির পাল্লাটা নিয়ে টানাটানি, দেখতে চাইছিল অন্য ছেলেটা কোথায়।" ক্লেয়ার মৃদু হাসল। ওরাও হেসে ফেলল।

"সেদিনই বিকেলে ও আমাদের শোবার ঘরের একটা কোনে বসে নিজের মনে বক্‌বক্ করছিল আর একটা ছোট টুল নিয়ে ক্রমাগত আগুপিছু ঠেলাঠেলি। হঠাৎ টানের মাত্রটা একটু জোর হয়ে যাওয়ায় মাথাটা ঠুকে যায়। ভীষণ রেগে টুলটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে চায় তারপর আঙুল দিয়ে নিজের মাথাটা দেখিয়ে টুলটাকে ক'সে থাপ্পড় লাগায়।" লিনি মৃদু হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "ওই বয়সে ছোট্টরা যাই করে ভারী মিষ্টি লাগে। হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে কি ভীষণ ভালবাসতো আর তারপর সিঁড়িতে বসে থপ্‌থপ্ ক'রে এক ধাপ্ থেকে আরেক ধাপে লাফিয়ে নামতো। তাছাড়া যত টেবিল, আমার স্বামীর পড়বার ডেস্ক, ওর নিজের ছোট খাট—যা পাবে তার তলায় ঢোকা তো ছিলই। ওকে নিয়ে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ব'কে যেতে পারি।"

"বলো, বলো।" নরবার্টের অনুরোধ। লিনির ওপর নিবদ্ধ দৃষ্টি। হাসিতে এমন এক কোমলতা যে লিনি অভিভূত না হয়ে পারে না।

"একঘেয়ে লাগছে না?" লিনি খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করল। ভাবছিল চব্বিশ ঘন্টা আগের মানুষটা আর এই নরবার্টের মধ্যে কত তফাৎ। ওর ইস্পাতে গড়া মুখখানা থেকে উৎকণ্ঠা দূর হয়েছে।

"একঘেয়ে? মোটেই না। কে না বাচ্চাদের ভালবাসে? প্রত্যেকে। ভারী ভাল লাগছে তোমার কথা শুনতে।

"ওই বয়সের বাচ্চারা কি কথা বলে?" অটো জিজ্ঞেস করল। "আমি সব ভুলে মেরে দিয়েছি।"

"বলে ব'ইকি। তবে পুরো বাক্য নয়, কয়েকটা কথা কেবল বলতে পারে। কিন্তু যে যাই বলুক না কেন ঠিক ধ'রে ফ্যালে—দারুণ কথা বোঝে।

বড় সুন্দর লাগত—একটা বাচ্চা আস্তে আস্তে কেমন ভাষা শিখে ফেলছে। এই ধরো আমি যখন জিজ্ঞেস করতাম, 'জোরি, এখন তুমি চান করবে?' উত্তর দিত, 'উঁ' ভান্।' তার মানে, 'হ্যাঁ, চান'। তারপর আমি ওকে বাথরুমে নিয়ে যেতে না না করলে হাত পাকড়ে ধ'রে জিজ্ঞেস করতো, 'ভান-ভান?' বাচ্চা মাত্রেই চান করতে ভালবাসে।"

নরবার্ট হাসতে হাসতে পুনরুক্তি করল, "ভান্-ভান্। আর কি শিখেছিল? নিশ্চয় বাপি আর মা এ দু'টো বলতে পারতো?"

"হ্যাঁ, তবে নিজের মতো ক'রে। ভারী মজাদার ভঙ্গিতে। ডাচ্ থেকে অনুবাদ করলে অনেকটা এরকম দাঁড়ায়—'বাপি' আর 'মানি'। তাছাড়া অন্য বাচ্চাদের মতোই একটা শব্দ দিয়ে অনেক কাজ সারতো। দুধ আর জল বোঝাতে 'দু-দু', হিসি আর অন্য কাজটা বোঝাতে 'শু-শু', আর যে কোন খাবার 'মাম্-মাম্'।" লিনি হাসতে শুরু করে। "আর বিল্লি বলার সে কি কায়দা—'বিলি-লি-লিলি'। কেন যে ও কথাটাকে এত বিরাট ক'রে বলতো জানি না। হ্যাঁ, আর একটা মহা মূল্যবান শব্দ শিখেছিল—'আমাতাতাই', অর্থাৎ 'আমার এটা চাই'।"

হঠাৎ একটা কুকুরের তীক্ষ্ণ ঘেউ-ঘেউ কানে আসায় লিনির হাসি শুকিয়ে গেল। শব্দটা ঘরের বেশ কাছ থেকেই আসছে।

"জানলা থেকে দূর!" আন্দ্রে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দেয়। হামাগুড়ি দিয়ে কেউ জানলার এধারে আর কেউ ওধারে সরে গেল।

কুকুরটা একটানা ডেকে চলে। নিশ্চয় আকারে বেশ বড়।

"চলো আমরা ওপরতলায় গিয়ে লুকোই।" লিনির আতঙ্কিত কণ্ঠের বিলাপ।

"দাঁড়াও।" জুরেক বলল। "একটা বাচ্চা ছেলে শুনি।" সঙ্গে সঙ্গে গুড়ি মেরে জানলার একপাশে গিয়ে হাজির। কুকুরের ডাক থামেনি। জুরেকের চেহারায় আশ্বস্ততা ফুটে ওঠে। "কিছু নয়। দুটো ছেলে বরফ গোলা ছোঁড়ে।"

"কিন্তু ওরা যদি ভেতরে এসে আমাদের দেখে ফ্যালে?" লিনি জিজ্ঞেস করল।

"আমি পাহারা। কিন্তু একটা মজা।"

"মানে?" নরবার্ট শুধোল।

"পাঁচ বছর কুকুর একটাও পোল্যাণ্ডে নেই। জার্মান সৈন্য ভাল কুকুর সব পাহারা কাজে নেয়, বাকি গুলি করে। পোলিশ বাড়িতে আইন ভঙ্গ কুকুর থাকে যদি। তাহলে কুকুর কেন এই গ্রামে ?"

"একটা কুকুর লুকিয়ে রাখা এমন কি শক্ত।" অটো মন্তব্য করল।

"না, কিন্তু শাস্তি আছে, গ্রেপ্তার সম্ভাবনা।"

তিনি উৎসুক ভাবে বলল, "তার মানে বোঝা যাচ্ছে জায়গাটা খুব নিরাপদ। এখানে যদি জার্মানদের আসা যাওয়া থাকতো তাহলে নিশ্চয় ছেলে ছ'টোকে কুকুর নিয়ে বেরোতে দিত না।"

অটো ঘাড় নেড়ে প্রবল সমর্থন জানাল। "ঠিক তাই, এর থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে জায়গাটা নিরাপদ।"

"হ্যাঁ, নিরাপদ, খুব ভাল।" আন্দ্রে ওদের বলল। "কিন্তু আরো ভাল হয় লক্ষ্য রাখি। একজন এখানে—" জানলাটা দেখাল— "একজন ওপরে অন্যদিকে। এক ঘন্টায় বদল।"

"গতবারের চাষের পর এখানে আর কোন সৈন্য আসেনি বললে না তুমি ?" অটো জুরেককে জিজ্ঞেস করল।

"কোন সৈন্য ? না, না।"

"তাহলে আর চিন্তা কেন ?"

আন্দ্রে নিরুপায়ের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল। "সেটা নিরাপদ, সঠিক।"

অটো মেঝের ওপর একেবারে লম্বালম্বি, মাথার নীচে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ল। "সাত বছর ধরে এস্-এস্'দের ওপর নজর রাখছি। আমার চোখ, আমার মন, আমার তাবৎ শক্তি এই কাজে খাটিয়ে খাটিয়ে এখন ক্লান্ত। মিথ্যেই তুমি নজর রাখতে চাইছো।"

"নরবার্ট, জুরেক—তোমরা করবে আমার সঙ্গে লক্ষ্য ?" আন্দ্রে বলল।

"না—মানে, ঘুমোতে চাই বলেই যে বলছি তা নয়, কিন্তু একটানা নজর রাখার সেরকম প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কোন কারণ তো চোখে পড়ছে না।"

"তাহলে আমি করি একা লক্ষ্য। দরকার।" বিনা বিদ্বেষে আন্দ্রে ওদের জানাল। জানলার পাশে সরে দাঁড়াল।

নরবার্ট নিরুপায়ের ভাব দেখিয়ে বসে পড়ল। "এবার তিনি তোমার

জোসেফের আরো কিছু গল্প শোনাও। বাজি রেখে বলতে পারি না হিসেবে তোমার তুলনা ছিল না।"

তিনি বলতে শুরু করল, জোয়ি কেমন লুকোচুরি খেলতে ভালবাসতো আর ধরা পড়লেই চোখ ঢেকে ফেলত। খানিকক্ষণ পেরোতে না পেরোতেই দেখা গেল আস্তে জানলার দিক থেকে অর্ধেক এদিকে ফিরে কানের কাছে হাত তুলে গল্প শুনছে। তারপর সবার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল, পাহারা দেবার কথা বেমালুম বিস্মরণ। আর সবার মতো ভয় ও উৎকণ্ঠার হাত থেকে রেহাই পাবার বাসনা কম নয়—যুক্তির চেয়ে এই মৌলিক তৃষ্ণাটুকু নিবৃত্তির দাবি অনেক জোরালো। আউসৃইৎজে টিকে থাকার অর্থই ছিল নিত্যকার যন্ত্রণাদায়ক সংগ্রাম—ভীতি জয়, ক্রোধের নিবৃত্তি, চরম স্নায়বিক উত্তেজনা আয়ত্তাধীনে রাখা, অসীম বীভৎসতার সম্মুখীন হয়েও অবিচল থাকা। প্রতিটি প্রত্যূষ সমান অনিশ্চয়তা ভরা। কেউই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারতো না সেদিন সন্ধ্যে অবধি কে টিকবে কে মরবে। আর তাই এই মহা মূল্যবান গুপ্ত আশ্রয়ের নির্জনতার প্রতিরোধ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা এখন অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বিশুদ্ধ কোমল তুষারপাত আর ভীতি ও ভয়ানকতা বিবর্জিত এই গ্রাম্য দৃশ্য ওদের উদ্বেগমুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তা করছে। একটি শিশুর কাহিনী শোনার মধ্যে শুধুই মিষ্টত্ব নয়, মিষ্ট মাদকতাও আছে। লোভীর মতো সকলের চিন্তা তিনিকে অনুসরণ করে, ওর পরিষ্কার পরিপাটি ঘর-সংসার, সূর্যের আলো ঝলমলে খালের পাড় ধ'রে ভ্রমণ, সদ্য ফুলে ফুলে সুশোভিত অসংখ্য বৃক্ষময় উদ্যানে প্রবেশ। ওরা নিজেদের অজান্তেই যে-যার মন-গড়া এক একটা জগতে প্রবেশ করছিল—এক-একটা নিজস্ব বন্দর, আকস্মিক ভাবে যার সাক্ষাৎ মিলেছে, যা আগামীকালের সুন্দর জীবনটার পথ মধ্যবর্তী এক-একটা বিস্ময়কর আস্তানা। স্বর্গ-মর্তের মাঝামাঝি কোনখানে এই মহামূল্যবান আস্তানাগুলোর অবস্থিতি। আর তার এক-মাত্র বাসিন্দা চারটি পুরুষ ও দু'টি নারী।

১

"গত জুলাই আমার শুধু কুড়ি বয়স হয়।" জুরেক ওর চটপটে মনোমুগ্ধকর হাসি সহযোগে ঘোষণা করল। "তাই আমার ছোট ইতিহাস। ক্রাকাও-এ বাড়ি। আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার, প্রফেসার বিশ্ববিদ্যালয়ে।"

"ক্রাকাও?" ক্লেয়ার উত্তেজিত ভাবে শুধোল। "আমার পেস্টাপো মনিব ছুটির দিন ওখানে যেত।"

"শিবিরের কাছে, হ্যাঁ, চল্লিশ কিলোমিটার।" তারপর একটু হেসে যোগ করল, "ক্রাক থেকে আউস্‌উইৎজ্ তুমি অনেক দূর আসো কিন্তু আমার হয় কেবল ছোট্ট সুন্দর পাড়ি।" জুরেক থামে, গম্ভীর হয়ে যায়। "জার্মান ক্রাকাও দখল করবার এক সপ্তাহ পর আমার বাবাকে গুলি করে এস্‌-এস্। কেন জানো? প্রতিরোধের জন্যে নয়। কারণ উনি একজন বুদ্ধিজীবীদের দলে। এটা নাজি নীতি—শিক্ষিত পোল্‌দের হত্যা।"

"তুমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত?" নরবার্ট জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ নিশ্চিত। ওরা যত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার গুলি করে। ওয়ারসয়ে করে, সব জায়গায় করে। আর যাকে যাকে করেনা শিবিরে পাঠায়। এক কথা।"

"আর বাকি সকলকে নিজেদের কাজে খাটিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"স্লাভিদের জন্যে এই প্ল্যান, আমার দেশও।" আন্দ্রে যোগ করল।

"আমারই জার্মান ভাই।" নরবার্টের অনুচ্চ কণ্ঠ।

"তারপর বলো।" লিনি তাগাদা দিল।

"অল্প পরে মা মারা যান। উনি আগেই অসুস্থ, বয়স অল্প, চৌত্রিশ মাত্র। উঃ—"গভীর এক শ্বাস নিল। "মাকে খুব সুন্দর দেখতে ছিল এবং ভারী দয়ালু। মাকে আমি দারুণ ভালবাসি, কতটা বলতেই পারি না। শক্ত কাজ ছিল মার কাছে বাবা সম্বন্ধে লুকোনো।"

লিনি প্রশ্ন করল, "উনি কি মারা যাবার আগে তোমার বাবার কি হয়েছে জানতে পারেননি?"

"না। ইতিমধ্যে তখন হাসপাতালে। আমি বলি বাবা লুকিয়ে।"

"তখন তোমার কত বয়স?" নরবার্ট জানতে চাইল।

"আমি তখন চোদ্দ।"

"কোন ভাই বোন নেই?"

"না।"

"কোন আত্মীয়?" ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল।

"ক্রাকাও-এ না। বাইরে কয়েকজন জ্ঞাতি ভাই, চাষী। আমি মাকে কবর দিয়ে ওদের কাছে যাই। আমি খেতে তিন বছর চাষ করি। তারপর যখন লম্বা হই, বনে চলে যাই, পার্টি-কর্মীদের কাছে।"

"তার মানে পার্টি-কর্মীরা নাজিদের সঙ্গে লড়ছে?" উৎসুক ভাবে জিজ্ঞেস করল নরবার্ট।

"নিশ্চয়। আমাদের গণফৌজ লড়াই হয় অনেক জায়গায়।"

"এটা আমি জানতাম।" ক্লেয়ার মন্তব্য করল। "পেস্টাপোদের মধ্যে এই নিয়ে কথাবার্তা হতে শুনেছি।"

"ওদের সঙ্গে আমি দশ মাস লড়াই করি। কিন্তু গত বছর এপ্রিলে ক্রাকাও-এ গুপ্তচরের কাজ হয় আমার। কারফিউ-এর পর কাগজ পত্র ছিলনা তাই এস্-এস্ ধরে। তাই পরে আউস্উইৎজ।" জুরেক হাসে। "এখন আমি খেতের কাজ জানি, কি ক'রে বন্দুক ছোঁড়ে, কি ক'রে বনে থাকে। কিন্তু ভবিষ্যতে যা করতে চাই একটুও জানিনা। আমার ইচ্ছে ডাক্তারের, ক্যান্সার নিয়ে বিশেষ কাজ। যাতে আমার মায়ের মতো মরে না কেউ। এটা আমার স্বপ্ন। কিন্তু কুড়ির একটা মানুষ কি ক'রে চোদ্দর ছেলেদের সঙ্গে স্কুলে যায় আবার?"

"কেন যাবেনা?" ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল। কত লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে

স্কুলে যেতে পারেনি। তারা যাতে ঘাটতিটুকু পুষিয়ে নিতে পারে সেরকম অনেক ব্যবস্থাই যুদ্ধ শেষ হ'লে করা হবে।"

"তুমি তাই ভাবো?" জুরেক উদগ্রীব ভাবে প্রশ্ন করল।

"একশো বার। করতেই হবে!"

"এটা শুনে আমি খুব খুশী হই। এটা আমার বিরাট স্বপ্ন।"

"বড় সুন্দর স্বপ্ন।" লিনি বলল। ওর মুখের হাসিতে মাতৃসুলভ প্রশংসা। "আমার স্থির বিশ্বাস তোমার স্বপ্ন সার্থক হবে।"

চিন্তাজড়িত কণ্ঠে ক্লেয়ার বলল, "আমি কেবল একটা কথাই ভাবছি। "মানুষ—"

"মরেছে র।" লিনি ওকে বাধা দিল। "দার্শনিক তত্ত্ব শুরু হল মনে হচ্ছে। লক্ষণ তো ভাল নয়।"

"থাম্ দিকি।" ক্লেয়ার স্নেহের সুরে বলল। "ভাবছিলাম, মানুষ কত রকমেরই না হয়। লিনি আর আমি এত বন্ধু কিন্তু আমাদের দু'জনের ভবিষ্যতের স্বপ্ন একেবারে উল্টো। লিনি কি করতে চায় জানো? জোষিকে এমন ভাবে মানুষ করতে চায় যাতে ছেলেটা কোনদিন জানতেই না পারে যে ওর মা নাজিদের হাতে বন্দী হয়েছিল। ওর বাড়িতে কারুর আউস্‌উইৎজ্‌ শব্দটা উচ্চারণ করা চলবে না, এমন কি হাতের উল্কিটা পর্যন্ত উঠিয়ে ফেলার ইচ্ছে।"

" ক চাই।" লিনি জোর দিয়ে বলল।

"আমারো ওই একই ইচ্ছে।" অটো বলল। "দুঃস্বপ্ন ভোলার মতোই আমি এই ছ'বছরের কথা ভুলতে চাই।"

"আমার ইচ্ছে কিন্তু ঠিক এর উল্টো।" ক্লেয়ারের আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাস। "জীবনে আর লম্বা হাতা জামা পরব না। আমি চা-ই লোকে আমার নম্বরটা দেখুক।"

"ওরা হয়তো ওটাকে তোর টেলিফোন নম্বর ব'লে ভুল করবে।" লিনির মন্তব্যে তিক্ততার একটু ছোঁয়া।

"না, তা ওরা করবে না। কারণ, ওটা কি তা আমিই জানাব। যতদিন বাঁচব কেবল আউস্‌উইৎজ্‌ আর ফ্যাসিবাদের কথাই জানিয়ে যাব। পারি তো রাস্তার মোড়ে মোড়ে বক্তৃতা দেব। প্রবন্ধ লিখে একটার পর

একটা খবরের কাগজে পাঠাবো। এত কষ্ট সহ্য করলাম, দেখি লোকে যাতে সব ভুলে যায় তার জন্যে ?"

"তা যদি পারো তো কথাই নেই।" নরবার্ট তীব্র কণ্ঠে উচ্চারণ করল। "আমারো ওই একই ইচ্ছে। নিজের দেশকে ক্লেদমুক্ত করা। দেশের হৃদয় ও মন থেকে নাৎসিবাদের পাঁক পরিষ্কার করা।"

"বেশ কাজ।" অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো অটো। "তাই ক'রো, তাই ক'রো।"

"করতেই তো চাই। তা না হ'লে আর বেঁচে কি লাভ হ'ল ?"

মুহূর্তকালের নীরবতা।

"আর আন্দ্রে, তুমি ? এখন তোমার কি করার ইচ্ছে ?" ক্রেমার শুধোল।

আন্দ্রে ইতস্তত করছিল। উপযুক্ত শব্দ খুঁজছিল। "আমাদের দেশের লোক…ফ্যাসিবাদ যে কি জানে। জেনেছে মৃতের সংখ্যা থেকে। আমাদের দেশের মানুষের জন্য আমার আশা গান শোনাব। তোমরা জানো না…রুশ মানুষরা ক্লান্ত কত।"

২

আন্দ্রে ক্রেমারকে বলল, "এটা তুমি নিশ্চয় জানো—বাখের টোকাটা ইন্ সি ?"

"মনে হচ্ছে জানি। শুনে বলবো।"

আন্দ্রে গুনগুন ক'রে, অস্ফুট ভাবে গাইতে শুরু করল। অমার্জিত কণ্ঠ, কিন্তু সুর তুলতে সক্ষম, আবেগময়। পা মুড়ে ব'সে আধ ঘণ্টা কনসার্ট শোনাল। একমনে, সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় ডান হাতে ছড় টানছিল আর বাঁ হাতের আঙুলগুলো বুকের ওপর ওঠা নামা করছিল। অদৃশ্য তন্ত্রী স্পর্শ করতে করতে।

ওর কোন হুঁশ ছিল না কিন্তু ক্রেমার লক্ষ্য করল একটা গান শেষ হ'লেই আন্দ্রের দৃষ্টি আপনা হ'তে ওর ওপর নিবদ্ধ হচ্ছে, আন্দ্রে ক্রেমারকে লক্ষ্য ক'রেই কেবল হাসছে। সিসির সতর্কবাণী খেয়ালে থাকায় ক্রেমারের মনে হচ্ছিল ঘরের আবহাওয়ায় সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মাত্রা যেন ক্রমেই বাড়ছে। নরবার্ট সিসির দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না,

লিলিও থেকে থেকে ওর দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। তারপর ক্লেয়ারের পায়ের দিকে দৃষ্টি সন্নিবেশ করছে, ম্যাসেজ থামাচ্ছে না। পরক্ষণেই কিন্তু ফের আড়চোখে নরবার্টের দিকে তাকাচ্ছে, না তাকিয়ে যেন রেহাই নেই। জুরেক কিন্তু, ক্লেয়ারের আশ্চর্য লাগে, চিৎ হ'য়ে চোখ বুজে শুয়ে।

রূপবান জুরেক লিলির সঙ্গে খানিকটা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করবে এটাই ক্লেয়ার আশা করছিল। তবে সেরকম কিছু না করায় ক্লেয়ার আশ্বস্তই হয়েছে। অটোই এখন দুশ্চিন্তার কারণ। ওর প্রখর মুখাবয়ব বিষণ্ণ। একবার নরবার্টের দিকে তাকাচ্ছে, একবার লিলি। তারপর আন্দ্রে আর ওর দিকে। আন্দাজ করতে পেরেছে যে এরা দু'জন দু'জন ক'রে জোট বাঁধতে চলেছে। নিজে একা পড়ে যাচ্ছে মনে হওয়ায় ক্ষুব্ধ।

আন্দ্রের গান থামলে ক্লেয়ার ইচ্ছে করেই অটোকে ডাকল, "অটো আমাকে এক টুকরো চিনি দিতে পারো?"

সঙ্গে সঙ্গে অটোর মুখে হাসি দেখা দিল। দু'টো টুকরো বাড়িয়ে ধরল।

"কেন চাইলাম বলতো? গায়ে জোর করতে। লিলির সঙ্গে তুমি যেমন ওয়ালৎজ্ নাচছিলে আমিও তেমনি তোমার সঙ্গে নাচতে চাই কিনা।"

স্বভাবসুলভ উৎকণ্ঠা ভরা হাসি হেসে অটো বলল, "আমি অপেক্ষা ক'রে রইলাম।" মুখের বিমর্ষ ভাবটা কেটে গেছে।

"আঃ-হা!" হঠাৎ আন্দ্রে চেঁচিয়ে উঠল। দ্রুত কণ্ঠে রুশ ভাষায় ক্লেয়ারকে বলল, জুরেক আন্দ্রের জন্যে একটা কাঠের তক্তা এনে দিতে পারবে কিনা। হাত দিয়ে দেখাল, "এই রকম উঁচু আর এতটা চওড়া। ওটা পেলে যা-যা শিখেছি বেশ বাজিয়ে নেওয়া যাবে।"

"জানি।" ক্লেয়ার বলল। "কোথাও বেড়াতে যাবার সময় অনেক শিল্পীরাই এইভাবে কাজ চালিয়ে নেয়, তাই না?"

"কি ক'রে জানলে?" উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করল।

"আমার একটি সঙ্গী ছিল, কন্সার্ভেটোয়ারে বেহালা শিখতো। তার কাছে অনেক বাইরে-বাজিয়ের গল্প শুনেছি।"

"ক্লেয়ার, তোমার আমার মধ্যে কি মিল!" বিশুদ্ধ আনন্দে আন্দ্রে উচ্ছ্বসিত। "সংগীত আমার প্রাণ—কখনো কখনো আমি মনের মধ্যেও বাজাই। কি দারুণ—তুমিও ভালবাসো, এত বোঝো!"

"তুমি যতটা ভাবছো ততটা হয়তো নয়।" সংযম ভরা উত্তর ক্লেয়ারের।

"ওহে, কি সব রাশিয়ানে বলছো?" অটো মাঝখান থেকে বাধা দিল।

মনে মনে সঙ্কুচিত হয় ক্লেয়ার। অটোর দিকে তাকিয়ে হাসে। "আন্দ্রে বলছিল জুরেক যদি ওকে একটা কাঠের টুকরো এনে দেয় তো ভাল হয়।" কারণটা ব্যাখ্যা করে জুরেককে আকারটা দেখাল।

"আমি ক্যারলকে আজ রাতে জিজ্ঞেস করি।"

নরবার্ট ওর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "ক্যারলের পক্ষে একটা ক্ষুর ধার দেওয়া কি সম্ভব?"

"জিজ্ঞেস করি।"

ক্লেয়ার বলল, "ভাবছি ক্যারল না অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। কিন্তু একটা কথা না বলে আর পারছি না। এই জুতোটা তো ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্ছে। ক্যারল কি—"

জুরেক পোলিশ ভাষায় কথা শুরু ক'রে ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। "ক্যারলের বোনকে বলবো যে এক ফরাসী মহিলা জুতো চেয়েছে। তারপর ওর কাছ থেকে ব্যালে নাচের একজোড়া চটি চেয়ে আনব।"

ক্লেয়ার হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। "ধন্যবাদ। চাষী মেয়েদের যে ওরকম ভজন-ভজন চটি থাকে তা আমি জানি।"

"এত হাসাহাসির কি হ'ল?" ঈষৎ রুষ্টভাবে অটো জিজ্ঞেস করল। "আমরা একটু ভাগ পাবো না?"

ক্লেয়ার সব বুঝিয়ে বলল। তারপর জার্মান ভাষায় জুরেককে জিজ্ঞেস করল, ক্যারলের বোনের পায়ের মাপ কি রকম।

মিটি মিটি হেসে ও নিরুপায়ের ভান করল। "সব কিছুই নজর করি, কিন্তু ওর পা নয়।"

"তা, এই বোনটির বয়স কত?" অটো প্রশ্ন করল।

"আমার পক্ষে বেশী বড়।" জুরেকের চোখে দুষ্টুমি। "সুন্দর দেখতে তবে এই তিরিশ বছর হয়। নাম জোসিয়া।"

"বিবাহিতা?" অটো নাছোড়বান্দা।

"স্বামী যুদ্ধ-বন্দী। জার্মানীতে যেতে চায়।" তারপর ক্লেয়ারের দিকে তাকাল। "ভাল হয় যদি আমি দেখি কত বড় তোমার পা।"

ক্লেয়ার রুশ ভাষায় আন্দ্রের কাছে একপাটি খড়ের জুতো খোলবার অনুমতি চাইল।

"আমায় খুলতে দাও। তাহলে আবার পরিয়ে দিতে পারবো।" আন্দ্রে বলল।

ক্লেয়ারের ছোট্ট সরু পা'টা উন্মুক্ত হ'লে জুরেক প্রাণ ভরে হাসে। "এটা চাষী ঘরের মেয়ের পা নয়। দরকার আছে বাচ্চা মেয়ের জুতো খুঁজি।"

"মনে হচ্ছে পায়ের আঙুলের ফুলো ভাবটা আর নেই।" মহা খুশী ক্লেয়ার। "রঙটাও ফিরে এসেছে। জিনি দেখছিস্, তোর ম্যাসেজের ফল?"

"রঙটা ফিরেছে কিন্তু এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়।" আন্দ্রে বলল। "জুরেককে বলে দাও ঠিক তোমার পায়ের মাপে জুতো আনার দরকার নেই। বরং দু' এক সাইজ বড় মাপের জুতো আনতে পারলেই ভাল। সেই সঙ্গে কিছু নেকড়াও আনতে ব'লো, পায়ে জড়িয়ে দেবো। গরম থাকবে।" ক্লেয়ার ভাষান্তরের কাজ সেরে নিলে আন্দ্রে খড়ের জুতোটা ঠিক ক'রে বেঁধে দিল।

জানলার কাছ থেকে নরবার্ট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "পাঁচশো গজের মতো ওদিকে একটা রাস্তা আছে মনে হচ্ছে।" জিনি জুরেক আর অটো ওর কাছে এগিয়ে এল। দূরে তুষার নির্মিত পশ্চাৎপটের ওপর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দু'টো ঘোড়ায় মিলে কষ্টেসৃষ্টে একটা শকট টেনে নিয়ে চলেছে। চালক আচ্ছাদনহীন আসনের ওপর কুঁজো হয়ে ব'সে। আকাশের রঙ কাদাটে। ইতিমধ্যেই চাঁদ উঠেছে—আশপাশ ফ্যাকাসে একটা শ্বেতকায় গোলক।

"রাস্তাটা কোন্ দিকে গেছে কে জানে।" অটো বলল। "আশ্চর্য যে একটাও জার্মান গাড়িঘোড়া নেই"

শুনে জিনি বলল, "ঈশ্বরের বিরাট কৃপা ছাড়া আর কি! তবে আমাদের এখান থেকে যে পথটা বেরিয়েছে সেটাও যখন সোজা ওই রাস্তাটায় গিয়ে পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে শহরে যাবার রাস্তা।"

"আজ রাত্তিরে না হয় ক্যারলকে জিজ্ঞেস ক'রো।" নরবার্ট জুরেককে বলল।

"হ্যাঁ। তবে কিন্তু ভাবনা নেই। এরোপ্লেন অবধি যাবনা এখানে। লক্ষ্য করো?"

"ঠিক তো!" লিনি আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে। "সত্যিই আমরা ভাগ্যবান!"

৩

আস্ত্রে বলল, "এবার ও-পা'টা দেখি।" ক্লেয়ার দাঁড়িয়ে আর আস্ত্রে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে। লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে নিপুণভাবে ওর পায়ে খড় জড়াচ্ছে।

"তোমায় দেখে আটার তাল হাতে রুটি-প্রস্তুতকারীদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।"

"এটা একজন চাষীর কাছে শিখেছিলাম। শীতকালটার মোকাবিলা করবার অনেক উপায় ওরা জানে। পায়ের আঙুল নাড়তে বলেছিলাম যে, মনে আছে?"

"হ্যাঁ।" ক্লেয়ারের কণ্ঠে এবার আবেগ ফুটে ওঠে, "তুমি আমার জন্যে এত করছো। সত্যি আস্ত্রে, এ আমি ভুলবো না!"

আস্ত্রে সহসা ওর দিকে চাইল। ঘন পিঙ্গলবর্ণ কোমল চোখদুটোয় অনেক অনুচ্চারিত আবেগ ব্যক্ত। ক্লেয়ার নিজেকে আর সামলাতে পারছিল না। "তোমার জন্যে কিছু করতে আমার ভাল লাগে। ক্লেয়ার এই একটা দিনেই তুমি আমার অনেক আপনার হয়ে উঠেছো।"

"ধন্যবাদ আস্ত্রে।" অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল। নিজের অস্বস্তি গোপন করতে হাসে। "তোমাদের রাশিয়ার বাড়ি কোথায়?"

"ইউক্রেন—ক্রিভই রগ্।"

"ছোট শহর বুঝি?"

"না না। যুদ্ধের আগে কুড়ি লাখ লোক বাস করতো। অনেক কল-কারখানাও ছিল। তোমার ঠাকুর্দা কোন অঞ্চলের লোক?"

"স্মলেন্‌স্ক্‌।"

"রাশিয়া ছেড়েছিলেন কেন?"

"সৈন্যবাহিনীতে কাজ করার ইচ্ছে ছিলনা

"জানো, আমি যদি জারের আমলেও জন্মাতাম, দেশ ছাড়তাম না। অন্য কোথাও সুখী হব একথা চিন্তাই করতে পারিনা।"

"ঠিক বলেছো, আমিও ফ্রান্স ছাড়ার কথা চিন্তা করতে পারিনা। আন্দ্রে, তুমি কি কমিউনিস্ট?"

"মানে? পার্টির সদস্য কিনা জানতে চাইছো? না। একজন ভাল সংগীতজ্ঞ হওয়াই যা কঠিন। সময়ই পাইনি।"

"কিন্তু তোমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থাটা সমর্থন করো তো?"

"সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করবো না? নিশ্চয় করি! ধনতন্ত্র তো অরাজকতা, স্বৈরাচার।"

ক্লেয়ার হাসল। "আমার স্বামী থাকলে দেখতে, যা তর্ক জুড়ত না।"

আন্দ্রে বিস্মিত ভাবে তাকাল। "তুমি একজন ক্যাপিটালিস্টকে বিয়ে করেছিলে?"

"উঁহু। একজন রসায়নবিৎ।"

"তোমার বাবা-মা খুব বড়লোক?"

ক্লেয়ার ওর দিকে ধূর্তের মতো তাকাল। "যদি তাই হয়, তাহলে কি আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না?"

আন্দ্রে হাসে। "একজন ক্যাপিটালিস্টের সঙ্গে কথা বললে অনেক কিছু জানতে পারবো।"

"আমার ঠাকুর্দা সারাজীবন বেকারির কাজ করেছেন আর বাবা ছিলেন অপটোমিটারিস্ট। ভারী দুঃখিত, হতাশ হ'লে তো?"

আন্দ্রে আবার হাসল। ওর পায়ে টোকা মেরে বলল, "এবার বসতে পারো।" ক্লেয়ারের পাশে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। "তুমি যে আউস্‌উইৎজে এসেছো, বাড়ির লোক জানে?"

"না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। জানে এইটুকুই যে ধরা পড়েছি তারপর জাহাজে ক'রে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এর বেশী কিছু নয়।" ক্লেয়ার হাসল, দুঃখের হাসি। "গত বছর ভারী ছেলেমানুষি একটা খেলা ক'রে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়েছি। মনে মনে বাবাকে মাকে বা ঠাকুর্দাকে একটা ক'রে চিঠি লিখতাম আর তারপর নিজেই তার মানানসই উত্তর তৈরি করতাম। ওরা আমার ওদের স্বাস্থ্যের

কথা, প্যারিসের অবস্থা, কি খাচ্ছে না খাচ্ছে এইসব লিখতো। কি লম্বা চিঠিই না লিখতো। কি রকম পাগলামি বলতো?"

"না, পাগলামি নয়।" আন্দ্রে শান্তকণ্ঠে হাসতে হাসতে বলল। "আমার মনে হয় আমাদের সবাইকেই এরকম মানসিক ব্যায়াম করতে হয়েছে, স্রেফ্ টিকে থাকার প্রয়োজনেই। সারা জীবনে যা পারবোনা তার চেয়েও অনেক বেশী কনসার্টে মনে মনে অংশ গ্রহণ করেছি। এবং তার প্রত্যেকটা অতুলনীয়। আউস্‌উইৎজের সবচেয়ে খারাপ সময়— দীর্ঘ নাম ডাকার সময়েও সারা জগতকে স্তম্ভিত করে রেখেছি, সমালোচকদের বিহ্বল।"

ক্লেয়ার হাসল। "আন্দ্রে, তোমার বাড়িতে কে-কে আছেন?"

"আমার বাবা-মা আর দুই বোন।"

"ওঁরা সবাই ভাল আছেন তো?"

"জানিনা। যুদ্ধের শুরুতেই জার্মানরা আমাদের শহরটা দখল করে নেয়। এই এক বছর হ'ল আবার আমরা ফিরে পেয়েছি। চিঠি লিখেছি কিন্তু কোনো জবাব পাইনি। তারপরেই তো বন্দী হলাম। পুরো সাড়ে তিন বছর ওদের কাছ থেকে কোন খবর পাইনি। একমাত্র আশা ওরা হয়তো সময় মতো শহর থেকে পালাতে পেরেছে।"

"তোমার বাবাও কি সংগীতজ্ঞ?"

"উঁহু। আমি যখন স্কুলে যেতে শুরু করি তখনো পর্যন্ত উনি পড়তেই শেখেননি। আমরা দু'জনে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি। ভারী সাদাসিধে মানুষ, খুব ভাল লোক। একটা ইস্পাত কারখানার শ্রমিক।"

"তাহলে তুমি সংগীতের দিকে ঝুঁকলে কি ক'রে?"

"বাবা-মার কাছে শুনেছি যে আমি তখনো হাঁটতে শিখিনি কিন্তু গান শুনতে পেলেই তালে তালে দুলতাম। পাঁচ বছর বয়সেই বেহালা শিখতে শুরু করি।"

আন্দ্রে ও ক্লেয়ার দু'জনেই চোখ তুলে তাকায়। অটো ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বিরক্তি ভরা ভ্রূকুটি। "মনে হচ্ছে আমাদের সকলকে বাদ দিয়ে কেবল আন্দ্রেকেই তুমি নিজের কথা শোনাচ্ছ?"

"কিন্তু আমি তো—" ক্লেয়ার কথা শুরু করতেই আন্দ্রে বাধা দিল।

সরাসরি প্রশ্ন করল, "তোমার কি ব্যাপার? কি দোষ আমরা রাশিয়ানে কথা বলি? আমি তো বলি না যে তুমি না জার্মান বলো।"

অটো একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। "মানে—তুমি তো খানিক জার্মান বোঝো, কিন্তু আমরা তো তোমার ওই হতচ্ছাড়া ভাষার একটা শব্দও বুঝি না। তাই বলছিলাম আমাদের প্রতি অবিচার করছো।"

ক্লেয়ার ব্যাপারটা সামলাতে চাইল। "আন্দ্রে আমাকে ওর বাড়ির কথা, গানের কথা, এই সব বলছিল। শুনতে চাও তো বলতে পারি।"

"বাঃ, শুনতে চাইব না কেন?"

ও যে মিথ্যে কথা বলছে তা ক্লেয়ারও ধরতে পারল। ক্লেয়ার জানে আন্দ্রে সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। মনে মনে বলল, "খুব খারাপ হচ্ছে, রাশিয়ানে কথা বলা বন্ধ করতে হবে।" কিন্তু পরক্ষণেই ওর চেতনা বিদ্রোহ করে, দুঃখিত ভাবে চিন্তা করে, "মার্ডে! অনেক তড়পানি সহ্য করেছি। অটো কি এস্-এস্'দের লোক যে মাথা নিচু করে থাকতে হবে। আন্দ্রের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগে এবং কথা আমি বলবোই।"

৪

অন্ধকার হতেই জুরেক ক্যারলদের বাড়ির দিকে রওনা দিল। বাকি সকলে খানিকক্ষণ সম্ভাব্য খাদ্য তালিকার জল্পনা-কল্পনায় মশগুল হয়ে রইল। তারপর কথাবার্তা একঘেয়ে হয়ে উঠতেই আন্দ্রের ডাক পড়ল। আন্দ্রে ক্লেয়ারকে বলল, "পয়েসকা'র ইন্টারমেজ্জো। একেবারে স্প্যানিশ, ভারী রোমান্টিক।" ইতিমধ্যে চাঁদটা আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ পাড়ি দিয়েছে, আগের ঝাপসা ভাব আর নেই। গত রাতের তুলনায় আকারে নখাগ্র সমান কমেছে কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল, ঘরের ভিতরে আলো এসে পড়তে শুরু করেছে। ওরা একে একে জানলার কাছে যায় তারপর আবার ফিরে আসে। আন্দ্রের গান শেষ হয়। বিক্ষিপ্ত ভাবে দু' চারটে যা কথা হচ্ছে, খাদ্যের তাগিদটাই এখন জোরালো। ঘন্টা খানেক পার হলে অটো আর পারে না, চটেমটে প্রশ্ন করে, "আলু সেদ্ধ করতে কতক্ষণ লাগে বলতো?"

"এতক্ষণ নয়।" লিনি বলল।

"তাহলে জুরেক কোথায়? চাঁদের আলো তেমন জোরালো হয়ে ওঠার আগেই তো ফিরে আসার কথা।"

অকস্মাৎ এই প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে ওদের নিজ নিজ কল্পনারাজ্য সমূহের ধ'সে পড়ার উপক্রম। জুরেকই ওদের জীবন-দীপ। জুরেক বিনা ওরা এই কুকুর আর এস্-এস্ ভরা জগতে সম্পূর্ণ নিঃসহায়। কোথায় গেল সে?

নরবার্ট জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। অটো আর আন্দ্রে পায়চারি ক'রে বেড়ায়। মেয়ে দু'টিতে একটা কম্বলের তলায় ঘনিষ্ঠ হয়ে শুয়েছে। নিম্ন কণ্ঠে আশঙ্কার কথা নিয়ে আলোচনা করছে।

অটো তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "আমি জানি ও কোথায়! নিশ্চয় পালিয়েছে! এমন কোন পরিবারের সন্ধান পেয়েছে যারা ওকে আশ্রয় দেবে। আমাদের ফেলে পালিয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সবাই প্রতিবাদ ক'রে ওঠে।

"তাহলে গেল কোথায়? আশেপাশে তো একটাও জার্মান নেই, কোন গুলির শব্দও শুনিনি—গেলটা কোথায়?"

নরবার্ট ধীর কণ্ঠে ব্যঙ্গোক্তি করল, "জুরেক ফিরে এলেই সব জানিতে পারবে। ততক্ষণ যার-যা খুশী চিন্তা করো বাধা নেই, কেবল উচ্চারণ ক'রোনা।"

ক্লেয়ার বলল, "প্লিজ আন্দ্রে, যা হোক একটা গান শোনাও।"

"কি শুনবে বলো?"

"বেটোভেন্—নাইন্থ্। ফুল কোরাস্।"

আন্দ্রে হাসে। "একটা মজা করা যাক্। এক ফরাসী সুরকারের কোন একটা গানের চেলো-থিম্টা শোনাচ্ছি। কি গান সেটা তোমায় বলতে হবে।"

"বেশ।"

"এই বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান তোমার সুন্দর নীল চোখ আর দুর্ধর্ষ একটি ভোজনের উদ্দেশে নিবেদন করছি।"

"ধন্যবাদ্ চোখের কথাটা আগে উল্লেখ করেছো—তা না হ'লে নিবেদন গ্রহণ করতাম না।"

"খিদেটা আরো বেশী পেলে ভোজনের কথাটাই কিন্তু প্রাধান্য পেত।"

ক্লেয়ার হেসে জিজ্ঞেস্ করল, "জুরেকের কথা ভেবে চিন্তা হচ্ছে না?"

"এখনো না।"

আন্দ্রে "বাজাতে" শুরু করল।

"আরে, এটা তো আমি জানি।" কয়েক মিনিট না যেতেই ক্লেয়ার চেঁচিয়ে উঠল। "ডেবুজি-র একটা ট্রায়ো না ?"

"ট্রায়ো ঠিকই তবে—সিজার ফ্র‍্যাঁ'র।"

ক্লেয়ার হাসিতে ফেটে পড়ল।

"সত্যি ক্লেয়ার, তুমি যখন এরকম ভাবে হাসো বেশ বুঝতে পারি পুরো-পুরি সেরে ওঠার পর তোমায় কেমন লাগবে—ভারী সজীব একটি মেয়ে, প্রাণের আনন্দে ভরপুর। তুমি তো তাই ছিলে ?"

"কে জানে।"

"স্বামীকে খুব ভালবাসতে ?"

"হ্যাঁ, ভীষণ।"

"ভাবতেই পারি না উনি আর নেই। হলফ ক'রে বলতে পারি তোমরা যে ক'দিন একসঙ্গে ছিলে ওনাকে হাসিতে খুশিতে ভরিয়ে রেখেছিলে।"

"আন্দ্রে—ও কথা বলো না। বড্ড খারাপ লাগছে।"

"সত্যি, আমারি বোকামি। কিছু মনে করলে না তো ?"

"না-না, তা কেন ! যেটা বাজাচ্ছিলে, সিজার ফ্র‍্যাঁ'র, আবার শুরু করো না।" ক্লেয়ার মনে মনে ভাবে, "সত্যিই এই ছেলেটিকে আমার ভাল লাগে। কেন যে আমি স্বাভাবিক অনুভূতি ফিরে পাচ্ছি না। কনসেনট্রেশান ক্যাম্প থেকে অব্যাহতি পাওয়া মাত্রই প্রত্যেকের উচিত প্রেমে পড়া।"

৫

ঘরের বেশ খানিকটা এখন চাঁদের নীলাভ আলোয় মৃদু আলোকিত। সহসা আন্দ্রের গুনগুনানি থেমে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কত দেরি হয় ? দু' ঘণ্টা ?"

রবার্ট জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল, বলল, "সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।"

আন্দ্রে এবার রুশ ভাষায় ক্লেয়ারকে বলল যে ওকে একটু দোভাষীর কাজ করতে হবে। আন্দ্রে কিছু বলতে চায়। ওর মতে আর অপেক্ষা না ক'রে এবার জুরেকের খোঁজ নেওয়া উচিত। ভাবনা জার্মানদের জন্যে নয়, কোন দুর্ঘটনাও তো হ'তে পারে। জুরেক হয়তো কোন গর্তে পড়ে গেছে বা

বরফের ওপর পিছলে প'ড়ে পা ভেঙেছে। ছেলেদের মধ্যে থেকে একজন কি দু'জনের ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়া উচিত।

ক্লেয়ার মন্তব্য করল, "ছেলেদের একজন আর সেইসঙ্গে আমি যদি যাই তো ভাল হয়। আমিই একমাত্র পোলিশ বলতে পারি। ক্যারলের বাড়িতেও হয়তো যাবার দরকার হবে।"

"বেশ। তাহলে তুমি আর আমি।"

"নরবার্ট তোমার চেয়ে সবল।"

"প্লিজ—তুমি যদি যাও তাহলে আমাকেই তোমার সঙ্গে নিও।"

"দেখা যাক্ ওরা কি বলে।" ক্লেয়ার সবে ভাষান্তরের কাজ শুরু করেছিল, নরবার্টের চিৎকারে বাধা পড়ল।

"আসছে।"

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জানলার কাছে আসবার জন্যে। উত্তেজিত কথাবার্তা শুরু হয়, জুরেকের অগ্রসরের ওপর স্থির নজর। ওর একহাতে খাবারের ঝুড়ি, অন্যহাতে একটা বোর্ড। চাঁদের আলোয় ওদের দেখতে পেয়ে বোর্ডটা নেড়ে ইশারা করল। নরবার্ট দরজার দিকে এগোলে ওরাও পিছু পিছু যায়।

অটো বিচলিত ভাবে বলল, "যাচ্ছেতাই! যা চাঁদের আলো—পথের শুরু থেকে শেষ অবধি ওর প্রতিটি পদক্ষেপ লোকের চোখে পড়তে পারে। এক কিলোমিটার দূর থেকেও।"

জিনি বলল, "ওর যে কিছু হয়নি এই বড়! সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।"

নরবার্ট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বাইরের দরজাটার হাতল ধরে রয়েছে। "যতক্ষণ না দু'টো দরজাই বন্ধ করা হ'চ্ছে একটিও কথা নয়।" সতর্ক ক'রে দিল। একমুখ হাসি নিয়ে জুরেক ঢুকল। মাথায় বেশ কায়দা ক'রে একপাশে বেঁকিয়ে একটা টুপি পরেছে। খুশীর সুরে বলল, "জুর আমার আছে। ক্লেয়ারের জুতো এখনো নেই, এই চেলো—"

অটো আর নরবার্ট দু'জনে একসাথে ওর কথায় বাধা দিল, "কি হয়েছিল? কোথায় গেছলে?" ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে জুরেক টুপিটা মাথার পিছনে ঠেলে দিল। মৃদু হেসে বলল, "তোমরা কি আমায় মিথ্যে বলতে অনুমতি দাও?"

"এ আবার কোন দেশী প্রশ্ন?" অটো ফেটে পড়ল। "যা দুশ্চিন্তায় আমাদের ফেলেছিলে! কোন জার্মান দেখলে নাকি?"

"কোন জার্মান নয়।"

"তাহলে এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?"

আবার সেই খুশীভরা কোমল হাসি শোনা গেল। "শোনো বন্ধুরা, দয়া ক'রে ক্ষমা করো। কারণ বাড়ি ছিল না। জোসিয়া, ওর বোন, ভারী সুন্দর মেয়ে। আমার সঙ্গে যাবার খারাপ না।"

মুহূর্তের নীরবতা—তারপরেই কান ফাটানো হাসির বিস্ফোরণ। স্বস্তির আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ। জুরেক যেভাবে তার নব উপলব্ধির কথা শোনাল তার জন্য দারুণ মজা, একটা উত্তেজনাও। অকস্মাৎ যেন ঘরের মধ্যে দেহগত চিন্তার একটা হিল্লোল খেলে গেল। এ যাবৎ ওরা ছিল একই পরিবারের সদস্য—আর এখন থেকে কেবল দু'টি নারী আর তিনটি পুরুষ।

ক্লেয়ার ভাবল, "সত্যি, লিনিটা ঠিক ধরেছিল তো।"

৬

ক্লেয়ারকে খাবারের থালাটা দেবার সময় লিনি ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস ক'রে ফরাসীতে বলল, "এখন আমি যদি নরবার্টে'র সঙ্গে একলা থাকতাম, ও আমাকে ঠিক কাছে ডাকতো।"

"ভাগ্যিস্ একা ন'স্।"

"এটা কি বন্ধুর মতো কথা হ'ল ?"

"না, তা হ'ল না। লিনি শোন্—জুরেককে নিয়ে এখন আর চিন্তা নেই। একজন সাথী পেয়েছে। আমার ধারণা আন্দ্রেকে নিয়েও তেমন কিছু নেই। কেননা, যে কারণেই হোক ও আমার ব্যাপারে খুব রোমান্টিক হয়ে পড়েছে। আমার অবস্থাটা ও বুঝবে। কিন্তু তুই আর নরবার্ট এখন যদি ঘনিষ্ঠ হ'স অটো একেবারে ক্ষেপে যাবে। আমি নিঃসন্দেহ, ও একটা ঝঞ্ঝাট বাধাবে।"

"আগামী কাল রাত অবধি বাঁচব কিনা তারই যখন ঠিক নেই, এসব ঝঞ্ঝাটের কথা তোলার কোন মানেই হয় না।"

"মানে হয় বইকি! কে বলেছে বাঁচবো না! একটু দেরি সইছে না? একবার রাশিয়ানরা এসে পড়লে—"

"তুই তো বলবিই! এখনো তুই পুরো প্রাণ ফিরে পাসনি যে। আমি যে সত্যিই একটা মেয়ে একথা নতুন করে না জানা অবধি আমার শান্তি নেই। এত ব্যস্ত আমি কখনো হইনি।"

"এই—সবাই খাবারের জন্যে হাঁ ক'রে বসে আছে।"

৭

খাদ্যসম্ভার বেশ শৌখিনই ছিল বলতে হবে। প্রথমেই গোটা গোটা বীট—চেখে চেখে আর "কি মিষ্টি" বলে তারিফ ক'রে খেয়েছে। তারপর খোসাশুদ্ধ আলুসেদ্ধ ও অল্প খানিকটা কালো রুটি। অ্যাকর্নের কফিটায় মিষ্টি ছিল না, একটু ঠাণ্ডা হয়েও এসেছিল কিন্তু ক্যাম্পের দুর্গন্ধময় পানীয়ের পর অমৃতের স্বাদ।

শেষ গ্রাসের খাবারটা গলাধঃকরণ করতে করতে অটো খুশির দমকে বলে উঠল, "কারল মহাপুরুষ! মহাপুরুষ! কিছু মনে করোনা ক্লেয়ার, বাধা দিতে চাইনি। কিন্তু কি খাওয়াটাই না হল! তারপর বলো, কথা থামালে কেন?"

ক্লেয়ার বলল, "আমার কথা শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে জার্মানরা যুদ্ধের জন্য কত নিখুঁত ভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। ডিগ্রি পাবার জন্যে আমার স্বামী একটা মৌলিক গবেষণার কাজ করছিলেন, একটা থিসিস্ লিখে-ছিলেন। পেট্রল নিয়ে কি যেন একটা রসায়নিক বিশ্লেষণ। তারপর অবশ্য ও একেবারে অন্য বিষয় নিয়েছিল—ভূ-রসায়ন।" মুখে গ্রাস তোলবার জন্যে কথা থামায়। যথারীতি অন্যদের তুলনায় মন্থর ভাবে খাচ্ছে, থালার অর্ধেক এখনো ভর্তি। "ফ্রান্স যখন আক্রান্ত হ'ল আমরা প্যারিসের বাইরে একটা গ্রামে। পিয়ের ওখানে কাজ করছিল। হার্টের অবস্থা ভাল নয় ব'লে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হয়নি। আমরাও আর পাঁচজনের মতো তখন দক্ষিণের দিকে পালালাম। পিয়েরের ইচ্ছে ছিল ফ্রেঞ্চ টিউনিসিয়ায় যাবে। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করা গেল না। আর্মিষ্টিসের পর আমরা তাই গ্রেনোবেলে এলাম। এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, পিয়ের অধ্যা-পকের চাকরিও পেল।"

"এ জায়গা ফ্রান্সের কোথায়?" আস্ত্রে জিজ্ঞেস করল। ডান কানের কাছে হাত ভোঙা ক'রে উৎসুক ভাবে শুনছে।

"ভিশি ফ্রান্সে—যা তখনো জার্মানদের দখলে যায়নি। দখলে গেছল আরো দু'বছর পরে। এইবার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপারটা শোনো—আর্মিষ্টিসের এই চার সপ্তাহ মতন পরে ভিশি সরকারের একজন অফিসার আমাদের সঙ্গে দেখা করল। জানা কথাই যে লোকটা জার্মান দালাল।

লোকটা পিয়েরকে বলল যে জার্মানরা প্যারিস অধিকার করার পরক্ষণ থেকেই ওকে নাকি তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। বার্লিনের কোন একটা গবেষণা কেন্দ্রে ওর পেট্রলের ওপর সেই থিসিসটা খুঁটিয়ে দেখেছিল। বলেছিল ও যদি বার্লিনে গিয়ে কাজ করতে রাজী হয় তাহলে বেশ মোটা একটা মাইনেও দেবে। খুবই স্বাভাবিক—পিয়ের রাজী হল না। ওরা তখন মাইনের পরিমাণটা আরো বাড়িয়ে দিল। পিয়ের তবু রাজী হল না। এবার দালালটা ওকে তোয়াজ করে কাজ গোছাতে চাইল—কত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে কাজ করবে, কত নাম হবে। পিয়ের বলল, কিছুতেই না। দালালটা এবার দেশপ্রেমের ধুয়া তুলল। বলল, ফ্রান্স ও জার্মানী তো এখন বন্ধুরাষ্ট্র, কাজেই প্রতিটি ফরাসী মানুষের উচিত এই নতুন ব্যবস্থা মেনে চলা। পিয়ের এর উত্তরে বলল, ফ্রান্স আর জার্মানীর বন্ধুত্ব সেই নেকড়ের পেটে ছাগলের বাচ্চার মতো।" ক্লেয়ার একটু হাসল। "এই শুনে তো দালালটা গেল ক্ষেপে। পিয়েরকে কমিউনিস্ট, ইংরেজদের দালাল ইত্যাদি বলল। পিয়েরও তখন ওকে নাজিদের ম্যাকুয়েরাউ বলে আখ্যা দিল। ফরাসী ভাষায় এর অর্থ পুরুষ-বেশ্যা। কথাটা সত্যিই ভারী জঘন্য। কথাটা বলা ঠিক হয়নি কারণ লোকটার চেহারা ছিল ষাগড়াই আর পিয়েরের ওজন আমার চেয়েও কম, আমার তখনকার ওজনের চাইতে। বেচারা পিয়ের শেষ পর্যন্ত নিজের নাক কাটিয়ে রেহাই পেল।"

"সাবাস্ পিয়ের!" জুরেক খুব হাসতে হাসতে বলল। "আমরা পোলদেরও অনেক ম্যাকুয়েরাউ আছে।"

"তারপর কি হয়?" আন্দ্রে প্রশ্ন করে।

"কিছুই না। ভেবেছিলাম ভিশি পুলিশ হয়তো ঝামেলা করবে, কিন্তু করল না। তবে চার মাস অন্তর সরকারের তরফ থেকে এক জন ক'রে আসতো, সেই একই প্রস্তাব নিয়ে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল পিয়েরের কথা ওরা ভোলেনি। তারপর—" অকস্মাৎ কাহিনী থামিয়ে ক্লেয়ার প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, "জুরেক! আয়না পেয়েছো?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি।"

"এতক্ষণ কেন কথাটা মনে পড়েনি? এখন কি আর তেমন চাঁদের আলো আছে? কি, তোমরা দেখতে চাওনা?"

"আলো কম।" জুরেক বলল বটে কিন্তু উঠে জানলার কাছে হাজিরও

হ'ল। পকেট থেকে ছোট্ট একটা আয়না বার ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো তারপর ওদের হাতে তুলে দিল। একটু হেসে বলল, "কাল তুমি আরো মোটা।"

"হব'ই তো! যেদিন খড়ের গাদা ছেড়ে উঠে এসেছি আর তারপর আজ, এরই মধ্যে কমসে কম আধ কিলো ওজন বেড়েছে। শরীরে বেশ জোর পেয়েছি।"

"একটু ম্যাসেজ ক'রে দেব?" তিনি জিজ্ঞেস করল।

"দিলে তো খুবই ভাল।"

"কই বলো!" নরবার্ট অধৈর্য। "বুঝতে পারছো না?—ফ্রান্সের মত একটা দেশে কি হয়েছে না হয়েছে জানতে আমরা কত আগ্রহী! অথচ আর আমি তো কিছুই জানিনা।"

"কি যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ—গ্রেনোবেলেই বিয়াল্লিশ সাল অবধি ছিলাম। এই বিয়াল্লিশেই আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য নামায়। আর জার্মানরা সেই ছুতোয় অনধিকৃত ফ্রান্স দখল করে নেয়। আমরা তখন প্রাতরাশ সারছিলাম, এমন সময় রেডিও-য় খবরটা শুনলাম। কোন কথা না ব'লে এ-ওর দিকে চাই, মনে মনে ভাবছিলাম, পিয়েরকে পালাতে হবে। তারপরেই শরীর কেমন ক'রে ওঠে, বমি করি। কোন ঝঞ্ঝাটে পড়লেই আমি আগে বমি করতাম। এখন অবশ্য সে রোগ আর নেই, আউস্‌উইৎজ্‌ই সারিয়েছে।" ক্লেয়ার বেশ খানিকক্ষণ কোন কথা বলল না। আবার যখন শুরু করল তখন শান্ত কণ্ঠ, এ-কাহিনী যেন কিছুতেই আর ওকে অভিভূত করতে পারবেনা। 'আধঘন্টা সময় নিয়েছিলাম কি করব না-করব ঠিক করতে। তাতেই যা দেরি হবার হ'য়ে গেল। জার্মান গোয়েন্দা দপ্তর ইতিমধ্যেই গ্রেনোবেলের ভিশি পুলিশকে টেলিফোনে খবর দিয়েছিল। পিয়ের তখনো সুটকেস গোছাচ্ছে, ওরা ওদিকে হাজির। কলিং-বেল শুনেই বুঝেছিলাম এসে গেছে। পিয়েরকে পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে বলে আমি দরজা খুলি। পিয়ের অমুক জায়গায় আছে ব'লে একটা ধাপ্পা দিচ্ছি এমন সময় পিছনের দরজাটা আবার ফাঁক হ'ল। হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রথমেই ওরা বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছিল।"

নরবার্ট জিজ্ঞেস করল, "তোমার স্বামী কি জানতেন যে উনি যে গবেষণাটা করেছিলেন সেটার ওপর ওদের এত নজর কেন?"

"জার্মানরা এ-ব্যাপারে ওকে কিছু বলেনি। ওর মতে এটার কোন গুরুত্ব ছিলনা—আর পাঁচটার মতোই একজন তরুণ রসায়নবিদের আরেকটা থিসিস্। তবে আমরা আন্দাজ করেছিলাম যে বার্লিনের সেই গবেষণা কেন্দ্রে নিশ্চয় এমন কোন কাজ হ'চ্ছে যার সঙ্গে এটার একটা যোগাযোগ আছে। পিয়ের প্রায়ই বলতো, ওরা নিশ্চয় ভেবেছে যে থিসিসে যা নেই এমন অনেক তথ্যও আমি জানি।"

"তুমিও গ্রেপ্তার হও?" আন্দ্রে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।" ক্লেয়ার খাবারের থালাটা নামিয়ে রাখল। "ওরা চেয়েছিল আমি পিয়েরকে ওদের প্রস্তাবে রাজী করাই। আমাদের তুলুসে নিয়ে যাওয়া হ'ল বন্দী করে রাখবার জন্যে। কি ভাবে নিয়ে গেল জানো? রাজ-মর্যাদায় সামরিক বাহিনীর অফিসারদের একটা গাড়িতে। সঙ্গে দু'জন ভারী অমায়িক, অত্যন্ত মার্জিত রুচির অফিসার, মুখে অনর্গল ফরাসী। প্রথম দিকে আমরা খুব ভাল ব্যবহার পেয়েছিলাম। ওরাই আমার বাড়িতে খবর দিয়েছিল। খাবারের প্যাকেট পাঠাতে বলেছিল। সপ্তাহে একদিন ক'রে এই দু'জন অফিসার কথা বলতে আসতো—হয় আমার বা পিয়েরের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে, আবার কখনো দু'জনের সাথে একত্রে। দু'সপ্তাহ এমনি ভাবে কাটল। তারপর জিনিকে ওখান থেকে সরিয়ে দেবার পরেই খাবারের প্যাকেট আসা বন্ধ হল। আমাদের দু'জনকেই নিঃসঙ্গ ভাবে রাখা হ'ল। কেবল পাউরুটি আর জল দিত, ঘরে আলো অবধি ছিল না। এর এক সপ্তাহ পরে ওদের সঙ্গে শেষবারের সাক্ষাৎকার। ওরা স্রেফ জিজ্ঞেস করল, 'বলো হ্যাঁ কি না? যদি না বলো তো কন্‌সেন্‌ট্রেশান ক্যাম্প। তোমার স্ত্রীও যাবে। আর ভুলেও একথা ভেবোনা যে ফিরে আসতে পারবে। কোনদিনই পারবেনা।' পিয়ের যখন সরাসরি না বলে দিল, অফিসারদের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'তুমিতো তোমার স্ত্রীকে কিছু জিজ্ঞেস না ক'রেই উত্তর দিলে। উনি হয়তো বার্লিনে গেলে সুখী হবেন।' পিয়ের তখন এর উত্তরে যা বলল, শুনে ওই অবস্থাতেও আমার খুশি আর ধরছিল না। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল তারপর অফিসারটাকে বলল, 'কেউ যদি তার স্ত্রীকে সম্মানের চোখে দ্যাখে, এমন আজগুবী প্রশ্ন করেনা।'"

আন্দ্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অভিভূত হয়ে অস্ফুট স্বরে রাশিয়ান ভাষায়

বলল, "তোমার পিয়েরকে সত্যিই আমি শ্রদ্ধা ক'রি। সেই সঙ্গে তোমাকেও।"

"তারপরেই তাহলে আউস্‌উইৎজ্‌?" অটো বলল। "তোমার স্বামীর কি হ'ল?"

অত্যন্ত শান্ত সংযত উত্তর এল, "দেড় বছর আগে বিরকেনাউয়ে মারা গেছে।"

কেউ কোন মন্তব্য করল না, সচরাচর লোকে যেমন সমবেদনা জ্ঞাপন করে, তাও না। যারাই বিরকেনাউয়ে গেছে, বলতে গেলে তাদের সবাই নিহত। এরা ক'জন কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছে আর তাই এই নগ্ন বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য এদের কাছে অর্থহীন। একটু বাদে নরবার্ট বলল, "আমার একটা প্রশ্ন করার ছিল—বন্দী হিসেবে তোমরা দু'জনেই একই দলে ছিলে অথচ দু'জনের শারীরিক অবস্থার মধ্যে এত পার্থক্য? দু'জনেরই তো সেই একই খাবার জুটতো?"

লিনি বলল, "ক্লেয়ারের পর পর দু'বার টাইফাস্‌ হয়। প্রথমে ইন্‌টেস্‌টাইনাল্‌ তারপর সেরে উঠছে এমন সময় ওরা আরেকটি রুগীকে ওর সঙ্গে একই বাঙ্কে রাখল। আবার হ'ল। সত্যিই ওর অব্যাহতি পাবার কথা নয়। ক্লেয়ার ভগবানের বড়ই প্রিয়পাত্রী।"

"আর গত বছর গ্রীষ্মে সেই যে গুচ্ছের ফোঁড়া হ'ল।" ক্লেয়ার বিকৃতভাবে হাসল। "টাইফাসের চেয়েও বোধহয় ভয়ানক। কিন্তু এই যে ইনি—ব'সে রয়েছেন—আমার ধারণা সারা আউস্‌উইৎজে ওরই খালি কখনো সাংঘাতিক কিছু হয়নি। একবার খালি খোস্‌ হয়েছিল, ব্যাস্‌।"

লিনি মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, "ডাচরা অন্য যে কোন দেশের লোকের চাইতে বলবান।"

ক্লেয়ার বলল, "ওই মিথ্যেটা আর যাকেই বল্‌ আমাকে বলিস্‌নি। আমি ক্যাম্পের মৃত্যু তালিকা নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছি। তোমরাই বলো না, এই যে নিদারুণ শারীরিক আর মানসিক নির্যাতন, কি ক'রে আমরা এতদিন সহ্য করলাম? আমাদের তো পাগল হ'য়ে যাবার কথা! নরবার্ট, তুমি কি ক'রে এতদিন রক্ষা পেলে?"

অন্ধকারে ঘর ছেয়ে গেছে। তারই মধ্যে থেকে নরবার্টের উত্তর এল

"আমার মতে এর একমাত্র উত্তর হ'চ্ছে আমরা যা ভাবি মানুষ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী এবং সব ধরণের কষ্টই সহ্য করতে পারে। তবে আমি কতকগুলো ব্যাপারে ভাগ্যবান। বন্দীদের এমন কোন দলে ছিলাম না যেখানে এক মাসেই লোকে সাবাড় হ'য়ে যায়। আমি পেশায় ছুতোর। যে তিনটে ক্যাম্পে থেকেছি, সর্বত্রই আমার প্রয়োজন পড়েছে—নতুন আস্তানা নির্মাণের কাজে, নয়তো এস্-এস্'দের বাড়ি তৈরির বা অন্য কোন কাজে। এখন ব্যাপার হ'চ্ছে আমাদের যদি কাজে লাগাতেই হয় তাহলে সেটুকু খাবার তো অন্তত দিতে হবে যাতে মইটা চড়া বা পেরেকগুলো মারার মতো ক্ষমতাটা থাকে। এই ভাবেই শরীরটাকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছি—স্রেফ্ ভাগ্য। মানসিক অবস্থার কথা অবশ্য ভিন্ন। কারণ এক্ষেত্রে বাঁচবার ইচ্ছেটাকে অটুট রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক ব'লে বোঝাতে পারছি না, আমার তেমন কথা আসেনা। এত টাল-বাহানা গেছে। কিন্তু তোমরা দু'জনেও তো দু' বছর কাটিয়েছো, কিছুটা নিশ্চয় বোঝো।"

"আর অটো, তুমি ?" ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল।

"ওই একই ব্যাপার—ভাগ্য। মাউথাউসেনে সহজ কাজ পেয়েছিলাম—হাসপাতালের। তাছাড়া অষ্ট্রিয়ানদের বাড়ি থেকে খাবারের প্যাকেট পাবার সুযোগ ছিল। তারপর আবার আউস্উইৎজে আমি ছিলাম রান্নাবাড়িতে, হাত-সাফাইয়ের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু একটা কথা—সবচেয়ে বড় কায়দা, সবচেয়ে শক্ত-ও, প্রথম ক'টা মাস পার করা। প্রথম ক'মাসেই বেশীর ভাগ লোক আশা হারায়, মারাও যায়। ঠিক বলিনি নরবার্ট ? অনেকেই দেখেছি কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেনা।"

"ওঃ, খালি কথা আর কথা।" লিনি হঠাৎ ভারী বিরক্তি ভরে চেঁচাল। "আবার ক্যাম্পে ফিরে যাবার ইচ্ছে কেন ? আশ্ মেটেনি নাকি ? আন্দ্রে তুমি বরং আমাদের একটা কিছু বাজিয়ে শোনাও।"

ক্লেয়ার বলল, "দাঁড়াও। একটা প্রশ্ন আছে—"

"আবার দর্শণ শাস্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি যেন! ওসব প্রশ্ন-টশ্ন ছাড়্।"

"প্রশ্নটা খুব জরুরী। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই—"

"তোর প্রতিটি দার্শনিক ব্যাখ্যাই তো শুনি জরুরী। সব ফরাসী সুন্দরীরা ই কি এমনি গুরুগম্ভীর ?"

"চুপ্ কর্, নয়তো আর ম্যাসেজ্ করতে দেবো না।"

"বাঃ। তা সমস্যাটা আমিই বলি, প্রশ্নটা হ'চ্ছে প্যারিসের চেয়েও সুন্দর শহর কোনটা? উত্তরও দিয়ে দিচ্ছি, শুনে নাও—আমস্টারডাম। আগে থেকেই সবাইকে বলে রাখছি, যুদ্ধের পর আমরা কিন্তু আমস্টারডামে একবার মিলিত হব।"

"আমার প্রশ্নটা হ'চ্ছে—" ক্রেয়ার নাছোড়বান্দা। "আমরা কি প্রয়োজন হ'লে ফের এরকম করতে পারবো? এবার যে রকম করেছি? মানে বলতে চাইছি, পরিণামটা জানা থাকলে কি তখন ওভাবে বেঁকে দাঁড়াতে পারতাম? বেঁকে দাঁড়িয়েছিলাম বলেই না আমাদের গ্রেপ্তার করেছিল।"

ঘরটা অকস্মাৎ নিস্তব্ধ রূপ ধারণ করল। তারপর প্রায় রেগে উঠেই জিনি বলল, "এরকম একটা প্রশ্ন করার মানে? আমরা যখনই কিছু করি ভবিষ্যতের কথা না জেনেই তো করি। একেবারে বোকার মতো প্রশ্ন।"

"না জিনি," নরবার্ট শান্ত ভাবে বলল, "বোকার মতো প্রশ্ন নয়। কিন্তু কে সৎভাবে এর জবাব দেবে? এর চেয়ে ভয়ানক প্রশ্ন আর কিছু হতে পারে না।"

"আরে দূর্—আমিই এর জবাব দিচ্ছি।" অটো ক্ষিপ্ত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল। "গাধারা সমাজতন্ত্রের বুকনি ঝেড়ে কি করেছি? না আমার ভাল হয়েছে না পৃথিবীর।" ওর গলা কান্নায় ভেজা। "আরেকবার যদি সুযোগ পেতাম এ-শালা মুখ আর খুলতাম না।" অকস্মাৎ ও গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল। "এমন কিছুই করিনি যে এই দু'টা বছর তার জন্যে নষ্ট করা চলে। কি যন্ত্রণা! নরক! নরক!"

"আস্তে। আস্তে।" নরবার্ট দাঁড়িয়ে পড়ে দু'হাতে অটোর কাঁধ চেপে ধরে। "শান্ত হ'।"

অটো আর কিছু বলল না কিন্তু সবাই ওর চাপা কান্নার গুমরানি শুনতে পাচ্ছিল।

"আর না, আর না।" জিনি অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল। "একটা চুক্তি করা যাক—কেউ যুদ্ধের কথা তুলবে না, বন্দীশিবিরের কথা তুলবে না। আমরা তো মুক্ত, এখন কেবল নতুন জীবনের কথা হবে, বাড়ির কথা

হবে—"ওর কথাগুলো চাপা কান্নায় পরিণত হ'ল। ক্লেয়ার ওকে জড়িয়ে ধ'রে অস্ফুট স্বরে বলল, "চুপ্ কর্‌রে জিনি। আমি তোকে কথা দিচ্ছি, তুই যা বললি তাই হবে। আমারই ভুল।"

আন্নে হঠাৎ উচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "আমার কি হ'ল? এখন আমার চেলো আছে, কেন বাজাইনা আমি? এখন আমি তোমাদের মেন্‌ডেল্‌সোনের একটা শোনাই। দেখবে—সূর্য, তোমার দেশ আর নৃত্য এনে দেবে এই এখানে।"

বোর্ডটা দু'হাঁটুর মধ্যে, বাজাতে শুরু করেছে।

৮

সবাই যখন কম্বল চাপা দিয়ে উত্তাপ পোয়াবার জন্য ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে শুল ক্লেয়ার ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, "জিনি আমি তোর কথা মেনে নিলাম। আমাদের প্রত্যেকেরই যার যা মন যায় করবার অধিকার আছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নরবার্টকে ডাক্ না? ও একদম ওপাশে রয়েছে।"

হাসি চেপে জিনি বলল, "হ্যাঁ, কোথায় আছে তা জানি। কিন্তু ওরকম করব না।"

"অন্য কেউ জেনে ফেলবে ব'লে ভয়?"

"আমি তার থোড়াই কেয়ার করি।"

"তাহলে আপত্তি কিসের?"

"যতক্ষণ না ও আমায় ডাকছে আমি কিছু বলব না।"

"ও ঠিকই জানে যে তুই ওকে পছন্দ করিস—তাহলে কেন এ-চিন্তা যে—" ক্লেয়ার কথাটা শেষ করল না।

জিনি মিটিমিটি হাসছিল। "আমার মনে হয় এতদিন বন্দী থাকার ফলে মেয়েদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার ক'রতে হয় ভুলে গেছে।"

"হল্যাণ্ডকে ফ্রান্সের উপদেশ—ওর নিজের কথা জিজ্ঞেস কর্, দেখা যে তুই ওর সম্বন্ধে আগ্রহী।"

"জানি, তোর মতো দুষ্টু ফরাসী মেয়েরা ছেলে-ভোলাবার অনেক কিছুই আমাকে শেখাতে পারে। তা ব'লে অত সহজ জিনিষটাও কি আর শিখতে হয়? সকালেই এমন কথা হয়েছে।"

"কখন? শুনিনি তো।"

"তুই ঘুমোচ্ছিলি।"

"কি শুনলি ?"

"ব্রুস্টকে থাকতো। জায়গাটা জার্মানীর উত্তরে, বন্দর। কি সব বাড়ি-ঘর তৈরির কাজ করতো।"

"বিবাহিত ?"

"হ্যাঁ।"

"কি জন্যে গ্রেপ্তার হ'ল ?"

"অত দূর এগোয়নি। গুড্ নাইট ক্লেয়ার। এবার আমার সৌন্দর্য বর্ধক একটি নিদ্রার প্রয়োজন।"

"গুড্ নাইট্।"

"জানিস্, আমি এখন চোখের সামনে কি দেখছি ?"

"জানা কথাই নরবার্ট আর নিজেকে।"

"উঁ হুঁ। একটা বিশুদ্ধ পবিত্র দ্রব্য।"

"বলে ফ্যাল্।"

"একতাল সুন্দর 'অ্যাডাম চিজ্'।"

৯

রাত্তিরবেলা হঠাৎ গোলন্দাজ বাহিনীর বোমাবর্ষণের গুম্ গুম্ শব্দ ভেসে এল। ক্লেয়ার ঘুমোয়নি, শব্দটা কানে আসতেই উঠে বসল। কিছুক্ষণ পরে আন্দ্রেরও ঘুম ভেঙে গেল। কানে কম শুনলেও গোলাগুলির আওয়াজে অভ্যস্ত ব'লে সহজেই টের পায়। অন্যেরা ঘুমোচ্ছে।

কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে ক্লেয়ার জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। বাইরের জগৎ প্রশান্ত—চাঁদের আলোয় শুভ্র তুষারের ঝলমলানি, তারায় ভরা আকাশ। পিছনে চামড়ার জুতোর মচ্‌মচানি শুনে চোখ ফেরাল। অন্ধকারেও বেমানান কোটটা দেখে আন্দ্রেকে চিনতে ভুল হয়নি। জানলার ধারে ক্লেয়ারের কাছে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, "শুনেছো ?" বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল আন্দ্রে। "এখন যুদ্ধটা আরো কাছে হচ্ছে। নিশ্চয় আমাদের সৈন্যরা কোন জায়গা দখল করেছে।"

ক্লেয়ার ওর বাঁ পাশে সরে আসে। বাঁ কানটায় ও ভাল শোনে। ফিসফিস ক'রে বলে," এই কামানগুলো কত দূরে ?"

" সম্ভবতঃ পনেরো কিলোমিটার আর নয়তো সামান্য কিছু বেশি।" সহসা দম চেপে একাগ্রচিত্তে কি একটা শুনতে চেষ্টা করে। " আরে—কাতুশা। ওই তীক্ষ্ণ সুরটা শুনতে পাচ্ছো ?"

ক্লেয়ার কিন্তু চেষ্টা করেও বহুদূরের গুম্ গুম্ রব আর গর্জন ছাড়া কিছুই শুনতে পেল না। ওর খালি মনে হচ্ছিল স্বর্গে যেন বোমা বর্ষণ হচ্ছে।

আন্দ্রে একটা আঙুল ওপরে তুলে প্রতীক্ষা করছিল। শব্দটা কানে আসা মাত্র ব'লে উঠল, "শোনো এবার!"

একটানা বোমা বিস্ফোরণের গর্জন ছাপিয়ে পরপর বেশ কিছু অতি তীক্ষ্ণ স্বর সত্যিই ক্লেয়ারের কানে এল! " সত্যিই তো! এ কিসের শব্দ ?"

" কাতুশা—আমাদের রকেট বন্দুক। বাড়িটার অন্য দিক থেকে হয়তো দেখাও যাবে। আলো ছড়াতে ছড়াতে যায়। দেখবে নাকি ?"

" চলো।"

আন্দ্রে ওর হাত ধরল। দু'জনে মিলে ধীর গতিতে পিছনের দরজাটার দিকে এগোয়। বড় হলঘরটা বেশ আলোকিত, ওধারের জানলা দিয়ে চন্দ্রকিরণ তেরছা ভাবে পথ ক'রে নিয়েছে।

"ওগুলো অমন ডাক ছাড়ছে কেন ?"

"কামানের গোলার চাইতে রকেটের গতি আটগুণ বেশী। কাতুশা একটা মোক্ষম অস্ত্র। জার্মান বন্দীদের কাছে শুনেছি নাৎসিরা এটাকে দারুণ ভয়ের চোখে দ্যাখে। আকাশের দিকে নজর রাখো। আলোর ঝল্‌কানি দেখতে পাবে।" জানলার কাছে পৌঁছে আন্দ্রে উদ্‌গ্রীব ভাবে আকাশের দিকে চাইল। তারপর বলল, "ঠিক উল্কার মতো দেখাবে।"

ওদের সামনেই সেই বনভূমি, যা ওরা দু' রাত্তির আগে অতিক্রম করেছে। লম্বা লম্বা কৃষ্ণবর্ণ গাছ. উজ্জ্বল প্রশান্ত আকাশ, এখানে সেখানে মেঘের কুণ্ডলি চোখে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল, "কিছু দেখলে ? আমি কিন্তু দেখতে পাইনি।"

"আমিও না। কতটুকু জায়গা আর চোখে পড়ছে, বেশীর ভাগই তো আড়াল।"

"তোমার আন্দাজ তো ভুলও হ'তে পারে ? ওরা হয়তো আরো দূরে রয়েছে।"

"হতেই পারে না। কাতুশার এরকম আওয়াজ যখন পেয়েছি, উঁহুঁ! সত্যিই কাতুশা একটা বিস্ময়। আমরা কাতুশাকে নিয়ে একটা গানও বেঁধেছি।"

"আরো খানিকক্ষণ দেখবে? বলছো যখন, চোখে পড়তে পারে।"

"খুব ক্লান্ত লাগছে না তো?"

"ক্লান্ত ঠিকই কিন্তু এতক্ষণ ঘুম আসেনি। কেমন অস্থির লাগছিল।"

জানলার দিক থেকে ফিরে আন্নে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ক্লেয়ারের মুখের দিকে চাইল। "আমি কিন্তু কারণটা আন্দাজ করতে পারছি—পুরোনো দিনের কথা, তোমার স্বামীর কথা মনে পড়ছে।"

"বোধহয়।"

আন্নে ইতস্তত করছিল। তারপর ভারী আন্তরিক ভাবে বলতে শুরু করল। "ক্লেয়ার, তোমাকে আমি একটা খুব ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই। উত্তর দিতেই হবে তার কোন মানে নেই। জিজ্ঞেস করব?"

"করো।"

"আজ বিকেলে আমি একবার পিয়েরের সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গ জীবনের কথা তুলেছিলাম। তুমি আমায় বারণ করেছিলে, খুব কষ্ট হয় বলেছিলে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় তুমি এমন সহজ ভাবে পিয়েরের কথা বলছিলে যে দেখে মনে হচ্ছিল তুমি যেন পাষাণ। কিছু মনে করো না, আমার কিন্তু খুব অবাক লেগেছে।"

ক্লেয়ার কোন কথা বলল না।

"আমি তোমায় আঘাত দিতে চাইনি।"

"সে আমি জানি।"

"আমার মা বলতেন, যারা কাঁদতে জানে না তারা হাসতেও জানে না। আজ সন্ধ্যেবেলায় তোমার ওই সংযম কিন্তু হৃদয়ের আদেশ অমান্য করেছে।"

ক্লেয়ার ধীর ভাবে জবাব দিল, "একদিক দিয়ে ঠিক বলেছো, আবার অন্যদিকে ভুল। এই দু' বছরে আমি চোখের জলের বন্যা বইয়েছি! কিন্তু সে শুধু আমি যখন একলা থেকেছি বা লিনিকে কাছে পেয়েছি। কিন্তু কাজের সময়, পাঁচজনের মধ্যে যদি নিজেকে না সামলে রাখতে পারতাম, কবে মরে ভূত হয়ে যেতাম।" ক্ষণেক বিরামের পর ক্লেয়ার আবার বলতে শুরু করল। "আর নয়তো পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু মরতে আমি চাইনি, আমার বাঁচ-

সার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এখনো আছে। এই জন্যেই সন্ধ্যেবেলা আজ নিজেকে সংযত রাখতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। আমার মনে হয়েছিল এখানকার আবহাওয়া যত কম ভারাক্রান্ত হয় তত ভাল। দেখলে তো অটো ভেঙে পড়ায় কি রকম বিশ্রি লাগছিল।"

"আউস্‌উইৎজে তুমি কি কাজ করতে?"

"রাজনৈতিক বিভাগে ছিলাম।"

"দোভাষী?"

"হ্যাঁ। আর সেইসঙ্গে সেক্রেটারীর কাজ। আমার বড় কর্তাটি ছিল গেস্টাপোদের ছ' নম্বর অফিসার।"

"কিন্তু তুমি আউস্‌উইৎজে এলে কি ভাবে? সবাই তো বলতো এটা কেবল পুরুষ-বন্দীদের জন্যে।"

"মেয়েদের জন্যে কেবল একটা ব্লক ছিল। অন্য অংশ থেকে একেবারে আলাদা। পাঁচিল দেওয়া। আর পাঁচটা প্রশাসনিক কাজের বেলায় যে-রকম গেস্টাপোদেরও তেমনি টাইপিস্ট, কেরানী, সেক্রেটারী ইত্যাদি লাগতো। কিন্তু একটিবারও কোন পুরুষ বন্দীকে চোখে দেখিনি, ওরাও আমাদের দেখেনি।"

আন্দ্রে একটু ইতস্তত ক'রে যে-কথাটা এতক্ষণ বলবে বলবে ভাবছিল শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, "আচ্ছা ক্লেয়ার—তোমাকে যখন এরকম নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে, কি করে নিশ্চিত হয়ে বলছো যে পিয়ের মারা গেছে?"

ক্লেয়ার মুহূর্তকাল চুপ করে রইল।

"তোমার যদি কষ্ট হয়, ব'লো না।"

"না, তোমায় আমি বলবো। কিন্তু সংযত ভাবে না অসংযত, কি ভাবে বলি বলতো?" লঘুস্বরের কথাটাও কিন্তু তিক্ততায় ভরা।

"শোনো ক্লেয়ার, আমি চাই তুমি আমার কাছে সব খুলে বলো। বিনা দ্বিধায়।" আন্দ্রের উত্তরে আন্তরিকতার পূর্ণ প্রকাশ।

"আমি ঠাট্টা করছিলাম।"

"কিন্তু আমি তা করিনি।"

"আমি কি কিছুই বুঝি না, আন্দ্রে?" কোমল কণ্ঠ ক্লেয়ারের।

"তাহলে বলো।"

ক্রেমার পিছন ফিরে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। শান্তকণ্ঠে বলতে শুরু করে। "আমার বড় কর্তার নাম ছিল শুলৎজে। লোকটা কি সপ্তাহে বার্লিনে রিপোর্ট পাঠাত। নানা বিষয়ে। তারই মধ্যে একটা—সে-সপ্তাহের বন্দী সংখ্যা। নতুন কত জন এসেছে, কত জনকে অন্যত্র সরানো হয়েছে, কত-জন মারা গেছে।"

"তুমি ওই তালিকা প্রস্তুত করতে?"

"না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমায় ওগুলো দেখতে হ'ত। একদিন বার্লিন থেকে শুলৎজের কাছে বিশেষ একটি বন্দী সম্বন্ধে খোঁজ নেবার জরুরী নির্দেশ আসে। নামের তালিকা ঘেঁটে আমি কিন্তু লোকটার নাম পেলাম না। কোন ক্যাম্পেই নেই। অথচ আমরা জানতাম মাত্র তিন সপ্তাহ আগে এই লোকটি বিরকেনাউয়ে এসেছে। শুলৎজে তখন ফাইল ঘাঁটতে শুরু করল। এই ফাইলটাকে ও 'নির্বাচিত তালিকা' নাম দিয়েছিল। তারপর আমার হাতেও একটা ফাইল ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'বোধহয় বেশী দিন টেকেনি। দ্যাখ তো চিমনিতে পোরা হয়েছে কিনা?' "

"কি?" আন্দ্রের কণ্ঠ বিস্ময়ে সোচ্চার। "তোমার সামনে ও চিমনি কথাটা উচ্চারণ করল?"

ক্রেমার পিছন ফিরে ওর দিকে তাকাল। "তা এত অবাক হবার কি?"

"বিরকেনাউয়ের বন্দীদের 'গ্যাস,' 'চুল্লী' বা 'চিমনি' এই কটা কথা মুখে আনার জো ছিল না। প্রহরীদের কানে গেলে সাথে সাথে মৃত্যুদণ্ড।"

"ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কিন্তু আমাদের বিভাগে এসব ঢাকাঢাকির বালাই ছিল না। আমরা সব জেনে ফেল'ছ ব'লে গেস্টাপোদের কোন মাথাব্যথা ছিল না, কারণ আমাদের সকলেরই শেষপর্যন্ত চিমনিতে ঢোকার কথা। কেন যে শিবির ছাড়বার আগে আমাদের দলবলে শেষ করল না সেটাই আশ্চর্য।"

"উঃ—ভাবা যায় না। কিনা তোমায় সহ্য করতে হয়েছে!" আন্দ্রে অস্ফুট স্বরে বলল।

"অন্যদের তুলনায় তো কিছুই নয়, যৎসামান্য।" ক্রেমারের শান্ত কণ্ঠ।

"তারপর কি হ'ল?"

ক্রেমার জানলার দিকে মুখ ফেরাল। "গত দু'সপ্তাহে যাদের গ্যাস দিয়ে মারা হয়েছিল ওই ফাইলটায় তাদের সবার নাম ছিল। প্রতিটি তালিকায়

দিনের উল্লেখ ছিল। দ্বিতীয় তালিকায় পি:য়েরের নাম দেখেছিলাম।" ক্ষণেকের জন্য থেমে আবার শুরু করল। "ওটা দেখেই যে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছলাম তা নয়। কারণ সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখেছিলাম যেখানে বসে ছিলাম সেখানেই রয়েছি। ঠিক কি যে হয়েছিল কোনদিনই বলতে পারবো না। তবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ছিলাম। না ওর নাম, না ঘরের আলো কিছুই চোখে পড়ছিল না। কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল জানিনা, কম ক'রে মিনিট পাঁচ দশ নিশ্চয়। দৃষ্টি ফিরে পেলাম গুন্ড্যের ডাক শুনে। লোকটা বলছিল, 'তোর আজ হ'ল কি? কটা নাম দেখতে এত সময় লাগছে কেন?' হতভাগাটাকে তখন বললাম, 'চারদিন আগে আমার স্বামীকে গ্যাসে দেওয়া হয়েছে।' লোকটা এমন ভাবে আমার দিকে চাইল যেন আমি একটা আস্ত নির্বোধ। জিজ্ঞেস করল, 'তা তাতে হ'লটা কি? তোরা সকলেই তো এই ভাবে মরবি। এই সামান্য কথাটাও এতদিনে শিখলি না? নে নে, হাত চালা।' "

দু'জনের কেউই খানিকক্ষণ কথা বলেনা। তারপর জানলার দিকে পিছন ফিরে নিম্নকণ্ঠে ক্লেয়ার বলল, "এবার বুঝতে পারছো তো? ভেঙে না পড়ার শিক্ষা এভাবেই পেয়েছি।"

"ও—ক্লেয়ার!" আন্দ্রের অস্ফুট কণ্ঠ আবেগ মদির। "ক্লেয়ার—আমার ক্লেয়ার।" আন্দ্রে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, ঠোঁটদুটো কাঁপে কিন্তু নির্বাক। ওকে আদর করবে ব'লে হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নেয়। হঠাৎ আবেগমাখা চাপা স্বরে, ভারী গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে কথা শুরু করে, "কেনই বা আমি মনের কথা লুকিয়ে রাখি? ভারী ইচ্ছে করছে তোমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রি। কখনো এমন ইচ্ছে করেনি। তোমায় যে কি আদর করতে ইচ্ছে করছে জানো না। আমি তোমায় ভুলিয়ে দিতে চাই—যা হয়েছে সব ভুলতে সাহায্য করতে চাই।" ক্লেয়ারের হাত ধ'রে আন্দ্রে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। ম্লান চন্দ্রালোকে ক্লেয়ারের চোখদুটো দেখতে চেষ্টা করছে। "শুধু বন্ধু হ'তেই চাইনা, আরো বেশি। আমাদের দেখা হবার পর থেকেই তোমার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। ক্লেয়ার, তুমি আমার কাছে চুম্বকের মতো। কোন মেয়ে আমাকে এত আকুল করেনি।" ক্লেয়ারের মুখ বরাবর মুখ তোলে। অস্থির চুম্বনে ভরিয়ে দেয়। "সোনা—আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। তোমায় আমি মন-প্রাণ উজাড় ক'রে দেব।'

আমি জানি আমাদের জীবন সুখের হবে। তাছাড়া বুকের জ্বালা জুড়োতে গানের মতো আর কিছু নেই তোমার যে যন্ত্রণা, আমি—" কথা শেষ করল না। ক্লেয়ার কাঁদছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চোখ আর গালের ওপর অশ্রুকণা চকচক করছে। আন্দ্রে দু' হাতে আলতো ভাবে ওর মুখ স্পর্শ করে। "তুমি কাঁদছো? আমি তোমায় কাঁদালাম? বড্ড কষ্ট দিয়েছি। আমি কি খুব অন্যায় কিছু বলেছি? তুমি কি আমার কথা একটুও ভাবো না? আমি কিন্তু এমনটা ভাবিনি।"

ক্লেয়ার আবেগপ্লুত কণ্ঠে ওকে বাধা দিল, "কে বলেছে এসব কথা! তোমাকে আমার খু-ব ভাল লাগে আন্দ্রে। কিন্তু তুমি তো জানো না ভেতরে ভেতরে আমি সত্যিই পাষাণ হ'য়ে গেছি। তোমাকেই বলো বা অন্য কাউকে, বিয়ে করার কথা এখন আমার পক্ষে ভাবাই সম্ভব নয়।"

"তুমি পাষাণ? যার অমন উজ্জ্বল চোখ, অমন সুন্দর কথা, অমন সুন্দর ব্যবহার! একথা কেন বলছো? কোন মানেই হয় না।"

"না আন্দ্রে। কথা বলছি ঠিকই, হাসছিও, কিন্তু আমার সব কিছু ওরা নিঙড়ে বার করে নিয়েছে। শুধু শরীরটাই নয়, মনটাও। আমি শুধু এখন বাড়ি ফিরতে চাই। মনে পড়ছে ইস্কুলে শরীর খারাপ হ'লে মা বাড়িতে এনে শুইয়ে দিত, দেখাশোনা করত। ঠিক সেই রকম চাইছি।"

আন্দ্রে অত্যন্ত কোমল ভাবে ক্লেয়ারকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। "ক্লেয়ার! শুনছো! মাথাটা এখানে রাখো না।" ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে ক্লেয়ার ওর কোটের খসখসে কাপড়টার ওপর মাথা রাখল। আন্দ্রের আঙুলগুলো ওর গাল ছুঁয়ে আদর জানায়। "বুঝতে পারছি তুমি কত ক্লান্ত। কিন্তু বাড়ি থেকে এখন তুমি অনেক দূরে।" কোমল হাসি দেখা দেয় আন্দ্রের মুখে। "এখানে মা নেই কিন্তু আন্দ্রে আছে। আর আন্দ্রে তোমার ভার নিতে চায়। দ্যাখো না, ক'দিনের মধ্যেই মনে হচ্ছে আমার কমরেডরা এসে পড়বে। তখন ডাক্তাররা তোমায় দেখবে, ভাল বর্ম খেতে পাবে। ভিটামিনের বড়ি আর প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোবার একটা জায়গা পেলেই দেখবে দু' এক সপ্তাহ না যেতেই একেবারে অন্যরকম লাগছে।"

"তোমারও তাই লাগবে।" ক্লেয়ার স্থূলভাবে বলল।

"মানে?"

"তখন কি আর আমাকে এত ভাল লাগবে?"

"না ক্লেয়ার, না। কখনো না। ওকথা বলো না।"

ক্লেয়ার চোখ তুলে তাকাল। "আন্দ্রে তোমায় আমি কষ্ট দিতে চাইনা কিন্তু একে তো আমার এই দশা আর তারপর প্রথম দেখা হবার পর দু'দিন না যেতেই তুমি বিয়ে করার কথা ভাবছো। কি করে বিশ্বাস করি বলো? বহুদিন আউটসাইডে কাটিয়েছো, তাই এই সাময়িক তৃষ্ণা। তোমার জীবন তৃষ্ণা। যে-কোন একটি মেয়ের ভালবাসা তুমি ঠিকই চাইছো এবং সেটাই স্বাভাবিক। তা বলে আমায় তুমি ভালবাসো না।"

"না, তোমাকেই আমি ভালবাসি।" শান্ত কণ্ঠে আন্দ্রে বলল। "না ব'লে উপায় নেই— তোমার কথা শুনে বাথা পেয়েছি। তবু মনের কথা যে চেপে রাখোনি তার জন্যে আমি আরো খুশী।"

"আমার চেহারাটার মধ্যে যদি সামান্য কিছু আকর্ষণের থাকতো আর তুমি আমাকে দৈহিক ভাবে কামনা করতে ব্যাপারটা একটুও অস্বাভাবিক হ'ত না। শরীরে সামান্য একটু শক্তি থাকলে আমিও ঠিক একই ভাবে তোমাকে চাইতাম। তা বলে রাতারাতি কেউ প্রেমে পড়ে না। আন্দ্রে, প্রেম বলতে যদি সত্যিকার প্রেম বোঝো তাহলে সে প্রেমের উন্মেষ ঘটে অতি ধীরে।"

"তার মানে বোঝা যাচ্ছে ফরাসীরা তত্ত্ব অনুযায়ী প্রেম করে।" ঠাট্টার সুরে বলল। "আমার মতো রাশিয়ানরা কিন্তু হৃদয়ের নির্দেশটাই মান্য করে।"

ক্লেয়ার নির্বাক।

"ক্লেয়ার তুমি শুধু আমায় একটা কথা বলো—আমাকে তোমার ভাল-লাগে?"

"হ্যাঁ আন্দ্রে, খুব।"

"বেশ। এবার তোমাকে মাথা ঘামাবার মতো একটা প্রশ্ন করছি। তুমি বলছো, তোমার সম্বন্ধে আমি যা ভাবছি সেটা সত্যি হ'তে পারে না। একজন অতৃপ্ত মানুষের অস্থিরতা। তাই যদি হবে তাহলে প্রথম থেকেই আমি তোমার দিকে ঝুঁকলাম কেন? এবার উত্তর দাও দেখি ছোট্ট সুন্দরী। লিলিও তো ছিল—স্বাস্থ্যের কথা যদি তোলো, তোমার চাইতে ওই বেশী রমণীয়। তাহলে কেন ওকে ছেড়ে তোমাকেই বুকের মধ্যে টেনে নেবার এই ইচ্ছে?"

ক্লেয়ার বিস্মিত দৃষ্টিতে আন্দ্রের দিকে চেয়ে রইল। "আচ্ছা আন্দ্রে,

পছন্দের কথা না হয় ছেড়ে দাও। কিন্তু আমার তো এই চেহারা, এর পরেও কি বলতে চাও তুমি আমায় এই মুহূর্তে কাছে পেতে চাইছো ?"

উত্তরের বদলে আন্দ্রের কোমল চুম্বনে ক্লেয়ার চমকে উঠল। আন্দ্রে মুখ সরিয়ে নিলে ক্লেয়ার নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

আন্দ্রে অস্ফুট স্বরে বলল, "এবার তো বুঝতে পেরেছো? আর ভবিষ্যতে এও বুঝতে পারবে যে এখন যা ভাবছি তা সাময়িক একটা অস্থিরতা নয়। তবে সেটা বুঝতে একটু বোধহয় সময় লাগবে। লাগুক, চিন্তা করি না।"

"সত্যি বলছি আন্দ্রে, এই মুহূর্তেই তোমাকে একেবারে কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি নিরুপায়।" ক্লেয়ারের স্বরে তীব্র আবেগ।

"আমারও ইচ্ছে করছে। পারছি না বলে প্রাণটা গুমরে উঠছে।" আন্দ্রের অস্ফুট কণ্ঠস্বর।

"আন্দ্রে, তুমি বুঝতে একটু চেষ্টা করো। আমার দেহে কোন সাড় নেই।"

"বুঝতে পেরেছি সোনা।"

"আমি উত্তেজনা অনুভব করতেই চাইছি। কিন্তু যতক্ষণ না তা হচ্ছে, জোর করে কিছু করা—সাংঘাতিক। সেটা আমাকে ধর্ষণ করা হবে।"

"আমি সব বুঝতে পারছি ক্লেয়ার।"

"আন্দ্রে-আন্দ্রে! তোমায় যে আমি কি ভালবাসি! কাতৃশাকে ধন্যবাদ, ওই তো আমাদের জাগিয়েছে।"

"ক্লান্ত লাগছে?"

"হাঁ, খুব ক্লান্ত লাগছে।"

"কি মনে হচ্ছে, এখন ঘুম আসবে?"

"হুঁ্যা।"

"এসো।"

দরজার কাছে এসে ক্লেয়ার থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারেই আন্দ্রের ঠোঁট ছুঁয়ে তার সন্ধান নিয়ে ছোট্ট একটা চুমু খেল। "আজকের কথা আমি কখনো ভুলব না, আন্দ্রে।"

কাতুশার গান

১

প্রথম ভোরের ধূসর আলোয় নরবার্ট আর অটোর ঘুম ভাঙল। দেখল বাইরে খুব তুষারপাত হচ্ছে। জানলার বাইরে শাদা পর্দাটা এত পুরু যে কারখানার প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আর দৃষ্টি যাচ্ছে না। বোমা-বর্ষণ থেমেছে, এখন কেবল বাতাসে শিষ দিচ্ছে। অটো ফিসফিস ক'রে বলল, "এই, একটা কথা জানো? আমরা স্বাধীন।" নরবার্ট ঠোঁটে ঠোঁট টিপে হাসল, ভ্রূভঙ্গি করল।

ক্লেয়ার ছাড়া আর সকলেরই একে একে ঘুম ভাঙল। হাত ছড়িয়ে হাতে হাত ঘসে ঠাণ্ডা কাটাতে শুরু করে আর উৎফুল্লভাবে নিজেদের সৌভাগ্যের কথা ঘোষণা করে—এমন একটা আশ্রয় পাওয়া সোজা নাকি!

উঠে ব'সেই লিনি নরবার্টের দিকে তাকাল। দেখল নরবার্ট ওর দিকেই চেয়ে। সোহাগ মাখানো কোমল দৃষ্টি। ওর বুকের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। স্নেহপূর্ণ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করল মনে মনে, "তুমি নির্দয়! আরেকটা রাত যদি এমনি ভাবে পেরোয় তাহলে আমাকেই বলতে হবে। কিন্তু তোমার এরকম করা উচিত নয়। একটি মহিলার গর্ব চূর্ণ করা কি ঠিক?"

জুরেক গালে হাত বুলোতে বুলোতে অটোকে বলল, "আজকে আমরা দাড়ি কামাতে পারি। আমার পক্ষে এটা গুরুতর প্রয়োজন।" তারপর হেসে ফেলল। "জোসিয়ার খোঁচা দাড়ি ভাল লাগেনা।"

"বুঝলি নচ্ছার, তোর ভাগ্যটা খুব ভাল।" অটোর মন্তব্যে খোলা-

যেন। হিংসা। তারপর গলা নামিয়ে প্রায় ফিসের মতোই জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটা কেমন ?"

"স্বাস্থ্য ভাল।" অমায়িক উত্তর এল।

"সেকথা বলিনি।"

জুরেক হাসল।

"দেখতে ভাল ?"

"খুব নয়, মুখটা সুন্দর কিন্তু।"

"এখানটা কতখানি ?"

"মাঝারি।"

"রোগা না মোটা ?"

"মাঝারি।"

"তারপর কেমন লাগলো বল্ ?"

"আমি ভদ্রলোক। ওসব কথা বলা, আন্দ্রের ভাষাতে, সঠিক নয়।"

"তোর মুণ্ডু !"

জুরেক হেসে উঠল।

প্রাতরাশের সময় গোলন্দাজ বাহিনীর অগ্রগতির কথা বলছিল আন্দ্রে। কিন্তু ক্রেমারের প্রসঙ্গ তোলেনি। অটোর দৃষ্টি আর নানা সওয়ালের ঝামেলা এড়াতে চেপে গেছে।

"মাত্র পনেরো কিলোমিটার ?" নরবার্ট সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল। "তার মানে জার্মানরা আমাদের আরো কাছে। তাই না ?"

"ঠিক নয় হয়তো।" আন্দ্রের উত্তর। "হয়তো এখানটায় শত্রু, আমাদের ট্যাঙ্ক ওখানটা দিয়ে ঢুকল, শত্রু সরলো এদিকে—" দু'হাত নেড়ে রণকৌশল বোঝাচ্ছিল। "এখন আমার কমরেডরা জার্মানদের চেয়ে আমাদের বেশী কাছে আছে হয়তো, কিন্তু আগামী কাল হ'ল পরিবর্তন।"

জুরেক ঈশ্বর প্রার্থনার ভঙ্গি ক'রে ঠাট্টার ছলে বলল, "হে ভগবান পরিবর্তন নয়! রাশিয়ানদের চটপট আনো এখানে, সেইসঙ্গে কুড়ি কুড়ি কেভিয়ার আর ভডকার বোতল।"

ওরা একসাথে বসার পর থেকে অটো যে কথাটা বলবে ব'লে তৈরী হচ্ছিল এবার বলল। অতি সহজ ভঙ্গিতে, হাসতে হাসতে। "তুই যখন

কাল ক্যারলের বাড়ি থেকে ফিরছিলি না আমি কি ভাবছিলাম জানিস জুরেক? ভাবছিলাম তুই বোধহয় আমাদের ফেলে চম্পট দিয়েছিস্।”

জুরেক মৃদু হেসে নিরুপায়ের ভঙ্গিতে দু'হাত মেলে ধরল। “খুব দুঃখিত।”

“তাছাড়া কেউই তাকে দোষ দিতে পারত না।” অটো দ্বিধাহীন সহজ ভঙ্গিতে বলতেই থাকে। নরবার্টের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে, বুঝতে পেরেছে নরবার্ট একদৃষ্টে ওকে দেখছে। “তুই হ'লি পোল্যাণ্ডের ছেলে। করণীয় বলতে তো এমন একটা বাড়ি খুঁজে বার করা যারা তোকে আশ্রয় দিতে রাজী। তখন আর কোন ভয় থাকবে না—আমাদের সঙ্গে থাকার চেয়ে অনেক নিরাপদ।” অটো হাসল।

জুরেক ক্ষণেকের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে রইল। “মনে হ'চ্ছে একটা তুমি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করলে? ঠিক্?”

অটো কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে না জানার ভান করল। “এই এমনিই বললাম।”

“এই শুধু কি?” জুরেকের কণ্ঠে অসন্তোষ আর বিরক্তির মিশ্রণ। “তুমি চাও আমি তোমাদের ছেড়ে যাই কিনা জানতে, ঠিক্?”

“আরে মুখ্যু তা বলিনি।”

“ভেতরে ভেতরে বলছো তাই! এবার আমি বলছি শোনো!” নরবার্টের দিকে আঙুল তোলে জুরেক। “আমার যখন শুধু ন'বছর হয়েছে, ও তখন কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে। তারপর তুমি যখন—” অটোকে লক্ষ্য করে বলল—“তখন আমার চোদ্দ। তুমি ভাবছো এরকম দু'জন কমরেডকে বিপদে ফেলি আমি যারা নাৎসীদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ শুরু করে আমি তখন নাজি মানেই জানি না? তাছাড়া এই দু'জন মেয়েকে, রাশিয়ান সৈন্যকে ফেলে যাই? না! আমি পোল্যাণ্ডকে ভালবাসি, ভীতু নয়, পালাইনা!”

একটু ঘাবড়ে গিয়ে অটো কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, “কিছু মনে করো না। কষ্ট দিতে চাইনি। কিন্তু জেনে ভালই হ'ল যে তোমাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি।”

ক্ষণেকের নীরবতা ভঙ্গ হ'ল জুরেকের হাসিতে। “এমনিই বলেছিলে, তাই না?”

২

ক্লেয়ারের সেই এক স্বপ্ন। ঘুমোলেই যে এই স্বপ্নটা দেখে তা নয়। কিন্তু যখনই দেখুক মূল চিত্রকল্পগুলো একই থাকে। একটা বাচ্চা ছেলে মাটির ওপর একটা লাল বল্লা বলে গড়িয়ে দিচ্ছে, গড়িয়ে দিয়েই পিছু ধাওয়া করছে। পাঁশুটে সবুজ বেশ প'রে একটা মুখাবয়বহীন যন্ত্রদানব একপাশে দাঁড়িয়ে, আর তার অন্য পাশে ক্লেয়ার। শিকলবদ্ধ, মুখে ফেটি। প্রতিবারই স্বপ্নের শেষটায় যন্ত্রদানব তার ধাতব হাত দু'টো সামনে বাড়িয়ে ছেলেটার দিকে এগোতে শুরু করে আর ক্লেয়ার যন্ত্রণাবিদ্ধ স্বরে কেঁদে ওঠে, ঘুম ভেঙে যায়। এবারও তাই হ'ল। শুয়ে শুয়েই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, বুকটা যেন ফেটে পড়ছে, সারা দেহ ঘামে জবজবে।

লিনি আমার আগেই আস্তে ক্লেয়ারের পাশে এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ে। "কি হয়েছে ক্লেয়ার? কষ্ট হচ্ছে? কিসের কষ্ট?" ক্লেয়ার জবাব দেয়না কিন্তু কান্না থামে। চোখ বন্ধ, অতি দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে। "বলো না কি করবো? "আস্তে অনুরোধের সুরে বলল। হাতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে। লিনি কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "ওর কোন অসুখ করেনি। মাঝে মাঝে একটা স্বপ্ন দ্যাখে। অনেক দিন এমনও হয়েছে যে বহু কষ্টে ঠেলে ঠুলে তবে ওকে তুলতে পেরেছি, কাজে পাঠাতে পেরেছি।"

ক্লেয়ার চোখ না খুলেই অস্ফুট স্বরে বলল, "আমার ঘুম ভেঙে গেছে। ওসব কথা বলিস্‌নি লিনি।"

"না এমনিতেও বলতাম না। আরেকটু শুয়ে থাকবি?"

উত্তর এল দীর্ঘ নিশ্বাস।

লিনি সঙ্কেত করতে আস্তে ওর পাশে স'রে এল। "একটু বাদেই ঠিক হয়ে যাবে।"

"তুমি জানো স্বপ্ন কি?"

"কয়েক মাস আগে ও একটা বি'শ্রী ঘটনা দেখেছিল। সেই সম্বন্ধে।"

"দেখেছিল কি সেটা?"

লিনি নিরুপায়ের ভঙ্গি করল। "আন্দাজ ক'রে নাও।"

"প্লিজ—তোমার বলাই সঠিক।"

লিনি চতুরের মতো ওর দিকে চাইল। "কেন?" একটু ইতস্তত

করল আস্তে, তারপর হেসে ফেলে অকপট ভাবে বলল, "এখন ক্লেয়ার আমার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

"তাহলে শোনো। ক্লেয়াকে আমি ভালভাবেই চিনি। তুমি যদি ওর এতটা আপনার হও, ও নিজেই বলবে। আমার এই নিয়ে বক্‌বক্‌ করা পছন্দ করবেনা।" আস্ত্রের বোর্ডটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে লিনি বলল, "তোমার ওই চেলো বাজিয়ে ক্লেয়ারকে যা হয় একটা কিছু শোনালে তো পারো?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ।" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বটে কিন্তু ভুরু কুঁচকে ছিল, বোঝাই যাচ্ছিল কথাটা মনে ধরেনি।

ওকে লক্ষ্য ক'রে একটু হেসে লিনি টিপ্পনী কাটল, "আমার উপদেশ শুনবে? ধ'রে বক্সু ধীরে!"

অটো ঘরে ঢুকেই বলল, "এই যে লিনি! আমরা সারা কারখানাটা চষে এলাম। কি দেখলাম জানো? বিশ্বাসই করবে না। একেবারে ফাঁকা। হাঃ হাঃ।" অটো হাত বাড়িয়ে দিল, "নাচবে তো এসো।"

"থালাগুলো এইবেলা ধুয়ে ফেলি।"

"পরে ক'রো।" তারপর লিনির হাত ধ'রে ডাকল, "প্লিজ—এসো।"

"এখন ভাল লাগছে না।"

অটোর চোখে সুপ্ত আগুন জ্বলে। "নরবার্ট বললে কিন্তু না করতে না।"

"হ্যাঁ, তা হয়তো ঠিক।" লিনি ইচ্ছে করেই বলল। "কি আর করি বলো, সত্যি যা সত্যিই।"

অটোর মুখ লাল, মুখের চেহরায় এমন ক্লিষ্টতা ফুটে ওঠে যে লিনির কষ্ট হয়। চট করে বলে ওঠে, "কিছু মনে ক'রো না। নাচবো না কেন, এসো।"

অটো পিছন ফিরে চলে গেল।

৩

ক্লেয়ার চোখ খুলে উঠে বসতেই অটো ওর পাশে হাজির। প্রাণবন্তভাবে প্রভাতকালীন সম্ভাষণ জানাল, কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করল, মুঠোর মধ্যে এক ডেলা চিনি পুরে দিল। "ধন্যবাদ অটো," ক্লেয়ার অস্ফুট ভাবে বলল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বোঝা গেল কিঞ্চিত অবাক হয়েছে।

"এই কুঁড়ের ঢিপি, খাবি না এখন?" লিনি বলল।

"একটু বাদে।" জুরেক আর নরবার্টকে সুপ্রভাত জানিয়ে আন্দ্রের দিকে ফিরল। ওর চোখের কোমল দৃষ্টি আন্দ্রেকে জানিয়ে দিচ্ছিল যে গত-রাতের অন্তরঙ্গতা ক্লেয়ারের স্মৃতিতে সজীব হয়ে রয়েছে। "গান শুনিয়ে খুব ভাল করেছো। এখন আর কোন কষ্ট নেই।" আন্দ্রে ঘাড় নাড়ে, হাসে, কিন্তু ওর ভুরু কুঁচকে থাকে। বোর্ডটার ওপর অঙ্গুলি সঞ্চালন বন্ধ। পরিষ্কার বোঝা যায় অটোর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ।

ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল, "লিনি—কোন্ বালতিটা মেয়েদের হাত মুখ ধোবার জন্যে?"

ক্লেয়ার দেখিয়ে দিল। ক্লেয়ার বালতিটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতেই অটো ওর পিছনে হাজির। তুষারপাতের তীব্রতার উল্লেখ ক'রে অটো ওকে বলতে শুরু করল, ছেলেবেলায় ও কেমন বরফ ভালবাসত। তারপর একের পর এক প্রশ্ন - প্যারিসে কি রকম বরফ পড়ে, ও কি স্কি করতে জানে, কখনো টিয়েনায় গেছে। ক্লেয়ার যতই সংক্ষিপ্ত উত্তরে কাজ সারতে চায়, অটো ততো নতুন প্রশ্ন করে। ক্লেয়ার অশুর্ণাসটায় মুখের জল মুছছিল, দেখা গেল ওর বিস্ময় বোধের মাত্রা বেড়েছে। শেষে বাথরুমে যাবে বলায় অটোর অনর্গল বকবকানি থামল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপসৃয়মান ক্লেয়ারের দিকে চেয়ে রইল।

এই স্থূল প্রেম নিবেদন দেখে সবাই চাওয়া-চাওয়ি করছিল। নরবার্ট শান্ত ভাবে বলল, "অটো দরজাটা বন্ধ ক'রে দিব? বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।" অটো চমকে গিয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে দ্রুত পিছন ফিরল। কিন্তু নরবার্টের প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখে আশ্বস্ত হ'ল। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে আসরে যোগ দিল।

নরবার্ট লিনিকে বলল, "এবার জোয়ির গল্প শুরু করো। বাকিটা শুনি।"

লিনি হাসতে হাসতে বলতে লাগল, "এই বয়সের ছেলেপুলেরা সাধারণতঃ অন্য বাচ্চাদের দিকে তেমন নজর দেয় না। কিন্তু জোয়ির সঙ্গে এই ছেলেটার খুব ভাব হয়েছিল। ওদের কীর্তি দেখে মনে হ'ত দু'টো কুকুর ছানা একে অন্যের সঙ্গে আলাপ করছে। বালির ওপর গোল হ'য়ে একে অন্যের পিছনে ঘুরে ঘুরে—" লিনি দম চেপে ধরে, নির্বাক। আবার বোমা বর্ষণ শুরু হয়েছে। দূর আকাশে বজ্র নির্ঘোষ, অসংখ্য ভারী ভারী কামানের অনর্গল অগ্ন্যুদ্গারের ফল।

"আ—। কাল রাতের চেয়ে কাছে।" একটু বাদে আন্দ্রে ঘোষণা করল।

"কত কাছে?" জুরেকের চোখ উত্তেজনায় জ্বলে উঠল।

"হয়তো কুড়ি কিলোমিটার, একটু বেশী।"

"জার্মান না রাশিয়ান?" নরবার্ট কালবিলম্ব না করেই জিজ্ঞেস করল।

"কে বলতে পারি না। হয়তো আছে দু'জনেই।"

"কাল রাত্তিরে তাহলে আওয়াজ শুনে কি ক'রে বুঝেছিলে যে ওগুলো রাশিয়ান?"

"কারণ আমি কাতুশা শুনেছি। আমি এখন শুনি না।"

"দেখা যাক্ যদি শোনা যায়।"

ক্লেয়ার ঘরে ঢুকতেই লিনি ঠোঁটের কাছে একটা আঙুল তুলে ধরল। তারপর মূকাভিনয় ক'রে খেতে বলল।

"তীক্ষ্ণ, উচ্চ শব্দ, তাই তো বললে?" নরবার্ট জিজ্ঞেস করল।

আন্দ্রে ঘাড় নাড়ল। "খুব দ্রুত।" শিষ দিয়ে নকল করে শোনাল।

লিনি ক্লেয়ারের জন্যে খাবারের থালাটা নিয়ে এসে ওর পাশে ব'সে পড়ল। নিম্ন স্বরে বলল, "ওরা কাতুশার শব্দ শুনবে ব'লে ব'সে আছে। কাতুশা হ'ল—"

"জানি।" ক্লেয়ার ফিসফিস করে বলল। "কাল রাত্তিরে আন্দ্রে আমায় শুনিয়েছে।" লিনি হাঁ করে চেয়ে রয়েছে দেখে ক্লেয়ারের একগাল হাসি।

"তুই ওর সঙ্গে রাত জেগেছিস্?"

ক্লেয়ার ঘাড় নাড়ল।

"কি হ'ল শুনি।"

"তুই যা ভাবছিস তা নয়।"

"আমি ঠিক্ বলেছিলাম না?"

"কি বলেছিলি?"

"তোকে কাছে পেতে চাইছিল?"

ক্লেয়ার ঘাড় নাড়ল।

"দেখছিস্ তো, হুবহুব মিলে গেল। তোর না বলাটা কি ভাবে নিল?"

"এমন ভাবে নিয়েছে যে এখন ওকে আমার আরো আপনার মনে হচ্ছে তবে শুধু ও-কথাই হয়নি।"

"শুনি!"

"পরে বলব। অটোকে নিয়ে কি করা যায় বল্‌তো? আজ সকাল থেকে একটা মাতাল মদ্দা বেড়ালের মতো করছে।"

"তুই না অভিজ্ঞ ফরাসী মহিলা?"

"তা বলে ইঁটের কারখানার ক্ষুধার্ত বাসিন্দাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই।"

লিনির মুখে দুষ্টুমির হাসি। "ওকে সরাসরি বলে দিয়েছি যে আমি নরবার্ট'কে বেশী পছন্দ করি। সেই শুনে সে কি ফোঁসফোঁসানি!"

"বাঃ, চমৎকার! ধন্যবাদ। এবার একদিন তোর বিছানায় ইঁদুর ছেড়ে দেব।"

"ও আমাকে পাগল ক'রে দিচ্ছিল। মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে রে। কিন্তু আজ হক কাল হক একদিন তো জানতই।"

"আমার যা অবস্থা তাতে দেরীতে জানলেই ভাল ছিল।"

লিনি ফের দুষ্টুমির হাসি হাসল। "কিন্তু আমার তো তা নয়। তোর পক্ষে ওকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবেনা। এবার একটু ম্যাসেজ ক'রে দেব?"

"এখন নয়।"

"কেউ কাতুশা শোনো?" আন্দ্রে জিজ্ঞেস করল।

সবাই ঘাড় নেড়ে জানায় শোনেনি।

"কিন্তু যাদের কামানই হ'ক না, তাতে কি আসে যায়?" নরবার্ট মনের কথাটা সরবে ব্যক্ত করল। "আমরা জানি রাশিয়ানরা এই দু'দিনে আমাদের আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। এই যথেষ্ট।"

"ঠিক।" অটো বলল। "কিন্তু আমি যেন বাঁধাকপি দিয়ে রাঁধা বর্শ-সুপের গন্ধ পাচ্ছি?" অটো সশব্দে গন্ধ শুঁকল। "ঠিক ধরেছি।"

"জুরেক!" ক্লেয়ার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। "আয়নাটা!"

অকস্মাৎ ঘর নীরব, একটা উৎকণ্ঠার ভাব। ধীরে ধীরে প্রায় অভিনয়ের ভঙ্গিতে জুরেক পকেট থেকে আয়নাটা বার করল। আয়তক্ষেত্রের আকৃতি, ছোট্ট। মিটিমিটি হাসতে হাসতে এপাশ-ওপাশ দেখছিল। "কে প্রথম?"

লিনি আঙুল দেখিয়ে বলল, "ক্লেয়ারের সবচেয়ে আগে মনে পড়েছে।"

"সঠিক।" আন্দ্রের মুখে হাসি।

জুরেক কাছে আসতেই ক্লেয়ার অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে। হঠাৎ খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে। নিজের এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রে ক্লেয়ারই সব চেয়ে বেশী অবাক হয়, কারণ ব্যাপারটা মোটেই স্বেচ্ছাকৃত নয়।

"আরে তোর হ'ল কি?" লিনি জিজ্ঞেস করল। লিনিও হাসতে শুরু করেছে।

ক্লেয়ারের হাসির মাত্রাটা ক্রমেই বাড়ে। "জানি না—হি হি।" হাসিতে সারা শরীর কাঁপছে।

এই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখে সকলেরই হাসি পায়। ক্লেয়ার খিলখিল ক'রে হাসতে থাকে আর অন্যদের হাসির রবও জোরালো হয়ে ওঠে। সারা ঘর পেট ফাটানো হাসির শব্দে মুখর—তারপরেই আকস্মিক নীরবতা। সহসা হাসতে শুরু করেছিল আবার সহসাই ক্লেয়ারের হাসির অবসান। এখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, অনড় ভঙ্গি, মুখে একটি কথা নেই, অক্ষিসার গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে।

"একেবারে বোকার ডিম।" লিনি ওকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ ক'রে ব'লে উঠল। "এত ভয় কিসের নিজের চেহারা দেখতে?"

ক্লেয়ার অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "আমি মড়ার মূর্তি দেখতে চাই না।"

"ওঃ—একেই বলে গর্ব।"

আন্দ্রে রুশ ভাষায় বলল, "তুমি এমন একজনকে দেখবে যে আমার চোখে সুন্দরী।" কণ্ঠস্বর কোমল, ভাবাবেগময়।

ক্লেয়ারের মুখে কৃতজ্ঞতার ম্লান হাসি দেখা দেয় কিন্তু তবু নারাজের মতো ঘাড় নাড়ে।

"সত্যি, কি রোমান্টিক রে বাবা!" লিনির বিস্ময়সূচক উক্তি। "জুরেক—ওটা তাহলে আমাকেই দাও।" হাসতে হাসতে আয়নাটা চোখ বরাবর তুলেই লিনি রুদ্ধশ্বাস। ভুরু কুঁচকে উঠল। একটু বাদে বিড়বিড় ক'রে বলল, "উঃ! সুন্দরী কোন কালেই ছিলাম না, তা ব'লে—" আয়নাটা ফিরিয়ে দিয়ে আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ কণ্ঠে বলল, "ক্লেয়ার বোধহয় ঠিকই বলেছে—আগে খানিকটা ওজন বাড়ানো দরকার।"

জুরেক ইতিমধ্যে নিজের চেহারা পর্যবেক্ষণ শুরু ক'রে দিয়েছিল। এবার খানিকটা খুশীর সুরেই ঘোষণা করল, "আমার সঙ্গে কোন বড় তফাত নয়। আমি খুব বেশী দিন ক্যাম্পে নেই, আর ম্যানেজ করবার

সুযোগও পাই।" আয়নাটা কাত ক'রে মাথার খোঁচা খোঁচা চুলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। "সাদা নেই। এখনো ছাত্রের মতো দেখায়।" হেসে আয়নাটা আন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিল। "তুমি চাও, না ভয় তোমারও ?"

"ভয় না।" আন্দ্রের জবাব। তারপরেই চেহারা দেখে হাসি পর্যবসিত হ'ল বিমর্ষ ভ্রুকুটিতে। ঘাড় নেড়ে রাশিয়ানে কি একটা বিড়বিড় ক'রে বলল। রাগত ভাবে আয়নাটা অটোর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

অটো বিচলিত ভাবে বলল, "নিজের মা-ও চিনতে পারবে না, কি বলো? তাহলে নরবার্ট, এবার তুমি না আমি?"

নরবার্ট শুকনো হেসে বলল, "আমার অত সাধ নেই। তুই দেখ্।"

অটো শঙ্কিতচিত্তে আয়নাটা বাগিয়ে ধরল। "তোমরা ভাবতেও পারবে না—হা হা—ছোট বেলায় আমায় কি ভালো দেখতে ছিল।" সবার সাথে অটোও হাসল, তারপর আবার বলল, "প্রাতরাশটা জমাটি হয়েছে এই রক্ষে। সাত বছর পর নিজের চেহারা দেখব, হিম্মত লাগবে না!" চকিতে আয়নাটা উঁচু করল। অটোর মুখে চরম হতবুদ্ধির অভিব্যক্তি। আয়না থেকে আর চোখ সরায় না, দেখছে তো দেখছেই। তারপর মুহূর্তের জন্যে নরবার্টের দিকে তাকাল। ওর কাছে যেন এই অবিশ্লেষণীয়ের বিশ্লেষণ চাইছে। তারপর আবার দৃষ্টি এঁটে গেল আয়নায়। গলা চিরে বেরিয়ে এল ক্ষীণ আর্তনাদ, "কিন্তু সবে আমার চব্বিশ!" অটোর কণ্ঠে শবানুযাত্রীর বিলাপ। "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। নিজেকে চিনতে পারছি না। শেষবার যখন নিজেকে দেখেছি, কিশোর ছিলাম। এতো পঁয়ত্রিশের আধ-বুড়ো। আমায় কি পঁয়ত্রিশের মতো দেখাচ্ছে?" ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে কাঁদতে অন্যদের দিকে ফিরে তাকাল। "কি ভয়ানক! বলো, কি ভয়ানক না?"

ওর কথার তলায় লুকিয়ে ছিল ওদের প্রত্যেকের হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যথার রেশ—লুকিয়ে ছিল সেই নিষ্ফল আশা যে সময়কে পিছু ফেরানো যাবে। যারা মারা গেছে প্রাণ ফিরে পাবে, যে অন্যায়ের ওরা সাক্ষী, যে অত্যাচারের ওরা বলি, তার প্রাক্ নিবারণ সম্ভব হবে। "অটো-অটো!" ক্লেয়ারের কণ্ঠে তীব্র করুণার প্রকাশ। "আমাদের সবাইকেই এখন

বুড়ো দেখাচ্ছে কিন্তু কিছুদিন বিশ্রামের পর একটু ওজন বাড়লে, আবার চুল গজালে দেখবে তোমার যা বয়স তেমনিই লাগছে।"

"না-না, আমাকে বুড়োই দেখাবে, আমি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছি।" অটো হতাশায় ভেঙে পড়ে। "ওরা আমার যৌবন, জীবনের সেরা সময়টাই চুরি করে নিয়েছে। আর কখনো তা পাব না। যৌবন কি জানতে পারব না।" অসুস্থ যাতনায় নরবার্টের দিকে আয়নাটা ঠেলে দিয়ে ব'সে পড়ল। ক্ষুদ্রাকার জবুথবু একটা মানুষ। দু'হাতে নিজের মুখ লুকোয়।

নরবার্ট ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর লিনিকে বলল, "সোজাসুজি একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? আমাকে দেখে কত বয়স ব'লে মনে হয়?"

লিনির কণ্ঠস্বর খুব কোমল শোনাল, প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর মতোই। "ধরো এই পঁয়তাল্লিশ "

বুদ্ধিমানের মতো ঘাড় নাড়ল নরবার্ট। "শুনে অবাক হচ্ছি না। তত খারাপ নয়।"

"কত বয়স তোমার?"

"সাঁইত্রিশ " আয়নাটা উঁচু করল একটি দীর্ঘ মুহূর্ত অতিক্রম হ'লে আবার বলল, "না, তত খারাপ নয়। আয়নাতে যাকে দেখছি সে একজন ভাগ্যবান। অধিকাংশ মানুষ এবং আরো বলবানেরা যেখান থেকে বেঁচে ফেরে না, এ সেখান থেকে বেঁচে ফিরেছে। পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারত কিন্তু হয়নি। ওরা একে নপুংসক ক'রে দিতে পারতো, বা মারের চোটে পঙ্গু। স্রেফ্ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। ভাগ্যের এক অবিশ্বাস্য অনুকূলতা। এ এখন বাড়ি ফিরতে পারবে, গ্রহণ করতে পারবে মুক্তির স্বাদ, জীবনের আনন্দ। ফের কাজে যোগ দেবে, সংসার করবে—"

অটো চোখ তুলল। "ধর্মোপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।" গলার স্বর তিক্ত, অসুখী। "ভারী প্রাঞ্জল ভাবে সব সমস্যার সমাধান হ'ল যা হ'ক।"

"ওরে গর্দভ! তোর সঙ্গে খোলাখুলি কথা হওয়া দরকার।" নরবার্ট কঠিন কণ্ঠে বলল। "আমাদের সকলের জীবনেরই বেশ কয়েক বছর নষ্ট হয়েছে। তা বলে এ নিয়ে কান্নাকাটি। দুত্তোর।" নরবার্টের দৃষ্টি গিয়ে

পড়ল লিনির ওপর, খুশীর স্পর্শ লাগল কণ্ঠস্বরে। "রাতের অন্ধকারে আমরা কতবার আওড়েছি 'ইতিহাসই নাজিদের কবর দেবে।' এবার সত্যিই তা ঘটতে চলেছে এবং আমাদের জীবদ্দশাতেই। তাহলে কি নিয়ে কান্না? কান্নার তো কোন কারণই নেই। এই আয়নায় আমি একজন সুখী মানুষকে দেখছি, আর কিছু না।"

"শ্‌-শ্‌!" আন্দ্রে ব'লে উঠল। "কাতুশা!"

সবাই শুনল। দূরের আকাশে একটার পর একটা প্রচণ্ড বেগে ধাবমান রকেটের পৌনঃপুনিক কর্কশ আর্তনাদ বিশালাকার কামানের গর্জনকেও ছাপিয়ে গেছে।

আন্দ্রে মহাখুশী। বলল, "এই হচ্ছে কাতুশার গান।"

ক্লেয়ার একটু কেঁপে উঠে বলল, "আমি এর চেয়েও ভাল নাম দিতে পারি—বন্‌শি।"

"এঁ্যা? সেটা আবার কি?" লিনি জিজ্ঞেস করল।

"আয়ারল্যাণ্ডের লোকগাথার একটি নারী অপদেবতা। রাত্তিরে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, আসন্ন মৃত্যুর কথা ঘোষণা করে।"

"সত্যি বলছি, যত আজগুবী জঞ্জালে তোর মাথাটা একেবারে ঠাসা! তা ফরাসী-কন্যা, এবার একটু ম্যাসেজ করে দি?"

"দিলে খুবই ভাল তবে ডাচ্‌ ম্যাসেজ নয়—সুইডিস ধরনের।"

নরবার্ট জানলার দিকে গিয়ে আন্দ্রেকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা জার্মানদেরও রকেট ছোঁড়ার কামান আছে না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ছোঁড়ে খালি একটা কেবল রকেট, শব্দ হয় অল্প। কাতুশা যায় ফ্‌ট্‌-ফ্‌ট্‌, একটা কাতুশা ষোলটা ছোঁড়ে।"

"বরফ পড়া বন্ধ হ'ল ব'লে।" নরবার্ট ঘোষণা করল, আর পরক্ষণেই সশব্দে শ্বাসগ্রহণ—"একি!"

লিনি ভয়ার্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "কি হ'ল নরবার্ট?"

নরবার্ট কোন উত্তর না দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাইরে চেয়ে রইল। সবাই ছুটে এল জানলার ধারে।

ঝুরো ঝুরো বরফ যা একটু পড়ছে। কারখানার প্রাঙ্গণের ওপারে নির্জন সমতলভূমির চেহারা কালকের মতোই, তফাতের মধ্যে কেবল সদ্যপতিত তুষারের একটা পুরু আস্তরণ। কিন্তু ওদের এখান থেকে শ' পাঁচেক গজ

দূরে, মাঠটার বুক চিরে যে রাস্তাটা বিস্তৃত সেটা এখন তুষারাবৃত গাড়ি আর মনুষ্য পদযাত্রীর এক প্রবাহে পরিণত। জানলা দিয়ে যতদূর চোখ যায়, প্রায় এক মাইল জুড়ে এই দিগন্তব্যাপী শ্বেতবর্ণ নদী ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। পায়ে হাঁটা মানুষের সঙ্গে তাল রাখতে যন্ত্রযানের গতি সীমিত। সারি সারি ঘন সন্নিবিষ্ট মানুষ, পরনের স্ফীতকায় পোশাক জমাট বরফে আবৃত। মুহূর্তের মধ্যে ওদের ছ'জনের প্রত্যেকের মনেই একই জিজ্ঞাসার আবির্ভাব—"এরা জার্মান না রাশিয়ান?" আন্দ্রে চেঁচিয়ে উঠল, "নিয়েমজি!"

"জার্মান!" ক্লেয়ার ভাষান্তরিত করল।

বাকি সবাই প্রায় একসাথে চেঁচিয়ে উঠল, "কি ক'রে জানলে—ঠিক্ জানো?"

উত্তেজিত হয়ে আন্দ্রে একের পর এক আঙুল দিয়ে দেখাতে শুরু করল, "ফ্রিৎজ্ টাইগার ট্যাঙ্ক, ফ্রিৎজ্ হাউইৎজার, ফ্রিৎজ্ বিমান বিধ্বংসী কামান।"

অটো বলল, "কোন চিহ্ন তো চোখে পড়ছে না, কি দেখে বলছো?"

আন্দ্রে বিনা বিলম্বে রুশ ভাষার আশ্রয় নিল। "ক্লেয়ার, আমি চেহারা দেখেই ব'লে দিতে পারি কোনটা জার্মান গাড়ি, কোনটা জার্মান কামান। ভুল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।"

ক্লেয়ার আন্দ্রের কথা অনুবাদ ক'রে শোনাতেই সবাই নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কৌতূহল, বিস্ময়, উথালি পাথালি আবেগ সহযোগে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। এ দৃশ্য ওদের বিহ্বল করে দিয়েছে। আউস্‌উইৎজে নরবার্ট নামে কোন একজন হয়তো নিজেকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিয়েছে যে ইতিহাস ঠিকই নাজিদের কবর দেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিদিন ভোরে উঠে কি দেখেছে? দেখেছে একটা বিকৃত জগত, পশুত্ব রাজত্ব করছে। আদতে কেউই ভাবতে পারেনি যে ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে। তা সত্ত্বেও ওরা মুক্তি পেয়েছে, এখন নিরাপদ। তার ওপর ওদের গ্রেফতারকারীদের সৈন্য বাহিনী ওদেরই চোখের সামনে দিয়ে পিছু হটছে। বুকে যেন হাতুড়ির ঘা, দু' চোখ জুড়িয়ে আসছে এ-দৃশ্য দেখে! বারবার, ঘুরে ফিরে বারবার দু' চোখ ভরে দেখছে। না দেখে যে স্বস্তি নেই, মায়া কল্পনা মনে হবে। আর আশ্চর্য, সত্যিই আশ্চর্য, রাস্তা থেকে কোন শব্দ ভেসে আসছে না। দূরের

কামান গর্জনে চাপা পড়ে গেছে। ফলে প্রবহমান শ্বেত নদীটি এক অদ্ভুত রূপ নিয়েছে। ওরা যেন নির্বাক চলচ্চিত্রের দর্শক।

ক্লেয়ার শেষপর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করল। আবেগমাখা চাপা স্বরে বিড়বিড় ক'রে উঠল, "সত্যি! এখন যদি মরতেও হয় পরোয়া করি না। যা দেখছি তুলনা হয় না। একেই বলে সুবিচার। সুবিচার!"

জুরেকের কণ্ঠে হাসির জানান। রোদ ঝলমলে ঝরনার জলের মতোই উৎফুল্ল ভাবে মুখ দিয়ে উপচে পড়ছে। কোন কথা না বলে কেবল হেসে চলে। তারপর ধীরে ধীরে হাসি থামে।

আবার সবাই চুপ। তারপর সহসা, একসাথে, ওদের সবাই কথা বলতে শুরু করল। একপাল অতি উত্তেজিত শিশুর প্রাণের আবেগ যেন বাধ মানছে না।

অটো: "দানবগুলোর হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে ক্লান্ত। আমার আনন্দ—"

লিনি: "ক্লান্ত?"

অটো: "—আর ধরছে না।"

লিনি: "ক্লান্ত কাকে বলে সে আমরা জানি। ওরা তার কি বুঝবে, বেজন্মার দল!"

আন্দ্রে: (ব্যঙ্গভঙ্গিতে) "প্লেন কই! আমাদের প্লেন এখন কেন আসে না?"

নরবার্ট: (দুঃখিত, তিক্তভাবে) "জার্মানরা কি এভাবে ছাড়া শিক্ষা নেবে না? আর ক'টা যুদ্ধ হারবার পর বিশ্বজয়ের আশা ছাড়বে?"

ক্লেয়ার: (খিলখিল ক'রে হেসে) "অটো তোমার কাছে আর চিনি আছে? ওদের লাগবে।"

চারপাশ জুড়ে হাসির ঢেউ খেলে গেল। কর্কশ, বিষাক্ত, উল্লাসের হাসি।

জুরেক: "বলো—সাবাশ কাতুশা। কাতুশাকেই আমি বিয়ে করি। আমার কাছে ও জোসিয়ার চেয়েও বেশী আপনার।"

মনমাতানো চপলতাপূর্ণ হাসি। ঠাট্টা ইয়ার্কি। কল্পনার ডানা মেলে ভাসা—চলছে তো চলছেই। মানুষ আর যন্ত্রযানের স্রোত শেষ হ'লে তবে ওরা শান্ত হয়। আন্দ্রে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে জানলা থেকে স'রে এল। উত্তেজিত ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি জুড়ে দিল। অন্যদের চোখ তখন

অপসৃয়মান সর্বশেষ সারিটির ওপর নিবদ্ধ, ও যে স'রে এসেছে নজরই করেনি।

"আবার বেশ বরফ পড়তে শুরু করেছে।" অটো বলল।

"চমৎকার! সব কটার জমে মরা উ'চিত, পিশাচের দল!"

"না লিনি!" নরবার্ট ত্বরিতে বলে উঠল। "এই সৈন্যরা এস্ এস্ বাহিনীর লোক নয়। এদের পরাজিত করতে হবে ঠিকই, কিন্তু তুমি যেভাবে এদের সব এক ক'রে দেখছো সেটা ঠিক নয়।"

লিনি ধারালো উত্তর দিল। "আমাদের যারা পাহারা দিয়ে মার্চ করিয়ে এনেছে, তারাও কিন্তু এস্ এস্ বাহিনীর লোক ছিল না। একটা ক'রে মেয়ে বরফের উপর লুটিয়ে পড়েছে আর এদের করুণার বহর দেখেছি, বুঝলে?"

"তা এর থেকে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছলে?" নরবার্টের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। "একটা দেশের প্রতিটি মানুষকে দানব সাব্যস্ত করেই ক্ষান্ত?"

"ভাল করেই জানো যে তোমার মতো জার্মানদের কথা বলিনি।"

"তাহলে তুমি কাদের কথা বলছো? সেইসব কুড়ি বছরের ছেলেদের কথা—হিটলার যখন ক্ষমতা পেল তখন যাদের বয়স আট? আমরা এদের নতুন করে শিক্ষা দেব নাকি ফাঁসিতে লটকাবো? যে-শ্রমিকেরা এইসব কামান আর গাড়ি তৈরি করেছে—কি করতে চাও তাদের নিয়ে?"

লিনি অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল, "জানি না। তুমি এই নিয়ে অনেক চিন্তা করেছ, আমি তো করিনি। কিন্তু আমার মন—"

আন্দ্রে যেমন অকস্মাৎ ওদের ছেড়ে স'রে গেছল, তেমনি অকস্মাৎ আবার দলে যোগ দিল। লিনির কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল, "কমরেড! আমার মনে হয় পাগল আমরা! একঘণ্টা আমরা দাঁড়াই এখানে, দেখি, হাসি—কিন্তু কেন ভাবি না কি হবে এখানে ফ্রিৎজ্ এলে?" আন্দ্রে ব্যগ্রভাবে হাত নেড়ে রাস্তাটা দেখাল। "শত্রুরা পাঁচশ' মিটার। এখানে আসে আমাদের গুলি।"

অটো খুশীর সুরে জিজ্ঞেস করল, "কি দুঃখে এদিকে আসবে? সব জাতির সেরা জাতি এখন চম্পট দিচ্ছে। ওরা এখন তোমার রাশিয়ান ভাইদের কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।"

আন্দ্রে ডান কানের কাছে একটা হাত ডোঙা ক'রেই রেখেছিল। অত্যন্ত

উত্তেজিত ভাবে বলল, "অনেক কারণে এখানে আসে। হয়তো বিমানবিধ্বংসী কামান স্থাতে বসাবে, হয়তো আহতের জন্যে, কি ক'রে জানি?"

"তাহলে এতক্ষণ আসেনি কেন?" অটোর প্রত্যুত্তর। "আমাদের নজরে পড়ার বেশ কয়েক ঘন্টা আগে থেকেই ওরা নিশ্চয় এই পথ ধ'রে এগোতে শুরু করেছে!"

"আচ্ছা জুরেক—," নরবার্ট চট্ ক'রে প্রশ্ন করল, "এই রাস্তাটা কোথায় গিয়ে পড়েছে জিজ্ঞেস করেছিলে?"

"হ্যাঁ—বছমিন্—এ। পোল্যাণ্ড আর জার্মানীর মাঝখানে শহর একটা। কুড়ি কিলোমিটার।"

"দেখলে তো?" অটো বিজয়ীর মতো ঘোষণা করল। "ওখানেই যাচ্ছে। হায় রে—আবার সেই প্রাচীন প্রাণাধিক জন্মভূমিতে ফিরতে হ'ল!"

উত্তর হিসাবে আন্দ্রের কণ্ঠে বিরক্তির অস্পষ্ট প্রকাশ। উত্তেজিত হয়ে ক্রেয়ারের দিকে ফিরল। "অনুবাদ করে দাও! ক্রেয়ার—আমরা ভেবে চিন্তে কাজ করছি না। এখন মনে হচ্ছে আউস্উইৎজ থেকে আমরা সবাই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে বেরিয়েছি। আমরা এত ক্লান্ত আর সেইসাথে এত বেশী নিরাপদ বোধ করতে চাইছি যে কারখানাটাকে একটা স্বপ্নের জগত ক'রে তুলেছি। শত্রু ঘরের দরজার কাছে, আর আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছি, আমাদের পক্ষে যেন বিপদে পড়াটাই অসম্ভব। এতো পাগলামি!"

ক্রেয়ার ক্ষণেকের জন্য নীরব। বিচলিত বোধ করল, হঠাৎ একটা ভয়। সত্যিই কি ওরা অপ্রকৃতিস্থ? আন্দ্রে একটা সাংঘাতিক কথা বলেছে। কিন্তু তবু একটা কথা ওকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে অপসৃয়মান সারি সারি শত্রুর দিকে যখন চেয়ে ছিল, একবারো ওর মনে বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়নি। ধীরে ধীরে অনুবাদ ক'রে শোনাতে শুরু করল, অত্যন্ত বিচলিত। ক্রেয়ার থামতে না থামতেই আন্দ্রে নরবার্টের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল, "তুমি বারো বছর কন্সেন্ট্রেশান ক্যাম্পে। যখন জার্মানের হাতে বন্দুক দ্যাখো ভয় পাও না তুমি? তাহলে কেন ভয় নয় এখন, বাইরে তো জার্মান?"

নরবার্ট ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তা করছিল। হঠাৎ সজোরে দু' হাত ছুঁড়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, "জানি না।" হতভম্বের মতো অন্যদের দিকে তাকাল। "সত্যি, মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুবই দরকার।"

"আন্দ্রে ঠিকই বলেছে।" জিনি ফেটে পড়ল। "ওদের এখানে আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের কি তবে মাথা খারাপ হল ?"

"কিছু—ই হয়নি।" অটো চেঁচিয়ে উঠল। ক্রোধে রক্তবর্ণ, আন্দ্রের দিকে ক' পা এগিয়ে এল। "তোমার মাথা বিগড়োতে পারে এবং সে-কথা তুমিই সবচেয়ে ভালভাবে বলতে পারবে। তা বলে আমাদের দলে টেনো না। ব্যাপারের মধ্যে ভেয়ারমাখ্‌ট্‌-এর দৌড় দেখে আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। তা এটা কি খুবই স্বাভাবিক নয় ? এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি দেখলে মাথায় ঢুকছে না। বছরের পর বছর আমরা এই দিনটির অপেক্ষায় কাটিয়ে এসেছি। ঠিক কিনা ?"

"তাহলে তুমি ভাবো আমরা নিরাপদ এখানে এঁ্যা ?" আন্দ্রে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে প্রশ্ন করল। "হিটলার তোমায় চিঠি দিয়েছে, অঙ্গীকার—?"

"রাশিয়ানরা না আসা পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কোন জায়গাই নিরাপদ নয়।" অটোর কুপিত কণ্ঠ আন্দ্রেকে শেষ করতে দিল না। "তা তোমার খোঁজে আরো নিরাপদ কোন জায়গা আছে নাকি ? গত বছরের শরৎকালের পর থেকে এই গ্রামে একটিও জার্মান নেই। তাছাড়া এক্ষুণি দেখলে পুরো জার্মান রেজিমেন্ট মার্চ করে চলে গেল। মাথা আমাদের খারাপ হয়নি, হয়েছে তোমার।"

নরবার্ট ওদের কাছে এগিয়ে এল। শান্ত কণ্ঠ দৃঢ় উচ্চারণ। "এবার ঠাণ্ডা হয়ে বসে একটু আলোচনা করা যাক্, কেমন ?" পরামর্শের চাইতে আদেশের সুরটাই প্রকট, এবং এর পিছনে রয়েছে সেই শক্তি যা নরবার্টকে এই বারো বছর ধরে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। ওরা দু'জনেই সঙ্গে সঙ্গে নরবার্টের কথায় সায় দিল। জানলা দিয়ে এখনকার মতো জনহীন রাস্তাটাকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, "জুরেক। তুমি একটু নজর রাখো, কেমন ?" দেয়ালের দিকে পিঠ করে নরবার্ট বসে পড়ল। থুতনিটা চুলকে কিছুক্ষণ দুই তার্কিকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। জিনি ঘুম ভেঙে উঠে নরবার্টের যে মূর্তি দেখেছিল, আর এখনকার, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখে একেবারে বিস্মিত। এই ইস্পাত-কঠিন মুখখানা ওকে বল যোগাতে পারে ঠিকই, কিন্তু এ-মুখখানা ও কখনোই চুম্বনে ভরিয়ে দিতে চাইবে না।

"আমরা যাই করি একা কিছু করবো না, সবাই মিলে করবো, কেমন ?" নরবার্ট কোমল স্বরে বলল। "ফের কথা-কাটাকাটি হবার আগেই

এ-ব্যাপারটা সবাইকে খেয়াল করে রাখতে বলছি।" এবারেও অনুরোধের চাইতে আদেশের সুরটাই প্রকট। "অটো, তুমি যা বলেছো সবই ঠিক। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারনি, আন্দ্রে যে জন্যে অস্বস্তি বোধ করছে। তুমি কথাটা স্বীকার না করলেও আমি করি। এতক্ষণ ধরে রাস্তাটার দিকে চেয়েছিলাম, অথচ একবারো কিন্তু আমার মাথায় এ-চিন্তা আসেনি যে জার্মানদের একটা ট্যাঙ্ক হয়তো হঠাৎ কারখানাটার দিকে এগিয়ে আসতে পারে। এমন কোন আন্তর্জাতিক আইন আছে কি যে আসতে পারে না? বলো?"

অটো কাঁধ নেড়ে কথাটা সমর্থন করল।

"কেউ একথা ভেবেছিলে?" নরবার্ট জিজ্ঞেস করল।

নীরবতাপূর্ণ কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে নরবার্ট পুনরায় তার মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করল। "নাও যদি ভেবে থাকো তার মানে কিন্তু এই নয় যে আমাদের সকলেরই মাথা খারাপ। এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে আন্দ্রে। অটো ঠিকই বলেছে, একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখে আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তবে একটা কথা তুমি ঠিকই ধরেছো—আমরা বড় গা এলিয়ে দিয়েছি। আউস্‌উইৎজের পর এমন কোমল শয্যা! কিন্তু তা বলে আমাদের চোখ বুজে শুয়ে থাকার কোন ইচ্ছে নেই। এখন আসল প্রশ্নটা হল—আরেক দল নতুন সৈন্য যদি এদিকে আসে তখন আমরা কি করবো?" নরবার্ট আর সকলের দিকে ঘুরে ঘুরে চায়। "কোন আইডিয়া দিতে পারো?"

"দা, দা!" আন্দ্রে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল। "আমি পারি।" কানের কাছ থেকে হাত নামিয়ে ক্লেয়ারের দিকে ফিরলো। গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে ক্লেয়ারকে রুশ ভাষায় জানাল, ওর তিনটে প্রস্তাব আছে। এবং তিনটি প্রস্তাবই ওরা অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন মনে ক'রে পেশ করছে। কারখানাটা রাস্তার বড় কাছে, বড় সন্দেহভাজন। এ-পর্যন্ত ভাল আশ্রয়স্থলের কাজ করেছে বটে কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে মরণ-ফাঁদে পরিণত হ'তে পারে। তাই ওর প্রথম প্রস্তাব—ক্যারল গ্রামের এমন ক'টি ইচ্ছুক পরিবারকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করুক যারা ওদের আশ্রয় দেবে। এবং কাজটা এখুনি করতে হবে—জুরেক যে রাত না হওয়া পর্যন্ত ক্যারলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে না, তা চলবে না।

সবচেয়ে নিরাপদ সমাধান দু'টি গৃহ—ওদের প্রত্যেকের জন্ত একটি ক'রে। কিন্তু ধরা যাক্ একটা মাত্র বাড়ি পাওয়া গেল—শুধু ক্লেয়ার আর লিলির জন্তে—তাও ভাল, একেবারে কিছুই না পাবার চেয়ে ভাল। সম্ভব হ'লে সন্ধ্যার মুখেই সকলের কারখানা ছেড়ে সরে যাওয়া উচিত। "এবার তাহলে এইটুকু অনুবাদ ক'রে শুনিয়ে দাও।" আন্দ্রের কণ্ঠে উত্তেজনার তীব্রতা।

ক্যারল ওদের জন্তে বাড়ির খোঁজ করবে এ প্রস্তাব সকলেই বিনা বিলম্বে সমর্থন করল। কিন্তু দিনের আলো থাকতে থাকতেই জুরেকের কারখানা ছেড়ে বের হওয়া নিয়ে তীব্র মতবিরোধ। সবাইকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে অটো আন্দ্রের পক্ষ নিল। জুরেক কিন্তু তীব্র বিরোধিতা করল। ওর মতে, শুধু নিজেদের কথা ভাবলেই চলবে না, বন্ধুভাবাপন্ন লোকটির কথাও চিন্তা করতে হবে। অপরিচিত একটা লোক প্রকাশ্য দিবালোকে একশো পঞ্চাশ গজ পথ পায়ে হেঁটে পার হয়ে ক্যারলের বাড়িতে ঢুকবে, গ্রামের একাধিক ব্যক্তির চোখে পড়তে পারে। এবং এর ফল কি হবে কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া ওদের কার্যকলাপে যদি এই প্রমাণ হয় যে ওরা শর্ত অনুযায়ী চলছে না, ক্যারল ভয় পেতে পারে। সব সাহায্য বন্ধ ক'রে দিতে পারে। নরবার্ট জুরেকের সমর্থনে দৃঢ়। যুক্তি দেখিয়ে বলল, এই মুহূর্তে যখন রাস্তায় একটিও জার্মান নেই এত আতঙ্কিত হবারও কারণ নেই। আর পাঁচ ছ'ঘণ্টা পরেই তো অন্ধকার নেমে আসবে।

ভোট নেওয়া হ'ল। লিলি কোন পক্ষেই নেই, অটো দল বদলেছে, একা আন্দ্রে নিজের বক্তব্যে অনড়। ক্লেয়ার দেখল আন্দ্রের মুখের চেহারা লক্ষ্য ক'রে ওর হাসি পাচ্ছে। ভাবছিল, "তুমি একটু একগুঁয়ে ধরণের, তাই না আন্দ্রে?"

আন্দ্রের বাড়তি প্রস্তাবগুলো একটু কষ্টকল্পিত। জোর দিয়ে বলল, রাস্তার ওপর আবার যদি জার্মানদের দেখা মেলে ওরা যেন কারখানার পিছনের জানালাটা দিয়ে বাইরে ঝাঁপ দেয়, ছুটে চলে যায় বনে এবং যতক্ষণ না পথ পরিষ্কার হচ্ছে ওখানেই থাকে। তা ছাড়া যতদিন না বাড়ির ব্যবস্থা হচ্ছে বনেই রাত কাটানো উচিত। নয়তো ঘুমন্ত অবস্থাতেই ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

ক্লেয়ারের অনুবাদ শেষ হলে দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা বিরাজ করে। ঘরের মধ্যে গভীর অস্বস্তির ভাব, ওর প্রস্তাবগুলোর পিছনে কিছু পরিমাণ ইস্পাত-কঠিন যুক্তি যে নেই তাতো নয়। কিছুক্ষণ পরে লিনি একটু হেসে নিরুৎসাহীর মতো বলল, "আন্দ্রে, রোগের চাইতে তার চিকিৎসাটা দেখছি আরো ভয়ানক। আমার মতে ঠাণ্ডায় জমে মরার থেকে গা-গরম রেখে গুলি খাওয়া অনেক ভাল।"

আন্দ্রের উত্তর তৈরিই ছিল। দু'রাত আগে বনে যা বরফ ছিল এখন তার গভীরতা আরো অনেক বেড়েছে। কি ভাবে বরফের মধ্যে গর্ত ক'রে ব'সে থাকতে হয় ও দেখিয়ে দেবে। বাতাসের হাত থেকে পুরো অব্যাহতি। ঠাণ্ডা লাগবে কিন্তু জমে যেতে হবে না।

"তুমি হলফ্ ক'রে বলতে পারো?" নরবার্টের প্রশ্নে অবিশ্বাস প্রকট। "এ-বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে কি?"

"সোভিয়েত সৈন্য ওভাবেই থাকে ওত পেতে।" আন্দ্রের শান্ত কণ্ঠের উত্তর।

"আমাদের মতো পোশাক প'রে?"

"না, গরম জামা আরো থাকে।" আন্দ্রে স্বীকার করল। "কিন্তু সঠিক হয় এটা করি যদি।"

অটো হেসে বলল, "আজ রাতে তুমি না হয় তাই ক'রো। সকালে তোমার চেহারা কেমন খোলে আগে দেখি—মানে আদৌ ফিরে আসো কিনা দেখি!"

"আর ক্লেয়ারের পায়ের কি হবে?" লিনি জিজ্ঞেস করল। "সারা রাত ওখানে কাটাবার পর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?"

আন্দ্রে অস্থির হয়ে ওঠে, ক্ষমাপ্রার্থীর মতো ক্লেয়ারের দিকে চকিত দৃষ্টি হানে। যন্ত্রণাবিদ্ধ স্বরে বলল, "আঃ—পা'র কথা একেবারে ভুল।" তারপর রাশিয়ানে, "কেমন আছে আজ পা দু'টো?"

"তেমন ঠাণ্ডা হয়ে নেই কিন্তু সেই ব্যথাটা এখনো আছে।"

"ওটা কিছুদিন থাকতে পারে।" ভুরু কুঁচকে ক্লেয়ারের দিকে চেয়ে রইল। "বুঝলে—সমস্যাটা কিন্তু ভয়াবহ। কি যে বলব বুঝতে পারছি না। আবার তোমার তুষার-ক্ষত হক এ আমরা চাই না। কিন্তু—" উত্তেজিত ভাবে হাত নাড়ল আন্দ্রে, কথাটা আর শেষ করল না।

ক্লেয়ার শান্ত কণ্ঠে বলল, "ব্যাপারটা এই ভাবে দেখা যেতে পারে—আমি কয়েক ঘন্টা বনে কাটাতে পারি কিন্তু তা বলে সারা রাত কিছুতেই নয়। কাজেই আমাকে ঝুঁকি নিতে হবেই। তার মানে কিন্তু এই নয় যে তোমরাও সকলে মিলে—"

"না।" আন্দ্রে বাধা দিল। "আমি তোমার সঙ্গে থাকবো।"

"আজগুবী কথা ব'লোনা। তুমি কেন—"

"না।" আন্দ্রের সেই এক গোঁ। "আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না ক্লেয়ার।"

ক্লেয়ারের চোখে জল এসে যায়, আন্দ্রের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। "আন্দ্রে তুমি অবুঝের মতো করছো।"

আন্দ্রে কোমল কণ্ঠে বলল, "আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে যাব না। কিছুতেই না।"

"ওহে, সবাই শোনো আমাকে।" জুরেক ব'লে উঠল। "কেন আমরা করি না আন্দ্রের গতকালের প্ল্যান? আমরা রাখি চব্বিশ ঘন্টা পাহারা, পালা করে। এখান থেকে রাস্তা কত—পাঁচশো মিটার? ধরো জার্মান রাস্তা ছাড়ে এখানে আসতে। বন কিন্তু কাছে আমাদের—মাত্র সাত মিটার। জার্মান যদি স্কাউট গাড়ি বা ট্যাঙ্কে চড়ে আসে, যখন এসে পৌঁছয়, চারধার খুঁজে দ্যাখে, ততক্ষণে আমরা লুকোই নিরাপদে বনের মধ্যে।"

নরবার্ট হাঁটুর ওপর একটা চাপড় মেরে বলল, "হ্যাঁ, এ-কথার তবু একটা মানে হয়। দরকার না পড়লে ঠাণ্ডার সঙ্গে যুঝতে হবে না।"

জিনি আনন্দিত ভাবে সায় দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছ। তা আন্দ্রে, এ-ব্যাপারে তোমার কোন আপত্তি আছে?"

"না।" আন্দ্রে যেন এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। "বোধহয় এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

"এটা কি তোমার মনের কথা?" ক্লেয়ার ওকে রাশিয়ানে জিজ্ঞেস করল। "নাকি, আমার জন্যে বলছো?"

আন্দ্রে হাসল। "ভগবানই কেবল সেকথা বলতে পারে। তবে প্রস্তাবটা মন্দ নয়।"

অটোর কণ্ঠে খুশির ঝলক। ঘোষণা করল, "বন্ধুগণ! আমি একটা

বাজি ধরছি। গোলাবাড়িতে আশ্রয় নেবার পরক্ষণ থেকেই আমাদের ভাগ্য খুলে গেছে, তাই না? কাজেই আমি তিনে এক বেট্ ধরছি—রাশিয়ানরা এত তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছে যাবে যে আমাদের আর ছুটে বনে যাবার দরকারই পড়বে না। তিনে এক! কে খেলবে এসো!"

ক্লেয়ার হেসে জিজ্ঞেস করল, "তা বেটের মুদ্রাটি কি? যুদ্ধ শেষ হবার পর মার্কের আর তেমন দামই থাকবে না।"

"কে বলেছে যে মার্কে বেট্ ধরছি? আমাকে কি ক্যাপা ভেবেছো?" অটোর আনন্দিত কণ্ঠের উত্তর। "আমার বেট্ স্নিৎজেল্ দিয়ে ডিনার। ভিয়েনায় আমার একটা চেনা রেস্তোরাঁ আছে, সেখানেই ফয়সালা হবে। তিনে এক—কি ক্লেয়ার, বেট্ ধরবে নাকি?"

ক্লেয়ার ঘাড় নাড়ল। "কোনকালেই আমি স্নিৎজেল্ পছন্দ করতাম না।"

"কি?" অটো অত্যধিক বিস্ময় প্রকাশ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল। "আচ্ছা ফরাসী তনয়া, এই মুহূর্তে আমি যদি পকেট থেকে তিন দিনের বাসী একটা ঠাণ্ডা স্নিৎজেল্ টেনে বার করি—কয়েকটা আরশোলা যার ওপর ব'সে আছে? হাঃ-হাঃ! এরপরেও কি তুমি খেতে চাইবে না?"

"আমি তোমার হাতশুদ্ধু খেয়ে ফেলবো।" ক্লেয়ার উত্তর দিল।

পর মুহূর্তেই অন্যদের দিকে তাকিয়ে ক্লেয়ার নিজেকে প্রশ্ন করল, ওরা এমন আকাশ ফাটিয়ে হাসছে কেন। ক্লেয়ার তো করার মধ্যে একটা লঘু রসিকতা করেছে। তবু গানের আসরের দর্শকদের মতো সকলে হাসির দমকে ফেটে পড়ছে। আশ্চর্য! এবং ক্লেয়ারও তার ব্যতিক্রম নয়। "এটা বোধহয় স্রেফ বেঁচে থাকার তাগিদেই। বেঁচে থাকা এবং মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করা এবং বাড়ির দিকে রওনা হওয়া।"

বেআবরু হৃদয়

১

গোলাবর্ষণ বন্ধ, রাস্তার ওপর একটিও জার্মানকে দেখা যায়নি, বাতাস অবধি নেই। সকালবেলার ঝলক ঝলক উদ্বেগ উদ্গিরণের পর এখন মনে হচ্ছে প্রকৃতি ও মানব উভয়েই পরিশ্রান্ত, কিছুক্ষণ শান্তিতে কাটাতে চাইছে। দুপুরের আগেই ওদের শীতল আহার্য ভক্ষণের পালা শুরু হ'ল। মাথার ওপরকার স্লেট পাথর সদৃশ ধূসর মেঘের রাশি থিয়েটারের পরদার মতো দু'পাশে সরে গেছে, দেখা দিয়েছে উজ্জ্বল সূর্য, নিষ্কলঙ্ক নীল রঙা এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মাঝে। জমাট বাঁধা বরফের বিস্তীর্ণ আবরণ সঙ্গে সঙ্গে ঝলমল ক'রে ওঠে, কে যেন সারা জায়গাটায় ফালি ফালি কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে দিয়েছে। তখনকার মতো জুরেক রাস্তাটার ওপর নজর রাখছিল, সবাইকে ডাক্ দিল. সকলে জানলার কাছে এসে পাশাপাশি দাঁড়ায়। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। এ ওদের আউস্‌উইৎজের প্রাণ অতিষ্ঠকারী নোংরা শীতকাল নয়, সত্যিকার সৌন্দর্যময় শীতকাল, ছেলেবেলা থেকে যেমনটি দেখে আসছে। তীব্র আবেগপূর্ণ স্মৃতিমন্থন শুরু হয়ে যায়। বলাবলি করে স্লেড্ করতে কি মজা লাগে, কি মজা লাগে তুষার কেল্লা আর তুষার মানব গড়তে। আলোচনা করে ক্রিসমাসের আনন্দোৎসবের কথা। ওরা আবেগ বিহ্বল, এখন আর সেই বিভ্রান্তিকর, অশ্রুসজল, পথ-সন্ধানে ব্যাকুল দিনগুলোর কথা মনে পড়ে না। অথচ গত কয়েক বছরের প্রতিটি শীতকালে এই অবাঞ্ছিত দিনগুলোই ছিল ওদের নিয়ত সঙ্গী। তুষার-জমাট প্রান্তরের ওপরে এই এক টুকরো সূর্য প্রত্যেকের মনে এক ঐন্দ্রজালিক বাল্যকালের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে।

দশ মিনিট না যেতেই আবার নেমে এল ধূসর বর্ণ পরদা, সহসা উন্মোচিত হয়েছিল আবার সহসাই যবনিকাপাত। কি আপসোস! তবু ওরা হাসতে হাসতেই মাটির ওপর বসে পড়ল। অটো এই উপলক্ষ্যে কাজ গোছাতে চায়। ফিসফিস ক'রে ক্লেয়ারকে বলল, ওর চোখ দু'টো এই এখুনি দেখা আকাশটার মতোই গাঢ় নীল। সংযতভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লেয়ার অটোর কথা চিন্তা করতে শুরু করল। ভারী লাজুকের মতো করছে অটো, একটা ষোল বছরের ছেলে যেন এই প্রথম একটি মেয়েকে প্রশংসা জানাচ্ছে। অবশ্য ব্যাপারটা হয়তো ঠিক তাই—পঁয়ত্রিশের মতো দেখালেও অটোর বয়স চব্বিশ, ষোল বললেও ভুল হবে না। যে কোন মানুষের পক্ষেই এই বোঝা অসহনীয়।

আন্দ্রে রুশ ভাষায় কথা শুরু করায় ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল। অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলল, "জানো, এই এক্ষুণি আকাশের যে সুন্দর নীল রঙ দেখলাম, তোমার চোখ দু'টো ঠিক ওই রকম।"

হাসি চাপতে ক্লেয়ারকে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হল। কথাটা আন্দ্রে আন্তরিক ভাবেই বলেছে। তাছাড়া ওর প্রতি ক্লেয়ারের অসীম দুর্বলতা। আঘাত দিয়ে কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না। তবু এই যমজ প্রশংসা শুনে মনে হচ্ছিল এ-যেন একটা নাটকের ভাঁড়ামি ভরা সংলাপ। লিনি ইতিমধ্যে আমস্টারডামের এক শীতের রাতের কথা পাড়ায় ক্লেয়ার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করল। এই সুযোগে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে পেরেছে।

"তোমরা ভাবতে পারবে না সে-কি দৃশ্য!" লিনির গর্বিত কণ্ঠ। "তুষারাচ্ছন্ন খালগুলোর ওপর রাস্তার আলো এসে পড়ে, শ্বাসরুদ্ধকারী রূপকথার দেশের মতো। আমি কেবল আশায় আশায় আছি কবে আমার জোয়িকে প্রথম টোবোগানে চড়াব। সূর্য ডোবার ঠিক আগে ওকে স্টাড্‌হাউডারস্কাডে খালের ধারে নিয়ে যাব। ওখানেই চড়বে। ভারী মজা লাগে আর এত সুন্দর।"

ক্লেয়ারের চেপে রাখা হাসি এবার বহিঃপ্রকাশের অন্য পথ পেল। "কি খাল?"

"স্টাড্‌হাউডারস্কাডে।"

"কি বর্বরের মতো ভাষা! এবার বোঝা যাচ্ছে হল্যাণ্ড কেন যে-কোন মুহূর্তে সমুদ্রের গ্রাস হ'তে পারে ব'লে সবাই ভয় পায়। তোদের,

এই হল্যাণ্ডের লোকেদের ভাষা, স্বয়ং প্রকৃতিও সহ্য করতে পারেন না।"

"ওই ত্রাইমেন্ট।" লিনি কাজিলের মতো উত্তর দিল। "কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি-কি একজন মার্জিত সুসভ্য ফরাসী ব্যক্তি ছুটির সময় কোথায় বেড়াতে আসে?"

"কেন? ফ্রান্সের দক্ষিণে।"

"ফ্রান্সের দক্ষিণে। তাহলে বাছা হল্যাণ্ডে টিউলিপ ফোটার সময় হ'লেই এত ফ্রেঞ্চ কচ্‌কচানি শোনা যায় কেন?"

"সে হয়তো ইংল্যাণ্ডের লোকেদের কীর্তি।"

"তা তো বলবিই।" মুখে ঘৃণার ভান ফুটিয়ে লিনি অন্যদের দিকে ফেরে। "এই এনার মতে নতর ডামের চার্চের মতো বিস্ময়কর আর কিছু নেই। ভাবো একবার, একটা পুরো খেত দুধের মতো সাদা টিউলিপে একেবারে ছয়লাপ—আর তার ঠিক পাশের খেতটাতেই বেগনী রঙের টিউলিপ—আর তার পরেরটাতে গোলাপী কিংবা কালো। সত্যি বলছি দম বন্ধ ক'রে দেখার মতো, পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য।"

"কালো টিউলিপ, সত্যি বলছো কালো?" নরবার্ট জিজ্ঞেস করল। "কালো টিউলিপ কখনো দেখিনি।"

"আমাদের ওখানে হয় বইকি। এমন টিউলিপ-ও হয় যেগুলো দেখতে ঠিক অর্কিডের মতো।"

"ভায়োলেটের মতোও দেখতে হয়?" ক্লেয়ার মধুমাখা কণ্ঠে শুধোল।

"হেসে নে, হেসে নে। কিন্তু একবার বসন্তকালে আমাদের ওখানে বেড়াতে আয়, সুর বদলে যাবে।"

"লিনি, শোন্—", ক্লেয়ার বলল। হাসিভরা চোখ। "হল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে সত্যিকার তফাতটা শুনতে চাস্? ব্যাপারটা টিউলিপ নিয়ে নয়, নতর ডাম্ বা খালেরও নয়—"

"জানি-জানি।" লিনি বাধা দিল। "প্যারিসের মাথার ওপরে আকাশের সেই অপূর্ব, অপূর্ব আলো। অন্য কোন শহরে এমনটি নেই। ভগবানের নয়ন থেকে সোজা তোদের ওপর, ফরাসীদের ওপর ঝরে পড়ছে।"

"উঁহু, তাও নয়। বলি শোন্—যুদ্ধের আগের কথা, একটা ভীড়ের বাসে চেপে যাচ্ছিলাম। বাসটা হঠাৎ ব্রেক কষতেই আমি উল্টে পড়ি।

আমার পিছনে এক বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর ঘাড়ে। আচ্ছা বল্‌তো, তুই যদি আমস্টারডামে এরকম একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়তিস্‌, পরক্ষণে কি হ'ত ?"

"কি আবার হ'ত। লোকটা আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করত। আমি বলতাম, 'অত্যন্ত দুঃখিত।' আর লোকটা তখন উত্তর দিত, 'তাতে কি হয়েছে।' "

"ঠিক বলেছিস। কিন্তু আমি যার ঘাড়ে পড়েছিলাম তিনি ফরাসী ব'লেই আমাকে লক্ষ্য ক'রে মাথার টুপিটা একটু কাত করলেন। তারপর বললেন, 'মাদমোয়েজেল, আমি কিন্তু এতটা আশা করিনি।' "

লিনি শুদ্ধ সকলে হেসে উঠল। লিনি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হেসে স্বীকার করল, "নাঃ—এটা ঠিকই বলেছিস্‌। দেখা যাক্‌ কি হয়, প্যারিসে যাবার ইচ্ছে তো রয়েছে, আর সেই সঙ্গে তোর সঙ্গে দেখা করারও। আচ্ছা ক্লেয়ার, আমার জন্যে সুদর্শন চেহারার অপেরা কেপ পরা একটা লোক জোগাড় ক'রে দিতে পারবি তো, যে আমার হাতে চুমু খাবে ?" লিনি একটা গভীর শ্বাস ফেলল। "এ আমার সারা জীবনের স্বপ্ন।"

"লুক্সেমবার্গের বাগানে যে-কোন সময়েই পায়রাদের দেখা পাওয়া যায়।"

"পায়রা ? এটা কি গিগোলোদের ডাক নাম ?"

"আরে না। পায়রা এক ধরণের পাখী।"

"সে জানি যে পায়রা এক ধরণের পাখী। কিন্তু এর সঙ্গে আমার হাতে চুমু খাবার লোকের কি সম্পর্ক ?"

"এরকম কাউকে যদি নাও পাওয়া যায়, লুক্সেমবার্গে পায়রার অভাব হবে না। একটাকে বেছে নিয়ে আদর করতে পারবি, তোর হাতের ওপর ছোট্ট একটু 'মার্ডে' ক'রে দেবে।"

"তুই না।" লিনির উচ্ছ্বসিত হাসি আর থামে না। "তোকে চান করানো দরকার। তোর শরীরের ভেতর আর বাইরে দু'ই নোংরা।"

ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করলে আন্দ্রে ক্লেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। নম্রকণ্ঠে রুশভাষায় বলল, "জানো, এখন আমার কি ইচ্ছে করছে ? ইচ্ছে করছে তুমি যখন চান করবে আমি তোমার পাশে থাকবো, থাকার অধিকার আছে আমার। ভুল বুঝো না। এ শুধু তোমার যত্ন নেবার

জন্যে ভীষণ একটা ইচ্ছে ছাড়া আর কিছু নয়। আমি চাই তুমি কেবল আমার ওপর নির্ভর করো।"

এই নিয়ে আজ দু'বার হল আন্দ্রের কথা শুনে ক্লেয়ারের চোখে জল আসে। ওকে নিয়ে আন্দ্রের কি তীব্র ব্যাকুলতা অথচ এর বদলে ক্লেয়ার ওকে কিছুই দিতে পারেনি। অর্ধেক পিছন ফিরে অস্ফুট কণ্ঠে ক্লেয়ার বলল, "ধন্যবাদ আন্দ্রে। ভয় নেই, ভুল বুঝিনি।"

"এখানে মা নেই কিন্তু আন্দ্রে তো রয়েছে।" আন্দ্রে হালকা ভাবে গত রাতের কথাগুলোর পুনরুক্তি করল।

ক্লেয়ার পিছন ফিরে আবেগের মাথায় স্থূলভাবে বলে উঠল, "আন্দ্রে তুমি শুধু নিজেকে ভোলাচ্ছো। আমার এই অপুষ্ট দেহ দেখতে তোমার একটুও ভাল লাগবে না। তাছাড়া তুমি যদি দেখ, আমারই দারুণ ঘেন্না করবে। তুমি তো আর আমার মা বা বোন নও। তুমি পুরুষ, তুমি চাইবে একটি স্বাভাবিক নারীকে, প্রেমিকাকে। আমাকে নয়।"

"না ক্লেয়ার, তুমি বুঝতে পারছো না।" আন্দ্রের আবেগ-সংযত শান্ত কণ্ঠের উত্তর। "এ যেন আমি বাজনা বাজিয়ে চলেছি আর দেখছি তুমি শুনছো, কিন্তু তোমার কানে কদাচিৎ দু'একটা ধ্বনি এসে পৌঁচচ্ছে। আমি বলতে চাইছি যে, এক একটা ক'রে দিন পেরোচ্ছে আর তার সাথে সাথে তোমার দেহ স্বাভাবিক রূপ ধারণ করছে। এই পরিবর্তন আমি যদি স্বচক্ষে দেখতে পেতাম আমার আর খুশির সীমা থাকত না। তুমি জিজ্ঞেস করবে কেন? কেননা এখন আমাদের যাই ঘটুক না কেন আমার চোখে তুমি সেই নারী যাকে আমি স্ত্রী হিসাবে পেতে চাই। আর কে না তার বৌয়ের আদর যত্ন করতে ভালবাসে?"

"ও আন্দ্রে! আন্দ্রে!" ক্লেয়ার ব'লে উঠল। "আন্দ্রে তুমি আমার চাইতে অনেক এগিয়ে গেছ, তুমি বড্ড সিরিয়াস। এত ভাল নয়।"

"ভাল নয় কেন?" আন্দ্রে সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করল। "আমার তো খুব ভাল লাগে।" আন্দ্রে ঘর ছেড়ে চলে গেল। দরজাটা টেনে দিয়ে গেছে।

ক্লেয়ার দাঁড়িয়ে থাকে, মনে নানা অনুভূতির তোলপাড়, অশান্ত হৃদয়। আন্দ্রের প্রতি যত বিরক্ত বোধ করে তত বা আকর্ষণ। আন্দ্রের উৎকণ্ঠা, আন্দ্রের চোখের আদরমাখা দৃষ্টি প্রলুব্ধকর। ক্লেয়ার জানে যে আন্দ্রের

আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সোহাগময় দৃষ্টি ওর মনের গভীরে কি একটা যেন জাগিয়ে তুলছে—একটা আদিম আনন্দকে। আবার ভাবে, এমনও হতে পারে মানুষটা বিকারগ্রস্ত, নিজেরই তাড়নায় অন্ধ। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

২

সবাই চলে যাবার পর মেয়েরা মাথার রুমাল খুলে ফেলল। ছেলেদের সামনে ওরা এ-কাজটি কখনো করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। শেষ যেবার ওদের মাথায় ক্ষুর বোলানো হয়েছে তারপর পুরো দু'সপ্তাহও পেরোয়নি। সবে মিহি নরম চুলের এক-একটা টুপিতে মাথা ঢাকা পড়েছে। লিলির তামাটে রঙের চুল আর ক্লেয়ারের গম-রঙা সোনালী। এই এক দিনে কার চুল কতটা বাড়ল তাই নিয়ে ঠাট্টা করছে দু'জনে, মনে মনে কিন্তু ভারী ব্যস্ত।

"কালকের তুলনায় আজ তোর চুল খানিকটা বেড়েছে দেখছি।" ক্লেয়ার মন্তব্য করল। "আর এক সপ্তাহ পেরোলেই নির্ঘাত আমাকে উকুন শিকারে হাত লাগাতে হবে। আমার পিচফলের রোঁয়াগুলোর কি খবর?"

"ভালই—দিন তিনেক বয়সের মুরগীর ছানার গায়ে যেমন গজায়। আচ্ছা, ছেলেরা নেড়া হ'লেও তো বেশ আকর্ষণীয় দেখায় অথচ মেয়েদের চুল না থাকলে যেন মেয়ে-মেয়ে বলে মনেই হয় না। কেন বল্‌তো?"

"কোন চিন্তা নেই। মাথায় রুমাল দিয়ে আর ওই জামা চাপিয়ে তোকে বেশ মেয়ে-মেয়েই লাগে। আর তাছাড়া নরবার্ট মোটেই শুধু তোর চুলে হাত দেবে ব'লে ব্যস্ত হয়নি।"

"কি ক'রে জান্‌লি? অ্যালেক্স আমার চুল খুব ভালবাসতো, প্রায়ই চুলে হাত বোলাতো। নিজেই নিজের সুখ্যাতি করছি—আমার খুব সুন্দর চুল ছিল। ঘন আর লম্বা। বিনুনি ক'রে রাখতাম।"

"জানি। তুই বোধহয় ভুলে গেছিস্‌, ভুলুসে ওরা তোর চুল কাটেনি। কিন্তু সত্যি বলছি, তোর এই চেহারাটাই ভাল। তোর খুলির আকারটা ভারী সুন্দর।"

লিলি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। "ওহে বন্ধু এবার তোমার ধরাচূড়া ত্যাগ করো। তোমার মন-মাতানো দেহটা একবার দেখি। ও হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল। তোর মতো অবস্থায় লোকের যখন ওজন বাড়তে শুরু করে প্রায়ই দেখা যায় যে একটি নিজস্ব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল কিন্তু অন্যটার

আর যাংস লাগল না। হ্যাঁ-হ্যাঁ, যার তার কথা নয়, ডাক্তারের মুখে শোনা।"

"আমার কি সৌভাগ্য! শহুরে বিজ্ঞজন দারুণ সমাদর করবে। একটা আঁটোসাঁটো স্কার্ট পরে সারা প্যারিস তোলপাড় ক'রে দেবো।"

লিনি মুখ টিপে হাসতে হাসতে ক্লেয়ারের পশ্চাদ্দেশে ভিজে অন্তর্বাস দিয়ে বাড়ি কশাল। "এবার বল্—কাল রাত্তিরে তোতে আর আন্দ্রেতে মিলে কি করলি? এই যে এক্ষুণি তোর দিকে তাকিয়ে ছিল—বুকভরা ভালবাসা ফুটে বেরোচ্ছিল।"

"জানি, সেইজন্যেই তো কেমন যেন লাগছে।" ক্লেয়ারের কথা শুনতে শুনতে লিনির ঠোঁটে একটা স্নেহের হাসি ফুটে ওঠে। এরমধ্যে একবারই ও ক্লেয়ারের কথায় বাধা দিয়েছে, কোমল কণ্ঠে শুধু বলেছে, "হ্যাঁ, আন্দ্রে সত্যিই ভারী ভাল।" ক্লেয়ারের বর্ণনাও শেষ হল আর সেইসঙ্গে স্নান-পর্ব। লিনি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ও যখন তোকে চুমু খেল কিছু মনে হয়েছিল?"

"দৈহিক ভাবে? না।"

"খারাপ লেগেছিল?"

"একটুও না। কেঁদে ফেলেছিলাম। ওর জন্য ভারী ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম।"

"আমি তোর ব্যাপার বুঝছি না। ওকে তোর ভাল লাগে। উত্তেজিত না হ'লেও চুমু খাওয়াটা পছন্দ করছিস্। তাহলে বেচারা যা চাইছিল দিলি না কেন?"

"কারণ পুরো অনুভব শক্তি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমি কারুর কাছে ধরা দিতে চাই না। আমারও কতকগুলো নিজস্ব দাবি রয়েছে।"

লিনি পোশাক পরা থামিয়ে সন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ক্লেয়ারের দিকে চাইল। "ধর্ পিয়ের যদি এখানে থাকতো, তোকে কাছে পেতে চাইতো?"

"লিনি! তুই এরকম একটা কথা আমায় বলতে পারলি! তুই এত নিষ্ঠুর হ'লি কি ক'রে?"

"কারণ আমি চাইনা তুই নিজেকে নিজে ভুল বোঝাস। যাকে তোর মনে ধরে তার জন্যে তুই কি করতে পারিস্ আমার জানা।"

"না, দেহগত ব্যাপারে জানিস্ না। আন্দ্রে আমার স্বামী নয়। তিন

দিনেরও কম আলাপ ওর সাথে—আমি ওর প্রেমে পড়িনি—তোর এ কথা ভাবার কি কারণ যে আমার কর্তব্য হিসাবে এ-কাজটা করতে হবে ?"

"আমি মোটেই মনে করি না যে ওর প্রতি তোর কোন কর্তব্য আছে। কিন্তু আমরা কেউই স্বাভাবিক মানুষ ন'ই, আমাদের জীবনও স্বাভাবিক ছকে বাঁধা নয়। এরকম না হ'লে আমিও নরবার্টকে নিয়ে এখন যেমন চিন্তা করছি করতাম না। তাই আমার মনে হ'চ্ছে যে ব্যাপারটা আন্দ্রের সঙ্গে তোর কত দিনের আলাপ তা নিয়ে নয়। ব্যাপার অন্য।"

"যেমন ?"

"কাল তুই আমায় জিজ্ঞেস করছিলি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ব ব'লে আমি ভয় পাচ্ছি কিনা। আর আজ সেই স্বপ্নটা দেখেছিস। এটাই তোকে খোঁচাচ্ছে, চেরি! পরিণাম কি হবে এই দুশ্চিন্তা না থাকলে আন্দ্রের সঙ্গে তুই এরকম করতিস্ না।"

ভুরু কুঁচকে ক্লেয়ার খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর অত্যন্ত বিমর্ষ-ভাবে একটু হাসল। "বোধহয় ঠিকই বলেছিস।"

"কিন্তু এ দুশ্চিন্তার কোন মানেই হয় না। আমাদের দু'জনের কারুর পক্ষেই এখন মা হওয়া সম্ভব নয়।"

"কেন ?"

"অতি সহজ ব্যাপার। শুক্র আর ডিম্বাণুর একত্রিত হওয়া দরকার। আমাদের রজস্রাব হয়নি কাজেই ডিম্বাণুরও জন্মাদিহীন।"

"মোটেই তা নয়। পরের সপ্তাহ থেকে আমার যদি রজস্রাব শুরু হয় তার মানে এই মুহূর্তেই, আমার অজান্তেই একটি ডিম্বাণু প্রস্তুত। অর্থাৎ আমি গর্ভধারণে সক্ষম।"

জিনি হাসে। "একথা কি তুই সত্যিই বিশ্বাস করিস্ ?"

"না, আমার শরীরের যে অবস্থা তাতে মনে হয় সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়।"

"বেশ তাই যদি মনে করিস্ তো ভয়কে আঁকড়ে ধরেই ব'সে থাক্। তবে আমি তোকে একটা নিখরচায় উপদেশ দিচ্ছি—আন্দ্রেকে সব খুলে বল্। ও তোর স্বপ্নটার কথা জানবার জন্যে ভারী উৎসুক হয়ে রয়েছে।"

"আমার বলার ইচ্ছে নেই।"

"কেন ?"

"এই ফোবিয়ার জন্তে আমি নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত।"

"ফোবিয়া মানে ?"

"গর্ভসঞ্চারের ভয়।"

"হে ভগবান, কি বোকা রে তুই ! প্রথম কথা হচ্ছে এ-ভয় চিরকাল স্থায়ী হ'তে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যা ঘটেছে তার ওপর তোর কোন হাত ছিল না। তুই কি মনে করিস্ যে আমরা যারা ওই নরক থেকে বেরিয়ে এসেছি তাদের মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পাবি যার গায়ে একটিও ক্ষতচিহ্ন নেই ? কালকের রাতের ঘটনার পর এখন তুই যদি ওকে সব কথা না জানাস, কেবল ঝঞ্ঝাট বাধানোই হবে। ওপর ওপর ও হয়তো তোর মন রাখার জন্য অত্যন্ত বিবেচকের মত চলছে, কিন্তু আসলে ও ক্ষুধার্ত, তোকে পেতে চায়। আমরা যে অবস্থায় রয়েছি তাতে এটা সত্যিই অত্যন্ত অস্বাভাবিক যে তুই ওকে বলবি, তোমাকে আমার ভাল লাগে কিন্তু কাছে আসা চলবে না।"

সহসা ক্লান্তিতে ভরে ওঠে ক্লেয়ারের কণ্ঠ। অস্ফুট স্বরে বলে, "আচ্ছা—ভেবে দেখবো'খন। চল্ আমরা বেরোই, ছেলেরা চান করে নিক্।"

দরজার কাছে এসে লিনি তৃষ্ণার্ত ভাবে মনের বাসনা ব্যক্ত করল। "জানিস্ ক্লেয়ার ! হল্যাণ্ড হয়তো এতদিনে স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। আর আমিও হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই আবার জোয়িকে দেখবো, হয়তো কয়েক সপ্তাহ পরেই। সত্যি, সেদিনটার কথা ভাবতেও পারছি না ! আমার বুকটা বোধহয় আনন্দে খান্-খান্ হয়ে যাবে।" লিনি এবার আচমকা বলে উঠল, "আজ রাত্তিরে নরবার্ট যদি আমায় শিস্ দিয়ে না ডাকে তাহলে ওর সমূহ বিপদ।"

"ডাচ্ মেয়েরা কি ভাবে পুরুষদের ওপর জবরদস্তি করে রে ? এ-পর্যন্ত জানবার সুযোগ হয়নি।"

লিনি হাসল। "সেটাই তো এখন ভেবে বার করার চেষ্টা করছি।"

কারখানার প্রধান কক্ষটিতে ঢুকতেই ওরা দেখল জুরেক আন্দ্রে আর অটো সিঁড়ির ওপরে ব'সে। "ওহে মহিলাবৃন্দ, আমাদের জন্যে সাবানটার আর কিছু অবশিষ্ট রেখেছো ?" অটো বলে উঠল।

ক্লেয়ার একটা মুখভঙ্গি করল। "একটা বিরাট টুকরো রেখেছি। সুগন্ধি সাবান কিন্তু, অসুবিধা হবে না তো ?"

"হবে বইকি। সুগন্ধি না হ'লেই ভাল হ'ত।"

জুরেক হাসল। "কেউ দিক্ তোমায় টুকরো সাবান, সারাটা সাবানে চুমু খাবে, সুন্দরী মেয়ে যেন।"

"হাঃ হাঃ—ঠিক ধরেছে।" দূরের দেয়ালটার দিকে অটো অঙ্গুলি নির্দেশ করল। "ওই যে প্রথম দু'টো জানলা দেখছো, দরকার পড়লে আমরা ওখান দিয়েই পালাব।"

"ও দু'টো কেন?"

"এখানে সব জানলারই দু'টো ক'রে পাল্লা। আমরা দেখতে গিয়ে টের পেলাম যে প্রত্যেকটার বাইরের পাল্লাটা ফ্রেমের সঙ্গে বরফ জমে আটকে গেছে। জুরেকের ছেনি আর আমার ছুরি চালিয়ে কয়েকটা খুলতেই ঘাম ছুটে গেছে। আবার যাতে না জমে যায় তার জন্যে এবার থেকে এই ধরো এক ঘণ্টা অন্তর একবার ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা হবে।"

"হুর্‌রে—ছেলেদের দলের জুড়ি নেই।" লিনি উৎসাহিত কণ্ঠে ঘোষণা করল। "মেয়েদের মাথায় কখনোই এসব চিন্তা আসত না।"

"আন্দ্রের জয়ধ্বনি দাও।" জুরেক বলল। "ও ভাবে।"

আন্দ্রে ঘাড় নাড়ল। "আরে—আমাদের দেশে এই জানলায় আমরা পরিচিত।"

"যাক্—" অটো ব'লে উঠল, "এবার সেই গরম জলে অনেকক্ষণ ধ'রে চান।" মুখের কাছে চোঙের মতো ক'রে দু'হাত তুলে সিঁড়ির দিকে ফিরে চেঁচিয়ে ডাকল, "এই নরবার্ট—এবার নীচে আসতে পারো।"

লিনি জিজ্ঞেস করল, "ওপরে গেছে কেন?"

"তোমরা যতক্ষণ চান করেছ ও রাস্তার ওপর নজর রেখেছে।"

"এবার কি আমরা নজর রাখবো?"

"তার দরকার নেই। ভেতর থেকেই আমরা পালা ক'রে নজর রাখতে পারব।"

ছেলেরা ভেতরকার ঘরটার দিকে এগোতে শুরু করতেই আন্দ্রে রুশ ভাষায় বলল, "চান ক'রে তোমার গালের রঙ খানিকটা ফিরে এসেছে। বেশ লাগছে দেখতে।" তারপর লিনিকে বলল, "এখন ম্যাসেজটাই সঠিক, কেমন?"

"হ্যাঁ, ডাক্তার বাবু।" লিনি মজাদার ভঙ্গিতে উত্তর দিল। আন্দ্রে চলে যেতেই ক্লেয়ারকে বলল, "স্বামী হিসেবে তোর খুব অনুগত হবে—

কোন সন্দেহ নেই। এখনই দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘকালব্যাপী কৃশ শীত-কালটা তুই ছ' ছ'টা পেটিকোট প'রে কাটাচ্ছিস্।''

ক্লেয়ার নাক কুঁচকে বলল, "জ্যোতিষী হিসাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করিস্নি আবার।"

"মনে ক'রিয়ে দিলি—আবার আমাদের জীবিকা-অর্জনের কথা ভাবতে হবে, তাই না? তা সেক্রেটারী আর অনুবাদক—" নরবার্ট ওদের ঠিক ওপরে সিঁড়ির চাতালে এসে দাঁড়াতেই লিনি কথা থামিয়ে দিল। "ওপরের আবহাওয়া কেমন? রাস্তায় নিশ্চয় লোকজন নেই? না হ'লে কি আর চেঁচাতে ছাড়তে।''

"দেখলাম তো কেবল কয়েকটা কাক।''

"এরকম বরফের সময় কাকেরা কি খায়?"

"জানিনা।'' ক্লেয়ারের মাথার ওপরকার ধাপটায় নেমে নরবার্ট যোগ করল, "আর এ নিয়ে মাথাব্যথাও নেই।"

বলার ঢঙ দেখে লিনির হাসি আর ধরে না। নরবার্ট যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে। তারপর হাসি মিলিয়ে যায়, চোখে মুখে ফুটে ওঠে কামনা। সঙ্গে সঙ্গে লিনি গম্ভীর হয়ে যায়। ক্লেয়ার হলফ ক'রে বলতে পারে ওরা দু'জনেই মুহূর্তখানেক না যেতেই বেমালুম ভুলে বসে যে ক্লেয়ার ওখানে রয়েছে। ওদের চোখে চোখ জুড়ে গেছে, নিজেরাই ব'কে চলেছে। তারপর নরবার্ট হাত বাড়িয়ে ধরলে লিনি উঠে দাঁড়ায়। গাল দু'টো রক্তিম, চোখ জ্বলছে। ক্লেয়ারের সঙ্গে কোন কথা না ব'লে, একবারও না ফিরে তাকিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করে।

ওদের পদধ্বনি শুনতে শুনতে ক্লেয়ারের গলার মধ্যে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে ওঠে। ক্লেয়ার অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে। ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে ক্লেয়ার ব্যাকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে, প্রার্থনা জানায়—লিনি খুশী হ'ক, মধুর হ'য়ে উঠুক সময়টা। তারপরেই প্রাণের গভীর থেকে এক দমকায় স্মৃতির ঢেউ জাগে—সূর্যস্নাত সেই অপরাহ্নের কথা, যেদিন ও পিয়েরের প্রেমে পড়ল। কোথায় গেল পিয়েরের সেই প্রাণাবেগ আর প্রশান্তি, ওর কোমল হাসি, উষ্ণ ওষ্ঠ? চিরকালের মতো ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে! পোল্যাণ্ডের

বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝিঝি ভস্ম। "ওগো পিয়ের, আমার পিয়ের।"

৩

থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে দু'জনে সিঁড়ি পেরিয়েছে। কারুর মুখে কথা ছিল না। একতলার মতো দোতলার মাটিতে লাল ইঁটের গুঁড়ো প'ড়ে নেই। খানিকটা জায়গা ঘিরে ক'টা স্বতন্ত্র কক্ষের রূপ দেওয়া। নরবার্ট এমনি একটার দরজা খুলতেই চোখে পড়ল ছোট্ট একটা ঘর, বোধহয় অফিস ছিল। খট্ ক'রে দরজা বন্ধ হ'তেই ওরা মুখোমুখি হ'ল। এখনো দূরে দূরে, কেউ কারুর হাত অবধি ধরেনি।

অন্যদের সামনে এবং নিজেদের মধ্যেও ওদের এত দীর্ঘকাল বেআবরু ভাবে কাটাতে হয়েছে যে ক্ষুধা, ভীতি বা অন্য যে কোন ব্যাপারের প্রকাশ্য ঘোষণায় দ্বিধা বোধ করবার কথাই উঠতে পারে না। ক্ষীণ হেসে লিনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে উঠল। ঠোঁট কাঁপছে। "এত দেরি করলে যে? বুঝতে পারোনি আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি?"

উত্তর দিতে মুহূর্তখানেক সময় নিল নরবার্ট। "আমার ভয় হচ্ছিল।"

"কিসের ভয়?" লিনির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নরবার্টের মুখ ঘুরে গেল।

আবার ক্ষণেকের নীরবতা। "আমার পুরুষত্ব সম্বন্ধে।"

"কেন?"

"কত বছর মেয়েদের সান্নিধ্যে আসিনি।"

হাসতে হাসতে লিনি এগিয়ে আসে। দীপ্ত দৃষ্টি। নরবার্টকে বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলে। ফিসফিস ক'রে বলে, "কিন্তু তোমার চেয়ে বেশী পুরুষত্ব আর কার!"

এবার নরবার্টও ওকে জড়িয়ে ধরে। গলা চিরে অবিশ্বাসের অর্ধস্ফুট কান্না বেরিয়ে আসে, ব'লে ওঠে, "সত্যিই তাহলে একটি মেয়েকে পেলাম।"

লিনি ব্যথিত হয় না। নরবার্ট কি বলতে চায় ঠিকই বুঝেছে। উত্তরের বদলে ওর সারা মুখ কোমল চুম্বনে ভরিয়ে তোলে। তারপর সেই চিরন্তন মধুর ভঙ্গিতে জানায় নরবার্টের তৃষ্ণা ওর ও তৃষ্ণা। নরবার্টকে আদরে আদরে মাতিয়ে তোলে। ওর প্রথম ক্ষুধার্ত চুম্বনেই লিনির মনে এক অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাসের জাগরণ। বিয়ের দিন, স্বামীর বাহুবন্ধনে, এমন কি সন্তান যখন

প্রথম ওর বুকে মুখ রেখেছে তখনও এমন মর্মস্পর্শী প্রগাঢ় উচ্ছ্বাস অনুভব করেনি।

৪

ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে অটো চোরা দৃষ্টিতে ক্লেয়ারের দিকে চাইল। এ-পাশ ও-পাশ দেখতে দেখতে দ্রুত পায়ে ক্লেয়ারের কাছে এগিয়ে এল। "আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ক্ষুরটা প্রথমেই আমার হাতে পড়ল।" উক্তিটির মধ্যে ওর বর্তমান উৎকণ্ঠার বিশেষ জানান মেলে না। একটু ইতস্তত ক'রে এক ডেলা চিনি বার করতে পকেটে একটা হাত পুরল। "আর তিনটে মাত্র আছে—নাও।"

ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করলেও ধন্যবাদ সহকারে ক্লেয়ার গ্রহণ করল।

অটো ঈষৎ জড়ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, "লিনি কোথায়?"

ক্লেয়ার কোন কথা বলল না।

"নরবার্টের সঙ্গে তো?" আচমকা হিংস্র বিস্ফোরণ।

এবার ক্লেয়ার ঘাড় নাড়ল। তীব্র করুণা বোধ করল অটোর জন্যে। আশা করেছিল অটো হয়তো আর কথা বাড়াবে না কিন্তু তার পরেও অটো যখন মুখ খুলল, অবাক হল না।

"জানো—সতেরো বছর বয়সে আমি গ্রেপ্তার হয়েছি।" চাপা গুঞ্জন। গ্রেপ্তার কথাটা জিভে জড়িয়ে গেছল। "কোন সুযোগই পাইনি।" অটো ক্ষণেকের জন্যে থামল। তলার ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। ক্লেয়ার দেখল ওর কপালে ঘামের আস্তরণ। বেদনা ভরা শ্বাস টানল অটো, ওর উত্তপ্ত চোখ ক্লেয়ারের মুখে কি যেন খোঁজে। "কি ভয়ানক না? আমার অভিশপ্ত জীবনটার দিকে একবার্টি খালি চেয়ে দেখো!" মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরকার ঘরের বন্ধ দরজাটার দিকে চকিতে এক পলক দেখে নিল। "ক্লেয়ার, তুমি আমায় সরিয়ে দিও না। প্লিজ—" অটো ওর হাত টেনে নেয়, সংযমহারা কান্নার স্রোত বয়। "গোলাবাড়িতে আমি তোমার হাতে সসেজ গুঁজে দিলে তুমি কেঁদে ফেলেছিলে। বলেছিলে, 'দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম আমরা পুরুষের সহৃদয়তা পেলাম।' প্লিজ্—এবার তুমিও আমার প্রতি সদয় হও। অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আমি তো তখন শিশু, সাত বছর—"

"কিন্তু আমি তা পারিনা।" ক্লেয়ার বলল। অটোর প্রতি গভীর সমবেদনায়। "আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো—আমি তো প্রায় খাটের মড়া। দেহে এখনো প্রাণের সাড়া নেই। অটো—এখন আমার পক্ষে কোন পুরুষকেই সহ্য করা সম্ভব নয়।"

"না-না, ওকথা ব'লোনা।" অটো আর্তনাদ ক'রে উঠল। "তুমি একটুও আমার কথা ভাবছ না।" জ্বরগ্রস্তের মতো ও লিনির হাতে চুমু খেতে শুরু করে। তারপর হাত ধ'রে কাছে টেনে আনে। "একবার আমায় চুমু খেতে দাও, হয়তো—"

"মাইরি বলছি মিথ্যে বলিনি।" ক্লেয়ার এক দমকায় বলল। ব্যাপারটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠায় এবার ওকে বাধ্য হয়ে অতি দ্রুত নিজের সত্য বক্তব্যকেই অতিরঞ্জিত করতে হয়, "আমার স্বামী এখানে থাকলেও আমি পারতাম না। আমি আঘাত পাব অটো, শারীরিক ভাবে এখনো প্রস্তুত নই।"

ধীরে ধীরে ক্লেয়ারকে ও ছেড়ে দিল। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। ক্লেয়ার বেদনা ক্লিষ্ট হৃদয়ে বিব্রত দৃষ্টিতে ওর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভাবছিল, "অটোকে দেখে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স ব'লে ভুল হয় কিন্তু আসলে ও এক হতভাগ্য বালক ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"কিন্তু এরপর যখন তোমার অনুভূতি ফিরে আসবে?" অটোর আকস্মিক চ্যালেঞ্জ। "তখন কি হবে? আর তার হয়তো বেশী দেরিও নেই।"

"দেখা যাক্ কি হয়।"

অটোর চোখ জ্বলে উঠল। "তাহলে শুনে রাখো, আন্দ্রেকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। দিতে হবে আমাকে, আমাকেই!"

"শোনো অটো, আমাদের যে কখন কি হয় তা কেউ বলতে পারে না।"

"যা বলছি শোনো!" অটোর উন্মত্ত কণ্ঠ। "প্রথমে জুরেক একটা মেয়েকে ম্যানেজ করল, এবার নরবার্ট। তুমি কি ভেবেছো আমি চুপটি ক'রে মেনে নেব তোমার আর আন্দ্রের—?" ওর মুখ কুঁচকে উঠল। "আমি ওকে প্রথমেই খুন করবো!"

আতঙ্কে একটা জোর শ্বাস টেনে ক্লেয়ার সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে উঠল "মানে?"

"আমি তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে ওরকম কিছু ক'রো না! এতগুলো বছর এভাবে কাটানোর পর—"

"ওদের পাল্লায় পড়ে তুমিও নাজি হ'লে নাকি?" বজ্রের মতো ক্লেয়ার বাধা দিল। "বহু হত্যাই তো দেখলে। নাকি, এ-কাজটা তোমার বেশ মনে ধরে?"

অটো রাগত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। লাল হ'য়ে উঠেছে। "ঝামেলা হওয়া না-হওয়া সবটাই তোমার ওপর নির্ভর করছে। সেই যদি কাউকে কাছে ডাকো, আমাকেই ডাকতে হবে।"

বিতৃষ্ণা আর ঘৃণার দৃষ্টিতে ক্লেয়ার ওর দিকে চেয়ে থাকে। শেষপর্যন্ত মুহূর্তকাল পূর্বের একটা কথা স্মরণে পড়ায় খানিক ধাতস্থ হয়। মনে মনে আওড়ায়, "এক হতভাগা বালক ছাড়া আর কি, যদিও দেখে বছর পঁয়ত্রিশ বয়স ব'লে ভুল হয়।" ক্লেয়ার ব'সে পড়ল। ধীরে ধীরে কটু স্বরে অটোর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। অটোর রক্তিম মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। "কেমন সাচ্চা কমরেডের মতো আমরা দিনগুলো একসাথে কাটাচ্ছিলাম বলতো! এক এক জন এক এক দেশের লোক অথচ ভাই বোনের মতোই ছিলাম। কোন পক্ষপাতিত্ব বা বোকামি করিনি। নাজিরা যা-যা করেছে আমাদের উচিত তার প্রতিটি ঘৃণা করা। কিন্তু দ্যাখো, এখন তুমি ঠিক নাজিদের মতো খুন করার কথা বলছো।"

নাজি নামক তকমা অটোকে পীড়িত করে, আধো ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে, "সত্যিই কি আর তাই বলেছি।"

"তাছাড়া ক্যাপোদের মতোই তুমি মেয়েদের ম্যানেজ করার কথা বলছো। একটা কথা বলি শোনো! একটা চিরুনি কি একটা আয়না বা একটা সাবানের টুকরো—আউস্‌উইৎজে আমরা এইসব ম্যানেজ করেছি। কিন্তু লিনি আর আমি সাবানের টুকরো নই। আমরা নিজেরাই ধরা দেবো —যদি ইচ্ছে থাকে—আর যাকে চাই শুধু তারই কাছে। অন্য কারুর সাধ্য নেই আমাদের ম্যানেজ করে।"

"ক্লেয়ার, ও শুধু কথার কথা।" অটো নিজের দোষ ঢাকতে চাইল।

"না, শুধু তা নয়!"

ভেতরকার ঘরের দরজাটা খুলে জুরেক বেরিয়ে এল। অটো ওর পায়ের শব্দ পায়নি, হতাশাগ্রস্তের মতো বলল, "তুমি এখন আমায় ঘৃণা করছো

কিন্তু আমি তা চাই না। আমি কি আর সত্যিই খুন করার কথা বলেছি? আমি এখন প্রকৃতিস্থ ন'ই। মুক্তি পেয়ে আমার যেন কি হয়েছে। আর যেন কোন বাঁধন মানতে পারছি না। হঠাৎ আমি সব কিছু চাইতে—" জুরেক কাছে আসতেই অটো স্তব্ধ হয়ে গেল।

"নরবার্ট কোথায়—ও আজ চান চায় না?" ক্ষণেক পরেই জুরেকের চোখ দেখে বোঝা গেল ও ব্যাপারটা আন্দাজ করেছে। ক্লেয়ারকে ছেড়ে এবার অটোর ওপর জুরেকের দৃষ্টি পড়ল। বলল, "আমার মনে হয় গিয়ে দেখা ভাল জানলা আবার জমে যায় কিনা।" জুরেক সরে গেল।

অটো ফিসফিস ক'রে উঠল, "ক্লেয়ার তুমি আমায় ঘৃণা করো না। প্লিজ্।"

"কিন্তু তুমিই তো বাধ্য করাচ্ছ।"

"জুরেককে বোধহয় সাহায্য করা প্রয়োজন।" অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করে পিছন ফিরল। ক্লেয়ারকে কিছু বলার সুযোগই দিল না, পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু' ডেলা চিনি বার করে ওর কোলের ওপর ফেলে দিল। ত্বরিতে সরে গেল।

ওর ছেলেমানুষি ভাব দেখে ক্লেয়ারের হাসতে ইচ্ছে যায় কিন্তু পারে না। ক্রোধে আর আশঙ্কায় থর থর ক'রে কাঁপে। মানসচক্ষে আবার ভেসে ওঠে অটোর সেই বন্য দৃষ্টি, কুৎসিত মুখাবয়ব। ওর ক্ষমা প্রার্থনা অসার। ওর কাছে ছুরি আছে—ও সাত বছর ধরে প্রতিদিন হত্যাকাণ্ড দেখে আসছে —মুক্তি পেয়ে এখন ওর মনে আর কোন বাঁধন না মানার ভাব। সবই ক্লেয়ার বোঝে এবং খুব ভালভাবেই। আর আতঙ্কের কারণই তো তাই।

৫

"কি হ'ল? কিছু বলছো না কেন?" নরবার্ট উদ্বিগ্নভাবে কিছুক্ষণ ধরে একই প্রশ্ন ক'রে চলেছে। "আমি কি তোমায় আঘাত দিলাম? তাহলে কাঁদছো কেন?"

এই যেন প্রথম ওর কথা শুনতে পেয়ে লিনি ঘাড় নাড়ল। দু'চার বার কেঁপে উঠে তারপর চোখের পাতা খুলল। ঠোঁটে হাসি দেখা দিল, তারপর মিলিয়ে গেল, আবার দেখা দিল। একটা শ্বাস ফেলে লিনি ওকে একেবারে জাপটে ধরল। এখনো চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কিছু একটা বলার আন্তরিক তাগিদে ঠোঁট কাঁপে কিন্তু কোন কথা বেরোয় না। শেষে

বিড়বিড় করে বলল, "হে ভগবান।" তারপর একটু বাদে, "না, কোন কষ্ট দাওনি।" আর সর্বশেষ, "কিন্তু না, নরবার্ট, তুমি শুধু আমার দেহটাকেই ভালবাসনি। তুমি ভালবেসেছ আমার বেআবরু হৃদয়টা। তুমি যখন আমায় সব উজাড় ক'রে দিচ্ছিলে মনে হ'চ্ছিল স্বয়ং জীবনই বুঝি আমায় চুমু খাচ্ছে।" লিনি আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। "হে ভগবান। কি অপূর্বই না পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন!"

৬

"ভাবছি, এখন যদি তুমি নিজের মুখটা একবার দেখতে পেতে খুব ভাল হ'ত।" লিনি অস্ফুটস্বরে বলল। ঘরটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা তাই দু'জনেই পোশাক প'রে নিয়েছে। কিন্তু এখনো পরস্পরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে শুয়ে। কথা বলছে আর অপরিতৃপ্ত আনন্দে ওদের হাত ও চোখ দু'টো একে অন্যকে আদর জানাচ্ছে। মাঝে মধ্যে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে কামানের শব্দ। কিন্তু ওদের কানেই ঢুকছে না।

"কেন?"

"ভারী কোমল দেখাচ্ছে। আমি তোমাকে সবসময় এই রকমই দেখতে চাই। আজ সকালে তোমার মুখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছলাম।"

"ঠাট্টা করছো?"

"না। আন্দ্রের সঙ্গে অটোর যখন ঝগড়া হচ্ছিল আর আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব, তোমার মুখটা এক টুকরো ইস্পাত হয়ে উঠেছিল।"

"তাই নাকি? এসব কথা নিজে থেকে কেউ বুঝতে পারে না।"

"এবার কিন্তু ধরতে পেরেছি, ওটা নরবার্টের মুখ নয়, গত বারো বছরের মুখ।" একটা শ্বাস ফেলে লিনি ওর গালে হাত বুলোয়। "সত্যি, কিনা তোমাকে সহ্য করতে হয়েছে! আমি তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, কিন্তু এটা বলতে পারি যে তুমি একটা অপূর্ব মানুষ।"

নরবার্ট লিনির গলার উষ্ণতায় নিজের মুখ চেপে ধরল। "না, আমার সম্বন্ধে ও ভুল ক'রোনা।"

"তোমাকে যেরকম দেখছি তাতে ভুল করার কথা উঠতেই পারে না। তুমি কি ভেবেছো যে অনেক দীর্ঘ-মিয়াদী বন্দীদের কেমন অধঃপতন হয়েছে তা আমি জানিনা? ছিল রাজনৈতিক বন্দী, শেষে বর্বর।"

একটু হেসে নরবার্ট বলল, "বেশ—আমি না হয় অপূর্ব। এবার একটা কথা বলি। জানো, প্রথম থেকেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। এক একটা ঘন্টা পেরিয়েছে আর ভাল লাগার মাত্রাও বেড়েছে। কিন্তু তুমি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছিলে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।"

"তুমি কি অন্ধ?"

"আমি নিশ্চিত ছিলাম না। ভাবছিলাম, দেখে মনে হয় আমাকে ওর ভাল লাগে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কথাটা যখন ওই পর্যায়ে পৌঁছবে ও হয়তো একজন জার্মান ওকে ছোঁবে মনে ক'রেই শিউরে উঠবে।"

"এই ব্যাপার!" লিনির কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। "তাহলে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ পুরুষত্ব-ইত্যাদি ছিলনা?"

"তাও খানিকটা ছিল। একই সঙ্গে দু'টোই।"

লিনি ক্ষণেকের জন্য ওর দিকে গম্ভীর ভাবে চেয়ে রইল। "যতই তোমার কথা জানছি, ততই তোমাকে ভাল লাগছে। কিন্তু নাৎসিদের পাপের বোঝা তুমি কেন নিজের ঘাড়ে চাপাচ্ছ?"

"চাপাচ্ছিনা তো। কিন্তু যা ঘটে গেল তারপর এটা খুবই স্বাভাবিক যে একজন জার্মান চোখে পড়লেই যে-কোন ইহুদী ভাবতে শুরু করবে, 'লোকটি ইহুদী বিদ্বেষী নাকি?' তুমি কি আমার সম্বন্ধে কিছু ভাব নি?"

"না।" লিনি ওকে ত্বরিতে চুম্বন করল।

"না কেন?"

"প্রথম থেকেই সব বুঝতে পেরেছিলাম। আমার জামায় যেমন ইহুদী মার্কা ত্রিভুজ আটকানো ছিল তেমনি আমার চোখটাও খোলা ছিল। শুধু তাই নয়, আরো কিছু কিছু কথা জানি। এই যেমন, ফ্যাসিবাদের প্রথম বলি তোমাদেরই মতো জার্মানরা। তোমার ব্যাজ্‌টা চোখে পড়া মাত্র শ্রদ্ধায় আমার মন ভ'রে উঠেছিল।"

"পৃথিবী যদি স্মরণ রাখে তবেই তো।" নরবার্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুট কণ্ঠে বলল। "আমার খালি মনে পড়ছে সেই অযুত অযুত লোকের কথা, যারা ডাচাউ আর বুখেনভাল্ডে প্রাণ হারিয়েছেন, যাদের প্রত্যেকে মানুষ হিসেবে অপূর্ব। তাবলে তুমি আমায় যা ঠাউরেছো আমি মোটেই সে জাতের ন'ই। বীর তাঁদেরই বলবো যারা বেআইনী কাজে হাত

দিয়েছিলেন। হয়তো আমিও শেষপর্যন্ত তাই করতাম, আবার নাও করতে পারতাম। সিদ্ধান্ত নেবার আর সময় পাইনি।"

"কেন? রাজনৈতিক কারণেই তো তুমি বন্দী হয়েছিলে?"

"তা ঠিক, তবে সেটা নেহাতই পাকেচক্রে।"

"বলো না, শুনি!"

"কেন বলবো? না শুনেই তো তুমি আমার প্রশংসা করছো। এখন সত্যিকথাটা শুনে যদি আমাকে ছেড়ে অটো বা আন্দ্রের প্রতি সদয় হয়ে পড়ো?"

আলতো ভাবে লিনি ওর গালে চড় মারল। "তুমি বড় বাজে ঠাট্টা করো। নাও—এবার বলো।"

"রাইখ্‌স্টাগ্‌ অগ্নিকাণ্ডের কয়েকদিন পরে আমার এক শ্রমিক বন্ধু বিপদে পড়ে। আমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। একসঙ্গে কয়েকটা কাজ করার সূত্রে আলাপ হয়েছিল। সেদিন ও আমাদের বাড়ির উল্টো দিক ধ'রে রাস্তা দিয়ে পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছিল, মাথার একটা ক্ষতস্থান থেকে ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়ছিল। এই দেখে আমি ওকে চেঁচিয়ে ডাকি। ও আমার কাছে ছুটে এসে একটা লুকোবার জায়গা দেবার জন্যে অনুরোধ করে—খয়েরীজামারা ওর পিছু নিয়েছিল। আমি আমাদের বাসাবাড়ির সামনেই ছিলাম, বাড়ির মেয়েরা সবাই বাইরে। ওরা যদি বাইরে না থাকতো তাহলে আমি হয়তো ইতস্তত করতাম। ওর হাত ধ'রে একছুটে আমি নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেলাম। নিশ্চয় কেউ না কেউ আমাদের দেখতে পেয়ে খয়েরীজামাদের ব'লে দিয়েছিল, আর নয়তো ওরা নিজেরাই এত কাছে এসে পড়েছিল যে বুঝতে পেরেছিল কার্ল কোন একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে। কয়েকটা রাস্তা ঘিরে ওরা প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাল। পরে জানা গেল কার্ল রস্টকের কমিউনিস্ট পার্টির এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কাজেই আমাকেও ওরা গুরুত্বপূর্ণ ব'লে ধরে নিল। এই তো ব্যাপার।"

"কিন্তু এটাকে কোন মতেই পাকেচক্রে পড়া বলা যায় না। তুমি ইচ্ছে করলেই ওকে আশ্রয় নাও দিতে পারতে। অনেকেই হয়তো তাই করতো।"

"জানি। কিন্তু লোকে উত্তেজনার মাথায় এমন অনেক কাজই করে—"

"কিন্তু সেটাও কম নয়!" লিনি বাধা দিয়ে বলল। "এর থেকেই একজনের স্বরূপ ধরা পড়ে।"

নরবার্ট ওর কপালে ঠোঁট চেপে ধরল। "সে তুমি যাই ভাবো আমি কিন্তু চাই না আমার সম্বন্ধে তুমি একটা ভুল ধারণা পোষণ কর। আমি ছিলাম এক শিক্ষানবীশ অশিক্ষিত ছুতোর। প্রধান চিন্তা ছিল টাকা। ট্রেড ইউনিয়ানের মিটিংএও কদাচিৎ গেছি। বোঝোই তো, সেসময় একজন শ্রমিকের পক্ষে কিছু রোজগার করা কি দুষ্কর ছিল। আমার মা, আমার বোন, আমার স্ত্রী সবাইকার ভার আমার ওপর। সারা মাসে হয়তো এক সপ্তাহের কাজ পেলাম। যন্ত্রপাতি হাতে করে দরজায় দরজায় ঘুরেছি, যদি একটা চেয়ার বা টেবিল সারাবার থাকে। কাজেই তখন রাজনীতির কথা ভাবিনি। হিটলারের ঠেঙাড়ে বাহিনীর ব্যাপারটা আদৌ ভালচোখে দেখিনি, কিন্তু ওই পর্যন্তই, বিশেষ কিছুই বুঝতাম না। বুঝতে শুরু করলাম ভাচাউয়ে আসার পর।"

নরবার্টের গায়ের ওপর ভর রেখে লিনি তীব্র চুম্বন করল। খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ। তারপর শ্বাস ফেলে লিনি জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাড়ির লোকেদের কি খবর?"

"আমার স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছে।"

"সেকি!"

"ওকে আমি খুব দোষ দিই না। আমাদের সম্পর্কটা আগেও তেমন ভাল ছিলনা। তাছাড়া কেউ গ্রেপ্তার হ'লে নাজিরা তার পরিবারের লোকেদের দারুণ অসুবিধায় ফেলতো।"

"তোমার মা আর বোন?"

"যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন পর থেকে তাদের আর কোন খবর পাইনি। শুনেছি রস্টকে খুব বোমা পড়েছে।"

মুহূর্তের নীরবতা। "বাইরে অন্ধকার হ'য়ে আসছে।"

"সত্যি? সময়কে একই জায়গায় ধ'রে রাখতে পারলে বেশ হ'ত। স্রেফ একশ' বছর এখানে তোমার সঙ্গে শুয়েই কাটিয়ে দিতাম। আচ্ছা সোনা, তোমার কি রঙের চুল?"

"লালচে ধরণের খয়েরি।"

"কতটা পজিয়েছে?"

"তোমার চেয়ে কমই।"

"দেখি না।"

"উঁহু। আগে মেয়েদের মতো বেড়ে উঠুক, তারপর।"

"আমি যদি চোখ বুজে থাকি তাহলে ছুঁতে দেবে?"

"প্রতিজ্ঞা করছো চোখ খুলবে না?"

"করছি।"

"সারাক্ষণ আমাকে চুমু খেতে হবে কিন্তু, তবে তো বুঝতে পারবো যে দেখছ না।"

নরবার্ট হাসল। "পুরুষদের তুমি খুব একটা বিশ্বাস করো না, ঠিক বলিনি?"

"তা নয়, কিন্তু—"

নরবার্টের মুখে ওর মুখ ঢাকা পড়ল। লিনি মাথার রুমালটা পিছনে ঠেলে দিল। নরবার্টের আঙুল রেশমী মাথা স্পর্শ করল। আদর ক'রে হাত বুলোয়। একটু বাদে নরবার্ট রুমালটাকে স্বস্থানে টেনে দিল।

"ওরে লোভী—তোমার এবারের চুমুটা মনে হ'চ্ছে আগেরটার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কি ব্যাপার বলতো?" লিনি উচ্ছ্বসিত।

"কি নরম চুল তোমার।" নরবার্ট ওর ব্লাউজের বোতাম খুলতে শুরু করে। "তুমি না হয়ে অন্য কোন মেয়েও তো আমার কাছে আসতে পারতো, ভাগ্যিস্ তোমাকে পেয়েছি। আমার আনন্দ আর ধরছে না। লিনি, তোমাকে আমার দারুণ লাগে—দারুণ!"

"তোমাকেও আমি প্রচণ্ড ভালবাসি নরবার্ট। শুধু যদি শারীরিক ভাবে স্বাভাবিক হ'তে পারতাম। আমার মুখখানা কোন কালেই সুন্দর ছিল না, কিন্তু চেহারাটা ভালই ছিল।"

নরবার্ট শান্ত কণ্ঠে বলল, "ও সব ভেবো না। তোমাকে যেরকম পেয়েছি তাই আমার কাছে স্বপ্ন।"

"সত্যি কি আনন্দ!" লিনির অস্ফুট কণ্ঠ। "আবার ওমনি ক'রে চুমু খাও নরবার্ট। না-না, দাঁড়াও! আগে আমি—একটু এদিকে ফেরো—হ্যাঁ। নরবার্ট, সোনা আমার।"

আবার খানিকক্ষণের জন্যে এই ফাঁকা ঘরে ওরা সূর্য আর নক্ষত্রের,

আকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্বভার ফিরে পেল। ফিরে পেল সবই, বাদ পড়ল কেবল ওদের ভবিষ্যতের কথা। এবং এই ভবিষ্যতের কথা এমনই একটা প্রসঙ্গ যে কেউই তার উল্লেখ করল না।

৭

ক্লেয়ার এক ফাঁকে উদ্বিগ্ন ভাবে আন্দ্রেকে চটপট জানিয়ে দিয়েছে, "অটো সম্বন্ধে সাবধান। আমার সঙ্গে চুপিচুপি কথা ব'লো না। আজ রাতে পাহারায় থেকো, আমি আসব।"

আন্দ্রে ঘাড় নেড়েছিল। সতর্ক হয়ে গেছে। তারপর বেশ কয়েক-ঘন্টা ধ'রে নিজের "চোলো" নিয়ে নিমগ্ন থাকার ভান করছে কিন্তু ক্লেয়ার দেখেছে ও একবারও অটোর দিকে পিছন ফিরে বসেনি। ক্লেয়ার নিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার ভান করছে।

সেই পীড়াদায়ক সাক্ষাৎকারের পর অটো আর ওর সঙ্গে কথা বলেনি। আন্দ্রেকে অগ্রাহ্য করছে, ক্লারেন্সের সঙ্গেও কথা বলেনি। বললেই চলে। চিন্তামগ্ন, ভীতিপ্রদভাবে উৎকণ্ঠিত, জানলার সামনে পায়চারি করছে। ক্লেয়ার একাধিক বার লক্ষ্য করেছে নীরব আত্মভাষণে ওর ঠোঁট কেঁপে উঠছে, থেকে থেকে বিচলিত ভঙ্গিতে একটা হাত অস্বচ্ছন্দ নড়ে উঠছে।

সন্ধ্যা হয়ে এলে ক্লারেন্স কারেনের বাড়ির দিকে রওনা দেয়। ক্লেয়ারের উত্তেজনা অকস্মাৎ তীব্র রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু একটু পরেই উদ্বিগ্নভাবটা প্রশমিত হয়। অটো যথাপূর্ব পায়চারি করছে, আগের মতোই আন্দ্রের দিকে বিশেষ কোন নজর নেই। ক্লেয়ারের এবার মনে হ'ল অটো খুব সম্ভবত লিলি আর রবার্টের কথাই চিন্তা করছে। ক্লেয়ারেরও তো একই চিন্তা এবং ক্রমেই তা বাড়ছে।

এবার ক্লেয়ার টের পাচ্ছে এরকম স্থূল ভাবে নিজের অক্ষমতার সম্মুখীন হওয়া কি অস্বস্তিকর। লিলির কথা ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে, আবার সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে কে যেন ওকে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে। একটু আগেও ক্লেয়ার ভাবতে পারেনি যে নিজের শারীরিক অবস্থার স্বরূপ সহসা ও নিজের ওপর এত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এমন অকস্মাৎ বিস্ফোরণ ঘটবে সর্বগ্রাসী কামনার। অটোর ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও কল্পনার জাল বুনে চলে: আন্দ্রের সঙ্গে ও একা রয়েছে। কোন

ভয় পাচ্ছে না। দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম দু'জনে আবেগমদির মিলনের পরম উল্লাসের স্বাদ নিচ্ছে। নিজের দেহের ওপর রাগ ধরে ক্লেয়ারের, প্রচণ্ড রাগ। বশ্যতা স্বীকার করছে না দেহটা। প্রাণ ফিরে আসছে না।

ক্লেয়ারকে অবাক ক'রে দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই জুরেক ফিরে এল। ক্লেয়ার উঠে বসল, অটোর সৌজন্যে হাই তুলে খবর জিজ্ঞেস করল।

"তোমার জন্যে তরুণী রবারের জুতো পাই। মনে হয় লাগে ঠিক। আজ রাত্তিরে রুটি পাই না, কিন্তু পেঁয়াজ আর আলুর খোল, ওলকপি আর—বলতো কি ? জোসিয়ার কাছে ছোট সাবান টুকরো।"

অটোর বিচলিত কণ্ঠের হাসি শোনা গেল। "তোমায় পেয়ে ও নিশ্চয় ক্ষেপে গেছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে ?"

জুরেক আপসোসের ভাব করল। "একেবারে শনির ভাগ। জোসিয়ার অসুখ। জ্বর হয়েছে, কাশি।"

"বেচারা।" ক্লেয়ার অনুচ্চকণ্ঠে বলল।

অটোর পেটফাটা হাসি। "একটা দিন তোমার সঙ্গে কাটিয়েই মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। কি কাণ্ড!"

ইতিমধ্যে আন্দ্রে ওর বোর্ডিং একপাশে রেখে দিয়েছে। অধৈর্য হয়ে বলল, "এবার বলো—বাড়ির কথা—কি কারুক বল ?"

জুরেক অসহায়ের ভাব দেখাল "আজ রাতে ও জিজ্ঞেস করে। কিন্তু ওর মনে হয় উত্তর না হবে।"

আন্দ্রে বিড়বিড় ক'রে রাশিয়ানে একটা মুখ খারাপ করল। "কেন ?"

"আমাদের কোন কাগজ নেই। জার্মান আসে যদি, সবাইকার কাছে চাইবে পাসপোর্ট দেখতে। ওরা গুলি করে যে পরিবার আমাদের লুকোয়।"

আন্দ্রে আবার গালি দিল। "খুব খারাপ এটা!"

"এবার যাই তাহলে আমরা ?" জুরেক বলে উঠল। তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ক্লেয়ারের কাছে জানতে চাইল, "আমরা রবার্ট আর জিনিকে ডাকি, সেটা ভাল না কি ?"

ক্লেয়ার মুহূর্তখানেক চিন্তা করল। "না। ওদের যখন মনে হবে নিজেরাই নেমে আসবে।"

চায়চেয় ক'রে ঝোল ভাগ করতে করতে জুরেক প্রশ্ন করল, "খুব খারাপ বলো কেন আন্দ্রে? বনে পালাবার পথ আমাদের রয়েছে—"

"তুমি অনুবাদ ক'রে দেবে, কেমন?" আন্দ্রে কিঞ্চিৎ আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে ক্লেয়ারকে বলল। আন্দ্রে বোঝায় ওর আশা ছিল ওদের নিকটবর্তী সোভিয়েত বাহিনী শত্রুর শেষ প্রতিরোধ ভেঙে ঢুকে পড়বে। কিন্তু মাঝ দুপুরের পর থেকে এদিকের যুদ্ধক্ষেত্র শান্ত। যেসব কামানের আওয়াজ কানে আসছে, সবই অনেক দূর থেকে—আন্দাজ পঁচিশ কিলো-মিটারের মতো। এটা যদি ওই অঞ্চলের একটা সাময়িক অচল অবস্থার ইঙ্গিত হয়, তাহলে ওদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।

ক্লেয়ার অনুবাদ ক'রে শোনালে, অটো তিক্ত মন্তব্য করল, "কিন্তু আমরা তার কি করতে পারি, নাকি পারি কিছু?"

"তাই ভাবছি।" আন্দ্রে বলল।

"দুর্দান্ত। তোমার উর্বর মস্তিষ্ক যদি কিছু উদ্ভাবন করতে পারে আমাদের জানিও। কিন্তু যতক্ষণ না তা হচ্ছে কি হবে কি হবে ক'রে তোমার ওই ঘ্যান-ঘ্যানানি বন্ধ রাখলে কি ভাল হত না? তোমার বাক্য শুনে লাভের মধ্যে এই দারুণ ঝোলটাও এখন তেঁতো ঠেকছে।"

আন্দ্রে উত্তর দিল না।

এই প্রথম ওরা নিঃশব্দে আহার সারল।

তিন সন্ন্যাসী

১

ওদের খাওয়া শেষ হবার একটু পরে লিনি ও নরবার্ট হাজির হল। লিনির প্রথম উচ্চারিত কথাগুলোর মধ্যে অমার্জিত উল্লাসের এমন অভিব্যক্তি যে অটো পর্যন্ত না হেসে পারে না, ঘরের থমথমে আবহাওয়া হাল্কা হতে শুরু করে।

বুদবুদের মতো লিনির মুখে হাসি ফোটে, ঘোষণা করে, "আমাকে দেখে কারুর যদি মনে হয় যে আমি হাঁটছি, তাহলে তার চোখের ডাক্তার দেখাতে যাওয়া উচিত। আমি হাওয়ায় ভাসছি এবং ইহার দ্বারা এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে অ্যাডাম আর ইভ সব জানিয়া শুনিয়াই আপেল ভক্ষণ করিয়াছিলেন।"

লিনির খুশির ভাবকে সমাদর জানিয়ে ক্লেয়ার ঠাট্টার ছলে বলল, "হ্যাঁ, আমারও একই কথা মনে হত, চিরকালই ব্যাপারটা কেমন গড়বড়ে ঠেকত। এবার জানা গেল। তা—এবার কি আমারই তোকে চামচে ক'রে গিলিয়ে দেবার পালা?"

"মোটেই না। কিন্তু পেট জ্বলে যাচ্ছে। খাবার আছে?"

"নরবার্ট সেদ্ধ।" অটো বলল।

মন্তব্য শুনে হাসির হিল্লোল খেলে গেল। তারপর আরো কিছু সমপ্রকার স্থূল রসিকতা। শোবার তোড়জোড় শেষ হ'তে হ'তে দেখা গেল দলের মধ্যে ওপর-ওপর একটা ঐক্য ফিরে এসেছে।

ক্লেয়ারের অন্তরের তোলপাড় অবশ্য থামেনি। সারাদিনের ঘটনাগুলো ওকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে। নির্জনে আন্দ্রেকে কাছে পাবার জন্য প্রাণটা

ছটফট করছে। মনে যেটুকু আবেগের স্ফুরণ তাই প্রকাশের জন্য অধীর। ক্লেয়ার খুব ভালভাবেই জানে যে অন্য কেউ হ'লে, তা সে ব্যক্তিটি যতই আকর্ষণীয় হক না কেন, ওর এরকম লাগত না। কিন্তু আন্দ্রে যে ওর কাছে কিছুই দাবি করবে না ব'লে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। ক্লেয়ার ভাবে, আন্দ্রে বোধহয় নিজেই জানে না ও কত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। কিংবা সঙ্গীতজ্ঞের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সবই হয়তো ধরা পড়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল ওরা শুয়ে পড়েছে। অটো খানিকক্ষণ ধরে অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ ক'রে এখন হাত দু'টোকে বালিশ বানিয়ে চিৎ হয়ে শান্তভাবে শুয়ে। ক্লেয়ার আগেই ফিসফিস করে আন্দ্রেকে বলে রেখেছে যে ও বাথরুমে যাবার ভান করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। অটো যদি না উঠে পড়ে, আন্দ্রে একটু বাদে আসবে।

চুপিসারে কম্বল সরিয়ে ক্লেয়ার উঠে বসল। তিরিশ গোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। উঠে দাঁড়িয়ে আবার অপেক্ষা। অটো পূর্ববৎ নিশ্চল। নরবার্ট আর জুরেকের মাঝখানে শুয়েছে। ক্লেয়ারের মনে হ'ল ওর নাক ডাকার আওয়াজ পাচ্ছে, কিন্তু নিঃসন্দেহ নয় যে ওরই নাক ডাকছে। এবার সতর্কভাবে পা ফেলে এগোয়। পা দু'টো বেশ তফাতে তফাতে রেখেছে, হাঁটু অবধি উঁচু জুতো দুটোর মধ্যে যাতে ঘসা না লাগে। জুতোটা বেশ মানানসই হয়েছে আর সেইজন্যে এত নিঃসাড়ে হাঁটতে পেরেছে যে খুব কাছে না আসা পর্যন্ত আন্দ্রে টেরই পায়নি। আন্দ্রে এতক্ষণে মুখ ফেরাল। জানলার পটভূমিতে মুখের পার্শ্বদৃশ্য। ক্লেয়ার ওর মুখের অর্ধাংশ দেখতে পেল—আধখানা হাসি। আন্দ্রে ঘাড় নাড়লে ক্লেয়ার আবার এগিয়ে চলে। হৃৎস্পন্দন অতি দ্রুত, উত্তেজনায় অধীর। কিন্তু তা সত্ত্বেও দরজাটার মোকাবিলায় দীর্ঘ সময় কাটাল। কব্জাগুলো তৈলবিহীন, একবার ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক'রে ওঠে আর ক্লেয়ার পিছন ফিরে অটোকে লক্ষ্য করে। কয়েক মিনিট পরে পাল্লাদু'টোর ফাঁক্ কোনক্রমে মানুষ গলবার উপযোগী হ'ল। কিছুক্ষণ বাদে আন্দ্রেও এসে পড়ল। আন্দাজে ক্লেয়ারের হাত ধ'রে চুম্বন করল। দু'জনে নীরবে অন্ধকার কক্ষ পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এল। সিঁড়ির মাঝখানে চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে আন্দ্রে কানে কানে বলল, "ক্রিৎজরা এসে পড়ছে কিনা নজর রাখার জন্যে সিঁড়ির কাছে থাকা দরকার।" একটা দেয়ালঘেরা জায়গায় পৌঁছে আন্দ্রে সেখানকার দরজাটা খুলল।

"এখানে একটা জানলা আছে।" ক্লেয়ার ভেতরে ঢুকলে আন্দ্রে দরজাটা পেছন থেকে টেনে বন্ধ করে দিল। ঘর অন্ধকার কিন্তু জানলার ওপর চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি। দু'জনে একসাথে বাইরের দিকে তাকাল। কৃষ্ণবর্ণ ছুটন্ত মেঘভরা আকাশের প্রায় তুঙ্গে উজ্জ্বল চাঁদ। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা—সাদা খেতের মাঝ দিয়ে একটি সরু রেখা।

"ব্যাপার কি?" আন্দ্রে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

ক্লেয়ার সব বলে শেষে যোগ করল, "আজ সন্ধ্যার সময় অটোর রকমসকম দেখেছো তো—একেবারে অস্থির, আপন মনে বকবক করছিল। ওর এই চোখরাঙানি আমি হাল্কা ভাবে নিইনি। আশা করি তুমিও তা নেবে না।"

আন্দ্রে ঘাড় নাড়ল। "ক্লেয়ার, তুমি একটু এখানটায় দাঁড়াবে? তোমাকেও দেখতে পাব আর তোমার কাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তার ওপরও নজর রাখতে পারব।"

ক্লেয়ার জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। "এরকম অস্থির লোকেদের কথা কিছু বলা যায় না, কে জানে কখন কি কারণে ফেটে পড়বে। লিনি আর নরবার্ট ঘনিষ্ঠ হবার আগেও আমরা রাশিয়ানে কথা বললেই ও ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠত। এখন তো আর কথাই নেই। আমার মনে হচ্ছে আমাদের আর গল্প করা চলবে না!"

ঘরে যেটুকু আলো আছে তাতেই ও পরিষ্কার দেখতে পেল আন্দ্রের মুখে অশান্তির ভাব ফুটে উঠেছে। ক্লেয়ার আন্দ্রের হাত ধরল। "আমারই কি ভাল লাগবে আন্দ্রে? কিন্তু উপায় নেই যে।"

"আর কিছু না হোক্ তোমার মনের শান্তির জন্যে অন্তত প্রয়োজন।" আন্দ্রে নিজের মুখের কাছে ক্লেয়ারের হাত তুলে ধ'রে চুম্বন করল। তারপর গালের ওপর চেপে ধরল। "আমি রাজী, আর চুপিচুপি গল্প করব না। কিন্তু আরেকটা কথা—ওর একটা ছুরি আছে বললে না? ছুরিটা ওর কাছ থেকে বাগিয়ে নিতে হবে।"

"কি ক'রে নেবে?"

"যে ক'রেই হ'ক নিতে হবে। নরবার্টের সঙ্গে কথা বলে দেখি, অটোকে ওই সবচেয়ে ভাল চেনে...যাক্, জঘন্য ব্যাপারটা তাহলে একরকম মিটলো। কি বলো?"

"হ্যাঁ, একরকম মিটলো। কিন্তু তুমি ওর ওপর নজর রাখতে ভুলবে না তো ?"

"না-না।"

"দুত্তোর। এ-পর্যন্ত কেমন সুন্দর কাটছিল, সব ওই হতচ্ছাড়াটার জন্যে।"

"আজ থেকে এক বছর পরে, এক বছর কেন এক সপ্তাহ পরেই এর আর কোন গুরুত্ব থাকবে না।" আন্দ্রে অপর হাতটা বাড়িয়ে ধরে। ক্লেয়ারের গালে আঙুল বুলোয়। "আজকের দিনটা আমার একটুও ভাল লাগেনি। কতটুকু সময় পেয়েছি বলো তোমার সঙ্গে কথা বলার? আবার কাল হয়তো আরো খারাপ কাটবে।"

"তুমি সুর তুলবে আর আমি শুনব। তাহলেই আমরা কাছাকাছি চলে আসব।"

আন্দ্রে স্নিগ্ধ কণ্ঠে শুধোল, "সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে এমনি ভাবে থাকতে চাও ?"

ক্লেয়ার মুহূর্তের জন্যে নীরব। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে আন্দ্রের বুকে মাথা রাখল। আন্দ্রে ওকে জড়িয়ে ধরল, ক্লেয়ার ওর গভীর শ্বাসগ্রহণ অনুভব করল।

"আন্দ্রে, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

"বলো।"

"ধরো অটো এখানে নেই, কেউ আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছে না। এর পরেও আমি যদি তোমার কাছে ধরা না দিতাম, তুমি কি কয়েকদিন পরেই বিরক্ত বোধ করতে না ?"

"তুমি তো বলেইছো যে এখনো তুমি অনুভব শক্তি ফিরে পাওনি। এরজন্যে কি কেউ কারুর ওপর বিরক্ত হতে পারে ?"

"নিশ্চয় পারে।"

"সেটা নেহাতই বোকার মতো হবে।"

"না, তা নয়। একটা কারণ আছে। কথাটা আমরা কখনো তুলিনি— পুরুষেরা দেহ বাদ দিয়ে ভালবাসতে পারে না, কিন্তু মেয়েরা পারে।"

"এইটাই কি তোমার দুশ্চিন্তা ?"

"হ্যাঁ।"

আন্দ্রে ওর কপালে চুম্বন করল। "কালকেও তো বলেছি, তুমি আমার

কথা ঠিক বুঝতে পারছো না। তোমার প্রশ্নটা বোধহয় এই যে, আমি তোমার কাছে দৈহিক ভালবাসা প্রত্যাশা করছি কিনা—হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি মনে প্রাণে তা চাই। কিন্তু এটা তো একতরফা কিছু নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তোমার আমার দু'জনেরই অনুভূতি। তুমি যদি অনুভূতিশূন্য হও তাহলে এ মিলন প্রেমের প্রকাশ হবে না, হবে একপ্রকার যান্ত্রিকতা। এবং শেষ পর্যন্ত তুমি আমার ওপর রেগে যাবে। কি তোমার, কি আমার, কারুরই কি এতে ভাল হবে ?"

"সকলেরই একেবারে নিজস্ব কিছু বাসনা থাকে। কখনো কখনো এর নিবৃত্তি আর সব কিছুর চেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে।"

"তা ঠিক, আর সেই সঙ্গে একথাও তোমাকে খোলাখুলি বলছি যে অন্য কোন মেয়ে হলে আমি হয়তো তার সঙ্গে একেবারে বিপরীত আচরণ করতাম। কিন্তু এখন আমার সবচেয়ে প্রয়োজন তোমার ভালবাসা পাওয়া। আমি এমন একটি কাজও করতে রাজী ন'ই যাতে সে-সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে। এমনিতেই তোমার আমার মধ্যে অনেক বাধা, আর বাড়াতে রাজী ন'ই।"

"হ্যাঁ অনেক বাধা আছে, আর আমরা কেউই তা ডিঙোতে পারব না। অন্যায় যে করছি সে তো এই জন্যেই।" ক্লেয়ার আপন মনে ভাবল। ভাবাবেগের এক ঢেউ বয়ে গেল ওর ওপর—আন্দ্রের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতির আর পুনরায় নিজের প্রাণ ফিরে পাবার আকুতিতে ভরা। ক্লেয়ার মুখ উঁচু করল। "তুমি আমাকে চুমু খাওনি কিন্তু।"

আগের রাতের মতোই আন্দ্রের শান্ত চুম্বন। ক্লেয়ারই চাইল এটিকে ভিন্ন কিছুতে রূপান্তরিত করতে। আন্দ্রের ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের মাঝে একটি স্ফুলিঙ্গের বিফল সন্ধান। চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্লেয়ার। "নিজেকে আমি ঘেন্না করি।" ক্লেয়ার ককিয়ে উঠল। "আর বোধহয় আমি প্রাণ ফিরে পাবো না। কোনদিন না! সর্বনাশা আউস্‌উইৎজ্‌! সর্বনাশা এই যুদ্ধ!"

"চুপ্‌-চুপ্‌!" আন্দ্রে ওর মুখে হাত বোলাতে বোলাতে বলল। "এ-রকম পাগলামি ক'রো না। তোমার শরীর ভেঙে গেছে। ক'দিন সময় দাও, তারপর দাবি জানিও।"

"আমি কত আশা করছিলাম—" ক্লেয়ার অস্ফুটকণ্ঠে বলল। শেষ

করল না। ঝুঁকে পড়ে আন্দ্রের ওপর শরীরের ভর রাখল। "রাস্তার ওপর নজর রাখছো তো? আমরা যেন—"

"হ্যাঁ, নজর রাখছি! জানো ক্লেয়ার, চাঁদটা এখন মেঘের পিছনে লুকিয়েছে। সোনা, তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। তোমার পক্ষে কথাটা হয়তো কষ্টকর, কিন্তু তবু না জিজ্ঞেস করে পারছি না।"

"বলো না!"

"ক্যাম্পে তোমার ওপর বলপ্রয়োগ করেছিল?"

ক্লেয়ার মুখ তুলল। "বন্দী মেয়েদের ওপর এই অত্যাচার করা হ'ত বলে ভেবেছো নাকি?"

"কারুর কারুর ওপর তো বটেই।"

"বহু চরম যন্ত্রণার মধ্যেও ওই একটা ব্যাপারে আমাদের কোনদিন মাথা ঘামাতে হয়নি। ও কথা কি ক'রে তোমার মাথায় ঢুকল?"

"একা আমার মাথাতেই কি আর ঢুকেছে! তোমরা ছিলে একেবারেই অসহায়, এস্‌-এস্‌রা কি সে সুযোগ ছেড়ে দেবার লোক?"

ক্লেয়ার হাসল। "বাড়ির লোকেও বোধহয় সবাই এই একই কথা ভাববে। কিন্তু আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়। এস্‌-এস্‌'দের প্রয়োজন মেটাবার মতো মেয়েদের অভাব ছিলনা—যত মহিলা প্রহরী, ইচ্ছুক পোলিশ মেয়েরা বা যাদের ওরা কিনে নিয়েছিল, এরা তো ছিলই। আর আমরা? বিরকেনাউয়ে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথা কামিয়ে দিল—সংক্রামক ব্যাধি নিরাময়ের কক্ষে এক রাত কাটানোর পর থেকেই সারা দেহে উকুন—এক সপ্তাহ না পেরোতেই দুর্গন্ধভরা শরীর, অর্ধেকেই অসুস্থ। আমাদের মধ্যে লোভনীয় বলতে কি পাবে?"

"তাহলে তুমি কি নিয়ে স্বপ্ন দ্যাখো?"

"আচ্ছা! এই কথাটাই তাহলে তোমার মাথায় ঘুরছে?"

"ক্লেয়ার—আমার সোনা, ওই স্বপ্নটা ভয়াবহ। কেন তুমি ওরকম স্বপ্ন দ্যাখো? কি হয়েছিল?"

আন্দ্রের প্রশ্ন শুনেই ও শিউরে উঠল আর অদ্ভুত একটা কাল্পনিক দৃশ্য, অত্যন্ত কষ্টকর, চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্যারিসে ফিরে এসেছে। যে করেই হোক্ ছাত্রাবস্থায় যে ঘরটিতে থাকতো সেখানেই আস্তানা গেড়েছে। সেদিন সূর্য-ঝলসানো বিকেলে ও সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শুয়ে। অক্ষমতাজনিত

কান্নায় ফোঁপাচ্ছে। যে লোকটির বাহুবন্ধনে আবদ্ধ, তার মুখটা এত ঝাপসা যে চিনতে পারছে না কে—পিয়ের, আন্দ্রে, না অন্য কেউ! হঠাৎ ক্লেয়ারের বুক ফালাফালা ক'রে একটা চিন্তার উদয়, "বিক্ষত হৃদয় ভালবাসতে অক্ষম।" কথাগুলো ভাবতেই ক্লেয়ার একটা শিহরণ অনুভব করল। হুঁশ ফিরে এলে আবার মনে পড়ে গেল আন্দ্রের কথা, ওর প্রশ্ন। তীব্র যাতনাভরে নিজেকে প্রশ্ন করল, সারাটা জীবন কি ওকে এই বিক্ষত হৃদয় বয়ে বেড়াতে হবে। কান্নায় ভেঙে প'ড়ে আন্দ্রের সাথে নিজেকে চেপে ধরল। আঁকড়ে ধরল। শিশু যেমন বিভ্রান্তিতে পড়ে তার দাদাকে বা পিতাকে আঁকড়ে ধরে। ওর অন্তরে অন্তরে একটা শিশু কণ্ঠের গোঙানি—'আমার কথা শোনো, আমাকে একটু ভুলিয়ে রাখো! আমার কি হয়েছিল সেই ভয়ানক কথা শোনো!"
এবার ক্লেয়ার বলতে শুরু করে। কাটা কাটা কথা, একজন প্রবল জ্বরগ্রস্তকে যেন মুখ খুলতে বাধ্য করা হয়েছে। বাচনভঙ্গির উপর নিজের কোন কর্তৃত্ব নেই। কণ্ঠস্বর কখনো অস্থির, কখনো ঈষৎ কম্পিত। এক একটা কথা বলছে আর ফুঁপিয়ে উঠছে। "সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের অংশে একটা লোকভর্তি গাড়ি আসে। এর আগে কিন্তু কখনো একটিও গাড়ি আসেনি। কেন যে এসেছিল বলতে পারবো না। বাহাত্তরটি ইহুদী ছেলেমেয়ে, বয়স পাঁচ থেকে বারোর মধ্যে। আমি নথিপত্র দেখেছিলাম, এদের পোলিশদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। গেস্টাপোরা বিরকেনাউয়ের উনুনে পোরার জন্য পাকড়াও ক'রে এনেছিল। আমি জানলা দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। কি সরল আর সুন্দর। এমন সময় আমার অফিসে একটা বৈঠক বসে, আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি. আশেপাশে এস্-এস্ আর ওদের কুত্তাগুলো ছিল। একটা বাচ্চা ছেলের হাতে দেখলাম একটা লালরঙা বিরাট আপেল। এই বছর ছয় বয়স— সাজপোশাক বেশ ভাল, খয়েরি চুল. খয়েরি চোখ, ভারী সুশ্রী, ভারী মিষ্টি দেখতে। আপেলটা নিয়ে খেলা করছিল। মাটিতে গড়িয়ে দিচ্ছিল আর পিছু পিছু ছুটে যাচ্ছিল। গেস্টাপোরা বেরিয়ে আসে। নিজেদের মধ্যে করমর্দন করে। ক্রেশ নামে আমাদের অফিসের একজন ছাড়া বাকী সকলে চলে যায়। ক্রেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে দ্যাখে। তারপর ওর কাছে এগিয়ে যায়। পোলিশে ডাক্ দেয়। ছোট ছেলেটা ঘুরে দাঁড়ায়। ক্রেশ নিচু হয়ে ছেলেটার হাঁটু দু'টো ধ'রে একটা পাক মেরে একটা দেওয়ালের ওপর

আছড়ে মাথা থেঁতলে ঘিলু বার করে দেয়।" ক্লেয়ারের গলা বুজে আসে, পিছনপানে মাথা সরিয়ে নেয়। "কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ক্রেশ আপেলটা পকেটে ভরে নেয়। সেদিনই সন্ধ্যেবেলা ওর বৌ আর ছেলে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে। ছেলেকে কোলে তুলে নেয় ক্রেশ—চুমু খায়—তারপর বলে, 'তোমার জন্যে একটা জিনিষ আছে।'—টেবিলের টানা খুলে আপেলটা বার ক'রে ছেলের হাতে দেয়।"

অর্ধস্ফুট কান্নার সাথে সাথে ক্লেয়ারের শরীরটা শিথিল হয়ে আসে।

২

আঁন্দ্রে ওকে মেঝের ওপর নামিয়ে নিজেও ওর পাশে শুয়ে পড়েছে। চাপাস্বরে আবেগময় কণ্ঠে সান্ত্বনা দিচ্ছে, গায়ে হাত বুলোচ্ছে, ওর কান্নাভেজা মুখে চুম্বন করছে। বেশ খানিকক্ষণ পেরোবার পর ওর শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হয়, কান্না চাপতে পারে। ক্লেয়ার যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে ফিসফিস ক'রে বলে, "এর পর থেকেই আমার মনের মধ্যে কি একটা যেন ছিঁড়ে গেছে। যে শিশু-টিকেই দেখিনা কেন এখন আমি প্রত্যেকের মুখে ওই ছেলেটির মুখের আদল দেখবো। আমার মনে হয় আর বোধহয় আমি মা হ'তে পারবো না। শয়তানটা আমার সন্তানদের হত্যা করেছে।"

আন্দ্রে কোন কথা বলে না। শুধু হাত বুলিয়ে আদর করে, কপালে চুমু খায়।

ক্লেয়ার ভাঙা ভাঙা গলায় অস্ফুটস্বরে বলল, "তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছো তো? পারনি?"

"ক্লেয়ার, সোনা আমার!" অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে আন্দ্রে বলতে শুরু করল। "আমি অনেক শহর পেরিয়েছি যেখানে একটিও বাড়ি নেই, পার্ক নেই, গাছ নেই। আছে খালি ধুলো, মাটিতে কামানের গোলার গর্ত আর কাটা গাছের গুঁড়ি। আর চারিধারে মৃত মানুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পাথরের ফাটলের মধ্যে চোখে পড়েছে সদ্যজাত ঘাসের ডগা। মাথা উঁচু করছে। তোমারো খানিকটা সময় চাই ক্লেয়ার। শরীর হৃদয় ও মনের ক্ষত সারবার সময়। যে নরকে তুমি দু দু'টো বছর কাটিয়েছো তা দান্তেও চিন্তা করতে পারতেন না। নিজেকে একটু সময় দাও, সোনা! কোনকিছুই একই জায়গায় থেমে থাকে না।"

ক্লেয়ার নীরব, আন্দ্রের পায়ে পা ঘেঁষে ব'সে

"আমার মিষ্টি সোনা ক্লেয়ার!" আন্দ্রে নরম সুরে ব'লে চলে। "এখন যদি আমার কাছে একটা যাদু-গালচে থাকতো তোমায় কোথায় নিয়ে যেতাম জানো? একটা নদীর পাড়ে। আমার খুব প্রিয় ছোট্ট একটা জায়গায়। অসংখ্য বটগাছে ভর্তি। বসবার উপযোগী। বুনো ফুলের অনেক ছোট ছোট ঝাড়। নদীর জলটা এত স্বচ্ছ যে মাছগুলোকে সাঁতরে বেড়াতে দেখতে পাবে। যতক্ষণ সূর্য থাকবে নদীর জল ঝিলমিল করবে। আর আমাদের জীবনের মতোই নদীর জল বয়েই চলবে, বয়েই চলবে, কোন বাধাই তার গতিরোধ করতে পারবে না। আর সেই সময় আমি যদি তোমাকে বাজনার মধ্যে দিয়ে আমার হৃদয়ের নিবিড়তম সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারি—"

আন্দ্রে কথা থামাতেই ক্লেয়ার হঠাৎ টের পেল আন্দ্রের শরীরে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব। "কি হয়েছে আন্দ্রে?"

"ট্যাঙ্কের শব্দ!" ক্লেয়ার উঠে বসার আগেই এক লাফে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে জানলার কাছে সরে আসে। "দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু শব্দ পাচ্ছি।"

"রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ?"

"খানিকটা। যাও—এক্ষুনি সবাইকে জানলাটার সামনে দাঁড়াতে বলো। আমি এখানে আছি।"

আন্দ্রের নির্দেশ, মনের মধ্যে হঠাৎ জাগা ভয়, ক্লেয়ার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে ছুটে বেরোয়। সিঁড়ির কাছে এসে অন্ধকারের কথা, পা পিছলে পড়বার কথা খেয়াল হয়। এক পলকে নিজেকে সামলে নেয়। রেলিঙ আঁকড়ে ধরে। আন্দাজে এক-এক পা ফেলে নামা ছাড়া গতি নেই। অত্যন্ত ভীত ব'লে নিজের গতি ও যতটা মন্থর ভাবছিল আসলে তা নয়। দুশ্চিন্তার দরুন সিঁড়ির প্রথম বাঁকের মুখে পৌঁছবার আগেই চিৎকার জুড়ে দিল। "ওঠো ওঠো! লিনি, নরবার্ট—ট্যাঙ্ক--ওঠো ওঠো—জানলার কাছে যাও—আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? ওঠো ওঠো।" চেঁচাতে চেঁচাতেই নীচের তলায় পৌঁছল। অন্যেরা তখন ভেতরের ঘর থেকে ছুটে বেরোচ্ছে।

খানিকক্ষণ পুরো পাগলা গারদের অবস্থা। চারজনের কেউই "ওঠো-ওঠো" ছাড়া আর কোন কথা বুঝতে পারেনি, সবাই মিলে সরবে প্রশ্ন করতে করতে ওর দিকে ছুটে এল। অন্ধকারে, তাড়াহুড়োর মাথায় ছেলেদের কেউ বুঝতেই পারেনি কে চেঁচাচ্ছে, লিনি না ক্লেয়ার।

"ট্যাঙ্ক!" ক্লেয়ার আর্তনাদ করে। "ট্যাঙ্ক! ট্যাঙ্ক!"

কথাটা চাউর হয়ে গেল। ক্লেয়ার নরবার্টের গলা শুনল, "রাস্তার ওপর না এদিকে আসছে?"

"জানি না। আন্দ্রে আওয়াজ শুনেছে। জানলার কাছে পালাও।"

যন্ত্রের মতো ওরা আদেশ পালন করল। নরবার্ট বলে উঠল, "কিন্তু আন্দ্রে কি দেখতে পায়নি? কোথায় সে?"

"আমিও শুনতে পাচ্ছি!" অটো চেঁচিয়ে উঠল।

"ওরা এখানেই আসছে!" জিনির আতঙ্কিত বিস্ফোরণ।

"চুপ্!" নরবার্টের উগ্রকণ্ঠের আদেশ। জানলার কাছে পৌঁছতে যে ক'সেকেণ্ড লেগেছে তারই মধ্যে ওদের কানে এসেছে বহু ভারী ভারী যানের ঘড়ঘড় গর্জন। দ্রুত এগিয়ে আসছে। নরবার্ট ত্বরিতে বলে উঠল, "জুরেক—অটো—জানলা খোলো! আন্দ্রে কোথায় ক্লেয়ার?"

"ওপরে! ও দেখতে পায়নি—"

নরবার্ট বৃষভ কণ্ঠে গর্জে উঠল, "আন্দ্রে—এ—এ, ওরা কি এদিকেই আসছে?"

আন্দ্রের উত্তর খানিকটা জড়িত কণ্ঠের, কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট, "না, রাস্তায় রয়েছে। ক্রিংক্ক টাইগার।"

"চারধার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছো?"

"রাস্তার অর্ধেক খালি। বাকি অন্ধকার।"

"আমরা কি পালাব?"

"এখনো কিছু হয়নি।"

"এখানেই দাঁড়াও।" নরবার্ট ওদের আদেশ দিল। "আমিও দেখি।" ভেতরকার ঘরের দিকে ছুটে গেল।

জুরেক গায়ের জোরে একটা জানলা খুলতেই গায়ে এক ঝলক হিমেল হাওয়া লাগল। অন্ধকারের মধ্যে ধপাস্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল তারপরেই নরবার্টের আর্তস্বর। পড়ে গেছল। আবার উঠে মুখ খারাপ করতে করতেই ছোটে। জুরেক আর অটো দু'জনেই এবার দ্বিতীয় জানলাটায় ধাক্কা লাগায়, অটো গাল দিচ্ছে। ঝপ্ করে পাল্লা দু'টো খুলে গেল।

"ট্যাঙ্ক এখানে আসে না!" আন্দ্রে চেঁচিয়ে উঠল। "আমাদের রাস্তা পেরিয়ে চলে যায়।"

ওরা কান খাড়া ক'রে ভয়ানক গর্জন শোনে, বুঝতে পারে চলে যাচ্ছে। "অনেকগুলোর শব্দ যেন।" জুরেক বলল। তারপর যুদ্ধজয়ীর মতো, "এর থেকে বোঝা যায় পরিষ্কার জার্মানরা এখান থেকে পালায়।"

"হে ভগবান!" লিনি বলে উঠল, "রাশিয়ানরা হয়তো কালই এখানে এসে পড়বে। ভাবো একবার, কালই যদি আসে।"

নরবার্টের কাছ থেকে একটা খুশির চিৎকার ভেসে এল। "আর প্রায় চোখেই পড়ছে না। গোটা কুড়ি নিশ্চয় ছিল। এক একটা দানব, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল।"

"আমরা কি জানলাটা বন্ধ করে দিতে পারি?" ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল। "আমি একেবারে জমে যাচ্ছি।" দুর্বল ভঙ্গিতে ও লিনির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। উরু দুটো কাঁপছে।

"না বন্ধ করার কি আছে?" অটো আনন্দিত ভাবে বলল। "এখানে কেবল ভুয়ো বিপদ্‌-সংকেত শুনে যা ঘাবড়াতে হয়। আমরা সব সুখী খাটমল, পেয়েছি কম্বল। ঠাণ্ডাটা কেমন লাগল? বুঝতে পারছো, আন্দ্রের আইডিয়া মাফিক চললে কি—" হঠাৎ কর্কশস্বরে একটা শব্দ ক'রে অটো ঘুরে দাঁড়ায়। হাঁ ক'রে ক্লেয়ারের দিকে চেয়ে থাকে। দু'জনে গজ খানেক মতো দূরে দাঁড়িয়ে, ক্লেয়ার অন্ধকারে ওর মুখের ভাব দেখতে পায় না কিন্তু বোঝে কি একটা যেন গণ্ডগোল হয়েছে। মুহূর্তখানেক পরে সিঁড়ি দিয়ে আন্দ্রের নেমে আসার শব্দ পেতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ক্লেয়ারের গলা শক্ত হয়ে ওঠে কিন্তু তবু ওর দিকে এগিয়ে আসে। "অটো—"

"তুমি ওর সঙ্গে ওপরে ছিলে!"

"আমরা কথা বলছিলাম।"

"মিথ্যুক! কথা বলার জন্যে চুপিসারে ওপর যেতে হয় না।"

"আমার ঘুম আসছিল না। আমরা চাইনি—"

"মিথ্যুক, মিথ্যুক!" রাগত, আহত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে। সামনে ঝুঁকে দু'হাতে নিজের পেট চেপে ধরে। "আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। মিথ্যুক কোথাকার!"

"অটো, প্লিজ্। বিশ্বাস করো হলফ ক'রে বলছি।"

"মিথ্যুক। সরে যাও।"

লিলি ক্লেয়ারের হাত টেনে ধরল। "আয়।" ক্লেয়ার নিঃসাড়ে কাঁদতে কাঁদতে লিলির পিছু নেয়।

৩

সকলে একস্থানে জড় হয়েছে। ক্লেয়ার চাপা গলায় অটোর কথা বলছিল। নরবার্ট হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। "ব্যস্ ব্যস্। ছুরিটা নিয়ে নিলেই তো হ'ল? এত কথার কি প্রয়োজন। এখানে এলেই আমি ওর কাছে ছুরিটা চাইবো। জুরেক—তুমি দরজাটার কাছে থেকো। ছুরিটা যদি না দেয়, আমি ওকে চেপে ধরবো আর তুমি পিছন থেকে লাফিয়ে পড়বে। আর আন্দ্রে, তুমি তখন ওটা কেড়ে নেবে। চলবে তো?"

"হ্যাঁ।" জুরেক বলল। "কিন্তু ও যদি ঢুকে এল ক্ষেপার মতো হাতে ছুরি—"

"ছেনিটা তৈরি রেখো। দরকার হ'লে কব্জি বা হাতের ওপর মেরো—মাথায় নয়। মেয়েরা ওই কোণে চলে যাও। আন্দ্রে, কি করছো?"

আন্দ্রে গা থেকে মোটা ওভারকোটটা খুলে বাঁ হাতে জড়াচ্ছিল। দ্রুত বলল, "হয়তো ছুরি কোটে লাগল, আমাকে নয়। আমি কি এমনি এমনি সৈন্য।"

"বেশ। ব্যাপারটা একেবারে চুকিয়ে ফেলা যাক্। ওকে ডেকে আনছি।"

"হে ভগবান!" লিলি ধরা গলায় বলল।

দরজাটা খুলে নরবার্ট উঁকি মারল। ঠাট্টার ছলে চেঁচিয়ে ডাকল, "ওরে অটো, এখনো ট্যাঙ্কের ভয়ে লুকিয়ে? ওরা আর তোর খোঁজ করছে না।"

ভেতরের ঘর থেকে অটোর অসংযত শুষ্ক কণ্ঠ শোনা গেল। "নরবার্ট, একবার এদিকে আসবে?"

মুহূর্তের জন্য নরবার্ট ইতস্তত করল। তারপর "আসছি" ব'লেই ঢুকে পড়ল।

লিনি আঁতকে উঠল। "জুরেক, তুমি ওকে একলা যেতে দিও না।"

"কেন? অটো তো হ'ল নরবার্টের পুরোনো কমরেড।"

"আমার জন্যে এখন আর হয়তো তেমনটা নেই। প্লিজ্ যাও—"

জুরেক ভিতরে ঢুকে পড়ল। আন্দ্রে দরজার কাছে এগিয়ে এল। মেয়েদুটি পরস্পরকে আঁকড়ে, উৎকণ্ঠা ভরা সরব শ্বাস-প্রশ্বাস।

"কিছু দেখতে পাচ্ছো আন্দ্রে?"

"না।"

ওরা অপেক্ষা করে। লিনি ফোঁপাতে শুরু করেছে। হঠাৎ জুরেক এসে ঢোকে, পিছু পিছু নরবার্টও। নরবার্ট শান্ত কণ্ঠে বলল, "অটোর স্বভাবটা একটু অস্থির। কিন্তু তা হ'লেও ওর কয়েকটা গুণ আছে যার জন্যে কেলেঙ্কারি হয়না। ছুরিটা পেয়েছি। আমি চাইনি, ওই আমাকে দেবে বলে ডাকছিল।"

"কেন দিল বলেছে?" ক্লেয়ার বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করল।

"বলল উত্তেজিত বোধ করছে, আমাকে রাখতে দিল।"

"বাঃ! সত্যি, অটোর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। কিন্তু তারপর? এখন কি ও ওখানেই একলা ব'সে থাকবে নাকি? সেটা ভারী অশান্তির ব্যাপার হবে।"

"অটোকে আমি যদি চিনে থাকি তাহলে একটু বাদেই ও ফিরে আসছে। আর এসেই এমন একটা ইয়ার্কি করবে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"

আন্দ্রে কোটটা গায়ে চাপিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সবাই কি ঘুমে প্রস্তুত? না একটু বাজনা চায় আগে?"

"হ্যাঁ, এখন বাজনা শোনাই দরকার।" লিনি ওকে বলল। "উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁচেছে। প্রথমে ট্যাঙ্ক, তারপর অটো—হোটেলটা দেখছি আগের মতো তেমন নিরিবিলি নেই।"

"সত্যি।" ক্লেয়ার কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল। "ম্যানেজারের কাছে কাল সকলে মিলে অভিযোগ করলে হয়। পরিচর্যাও ক্রমশ খারাপের দিকে। ঝি আজ সকলে পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে যেতে ভুল করেছে।"

"খুব কি রাত হয়ে গেছে, এখন দেখা করা যাবে না?"

"কার সঙ্গে দেখা করবে?"

"ম্যানেজার।"

"কিসের ম্যানেজার ?"

"সে কিরে ক্লেয়ার! এতক্ষণ কি শুনলি তাহলে? এই হোটেলের ম্যানেজার।"

"মানে? কি বোকারে তুই! কে বলেছে এটা হোটেল, এটা তো ইঁটের কারখানা।"

লিলি প্রাণ খুলে হাসল। "বেশ ভাল লাগছে এবার।"

আন্দ্রের হাতে বোর্ড, ওদের দিকে মুখ ক'রে বসে পড়ল। "আমি যখন বাজাই, রাস্তা নজর রাখো কে ?"

"আন্দ্রের পর কার পালা?" নরবার্ট জুরেককে জিজ্ঞাস করল। "তোমার না অটোর ?"

"আমার।" জুরেক জানলার কাছে সরে এল। "আরে! জোসিয়াকে দেখি।"

নরবার্ট বিদ্যুৎবেগে ওর দিকে ছুটে গেল। "কোথায় ?"

"আমার মনের মধ্যে দেখি।"

নরবার্ট মুখ টিপে হেসে জুরেকের পশ্চাদ্দেশে চপেটাঘাত করল।

"নজর রাখা লাভ কি ?" জুরেক প্রশ্ন করল। "এত অন্ধকার আমি যদি জোসিয়াকে চুমুও খাই তো দেখিনা।"

"চাঁদটা একবার করে মেঘের পেছনে লুকোচ্ছে আবার বেরিয়ে আসছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে খানিকক্ষণ অন্তর একবার ক'রে রাস্তাটা চোখে পড়বে।" নরবার্ট অলস ভঙ্গিতে মেয়ে দু'টির কাছে এগিয়ে এল। ওরা দু'জনে কাঁধের ওপর একটা কম্বল চড়িয়ে পাশাপাশি ব'সে। লিলির পাশে ব'সে নরবার্ট ওর একটা হাত টেনে নিল। লিলি নরবার্টের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে পর গায়ের ওপর হেলান দিয়ে বসল। নরবার্ট বলে উঠল, "কনসার্ট, কনসার্ট।" আগে কখনো ওকে এরকম খুশির সুরে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি।

আন্দ্রে বলল, "সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াবৃন্দ, এক নম্বরে আমি আপনাদের বাজাই আর্মেনিয়ান মানুষদের পুরোনো গান। নাম হয় 'স্বপ্ন'। মা তাঁর শিশুকে গান গাইছে ঘুম পাড়াতে।"

"চমৎকার।" লিনি ওকে বলল। "তুমি গান গেয়ে ঘুম পাড়াবে জেনে এই শিশুটি খুব খুশী।"

আন্দ্রে বোর্ডটার একেবারে ওপরে জায়গা মতো আঙুল রাখল। রুশভাষায় বলল, "ক্লেয়ার, এই অনুষ্ঠান সেই দিনটির উদ্দেশে, প্রথম যেদিন তুমি আর আমি নদীর তীরে ওই বার্চ গাছগুলোর তলায় বসবো। রাজী তো?"

"একশোবার!" প্রবল আবেগে ক্লেয়ার আরো যোগ করল, "তোমার পাশে বসবো, হাত দিয়ে তোমায় জড়িয়ে ধরবো, তোমার প্রেমিকা হব।"

"এ:!" আন্দ্রে দম চেপে ফিসফিস ক'রে বলল। "সত্যি ক্লেয়ার, এরকম যদি হয়— !"

"কনসার্ট, কনসার্ট।" নরবার্ট হাততালি দিতে দিতে আবার বলল।

আন্দ্রে সুর ভাঁজতে শুরু করার পর কয়েক মুহূর্ত না যেতেই ক্লেয়ারের মনে হ'ল আন্দ্রের এই বিশেষ গানটি গাইবার কারণ ও বুঝতে পারছে। সুরটা অপূর্ব, প্রথম কটা তাল মনটাকে ঘরমুখী ক'রে তোলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরিমধ্যে এমন একটা বিষন্ন রেশ আছে যা ওদের এখনকার অবস্থার উপযোগী। ক্লেয়ার চোখ বোজে। আবার মনে পড়ে আন্দ্রেকে সদ্য বলা কথাগুলো। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের ওপর ক্লেয়ারের তেমন আস্থা নেই, কিছুতেই ভাবতে পারছে না সত্যিই একদিন দেখবে আন্দ্রের সঙ্গে নদীর তীরে এসেছে। তা হ'ক, এখন ও আন্দ্রের কাছে হৃদয়টা খুলে ধরতে চায়, জানাতে চায় আন্দ্রের প্রতি ওর আবেগ আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে।

ক্লেয়ারও সুর ভাঁজতে শুরু করল। সহজ সুর, লোকগীতির সুরের মতো বার দু'ই ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হচ্ছে। একটা দরজা ক্যাঁচ্ ক'রে উঠতেই ভাবল, "অটো আসছে"। লিনি হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো এক অদ্ভুত ভাবে আঁতকে উঠল। ঝটিতে ক্লেয়ারের চোখের পাতা খুলে গেল। লিনি যেন ভিরমি খেয়ে এক হাতে ওর উরু চেপে ধরেছে। স্থিরদৃষ্টি ঘরের ওপাশের কিছু একটার ওপর। চোখে দেখার আগেই বুকভরা একরাশ ভয় ব্যাপারটা কি ক্লেয়ারকে জানিয়ে দিল। কে একজন সতর্কভাবে সদর দরজাটা খুলছে।

জীবনে এই দ্বিতীয়বার ক্লেয়ার সাময়িক ভাবে দৃষ্টিশক্তি হারাল। ফের যখন দৃষ্টি ফিরে এল—খোলা দরজার সামনে 'কাপুচিন' সন্ন্যাসীদের মতো পোশাক পরা এক সৈন্য। প্রায় হাঁটু অবধি লম্বা এক সাদা আলখাল্লায়

সামরিক বেশ ঢাকা, হেলমেটের ওপর সন্ন্যাসীসুলভ এক চোখা টুপি, সাদা-দস্তানা পরা হাতে একটা সাব মেশিনগান। ক্লেয়ারের পেটে, বুকে, মাথায় আগুনের অসংখ্য ছুঁচ ফুটছে। ওর মনটা বারংবার নীরব আর্তনাদ করে চলে, "জার্মান না রাশিয়ান?" সৈন্যটা ঘরের মধ্যে কয়েক পা ঢুকল। ওদের কাছ থেকে বড়জোর পনের ফুট তফাতে দাঁড়িয়ে কিন্তু অন্ধকারে এখনো কাউকে দেখতে পায়নি। আরো দু'জন সৈন্য সতর্ক পদে ঘরে ঢুকল। একটা উত্তপ্ত বৈদ্যুতিক চোখ ঝলসে উঠল, ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যেন চাবুকের ঝট্‌কা। ঘরের মেঝেয় ওদের দেখতে পেয়ে শ্বেতমূর্তিদের একজন বিস্ময়সূচক শব্দ করল। একটি কর্কশ কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাণ্ডস্ আপ্!"

ওরা আদেশ পালন করল। বুঝল, নিরাশা আর মনস্তাপ এই কথা দু'টোর সত্যিকার অর্থ কি। সৈন্যটা জার্মানে কথা বলেছে।

"কে তোরা? এখানে কি হচ্ছে?"

জুরেকের ওপর এতক্ষণ ওদের নজর পড়েনি। জানলার কাছ থেকে ও সাথে সাথে বিব্রত সুরে উত্তর দিল, "আমরা স্যার কাছেই থাকি। ক'টা মেয়ের সঙ্গে একটু মজা করছিলাম।"

ফ্ল্যাশ লাইট ঝলসে উঠতেই দেখা গেল জুরেক মাথার ওপর হাত তুলে আনুগত্যের ভাব দেখিয়ে বোকার মতো হাসছে।

"এদের কাছে চলে আয়।"

"ইয়েস্ স্যার।"

"এ-বাড়িতে আর কেউ আছে?"

"তা বলতে পারিনা স্যার।"

"গ্রামের আশেপাশে কোন রাশিয়ান টহলদারী বাহিনী আছে?"

"না স্যার্।"

মুহূর্তের নীরবতা। "ওয়াল্টার, ডিয়েট্রিচের কাছে রিপোর্ট করো।"

"ইয়েস্ স্যার্।" একটা সৈন্য বেরিয়ে গেল।

"এই মাগী—তোরা পালা, বাড়ি পালা!"

লিনি লাফিয়ে উঠল। ক্লেয়ারের দেহ মন অবশ। লিনি ওর হাত চেপে ধরলেও নড়তে পারে না। ওর চোখ আন্দ্রের বিবর্ণ মুখের ওপর আর আন্দ্রের বিষন্ন হতাশ দৃষ্টি ক্লেয়ারের ওপর।

"কি হ'ল?" সৈন্যটা খেঁকিয়ে উঠল। "বেরো!"

"যাও ক্লেয়ার!" আক্রে জার্মানে বলল।

ক্লেয়ার তখন উঠে দাঁড়িয়েছে, লিনির এক হাতের আকর্ষণ দ্রুত টেনে নিয়ে চলেছে দরজার দিকে। বারান্দায় বেরিয়েই ক্লেয়ার গুছিয়ে ওঠে। ঘুরে দাঁড়াতে চায়। লিনি ওকে টেনে বাইরে নিয়ে চলে যায়।

৪

হিমেল হাওয়ার আকস্মিক স্পর্শ আর বাইরে বেরিয়েছে শুধু এই তথ্যটুকুই ক্লেয়ারের জড়তা ঘোচাল। "এই দিকে," বলে লিনি বাঁদিকে ছুটতে শুরু করতেই ক্লেয়ারও ওর পিছু নিল। জিজ্ঞেস করল, "কোথায়? কোথায়?"

"ক্যারলের ওখানে!"

বেশ অন্ধকার। সদ্যপতিত নরম তুষারে প্রায় হাঁটু অবধি ঢুকে যায়। দশ গজ না পেরোতেই দু'জনে হাঁপাতে শুরু করল কিন্তু তবু আপন মনে কথা না ব'লে পারে না পাশাপাশি ছুটছে কিন্তু একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে না। ছেঁড়া ছেঁড়া কথায় আতঙ্ক আর হতাশা ছেটানো। "ওরা না যেন…", লিনি বারবার আওড়ে চলে, "হে ভগবান, ওরা না যেন…ওরা না যেন, ভগবান …দয়া করো, দয়া করো হে ভগবান…"। আর ওদিকে ক্লেয়ার মাতালের মতো বলতে থাকে, "না, না, না, না,…এত নিষ্ঠুর…না, না…"

কারখানা ছেড়ে ষাট গজ মতো এসে ক্লেয়ার দাঁড়িয়ে পড়ল। বুকটা হাপরের মতো উঠছে-পড়ছে। লিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল, "আয়! ওরা যদি বুঝতে পারে আমাদের পিছু নেবে। আমি এগোচ্ছি, তুই পিছনে পিছনে আয়" লিনি দৌড় জোড়ে। ক্ষণেক পরেই ক্লেয়ারও বাধ্য হয়ে কুকুরের মত ক্ষুদ্র পদক্ষেপে এগোতে শুরু করে। আর কেউ বক্‌বক্ করছে না— আউস্‌উইৎজের দু'বছর ওদের পোক্ত করেছে। প্রিয়জন মৃত্যু কবলিত হ'লে, তুমি অন্ধ হয়ে যাবে, বা সংযম হারিয়ে আর্তনাদ করবে, বা অসংলগ্ন ভাবে বক্‌বক্ করবে, মরতে চাইবে। তারপরেই কিন্তু তোমার প্রাণ-রসায়নে কি একটা পরিবর্তন আসবে, তুমি বকবকানি বন্ধ করবে, সংযম ফিরে পাবে, আবার জীবনরক্ষার্থে সংগ্রাম শুরু করবে। ক্লেয়ারের সমস্ত সত্তা দৌড় প্রচেষ্টার সঙ্গে সন্নিবদ্ধ। লিনি ওর আগে আগে পথ তৈরি ক'রে

এগোচ্ছে ব'লে এখন কষ্ট অনেক কম কিন্তু শরীরটা দুর্বলতার ওজর তুলছে।

চাঁদের আলোর একটি ক্ষীণ রেখা এসে পড়ল ওদের সামনে। গজ পঞ্চাশেক দূরে ওদের কিছুটা ডানদিকে একটা বাড়ির চাল চোখে পড়ল। "ওইখানে।" কথাটা বলেই লিনি বাড়িটা লক্ষ্য ক'রে এগোতে শুরু করল। একটু পরে মেঘের আচ্ছাদন আরেকটু সরে গেল। দেখল ওদের বাঁদিকে একটা বাড়ি, এবং এটা আগেরটার চেয়ে কাছে। লিনি ফের দিক্ পরিবর্তন করল। বাড়ির কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে আবার চাঁদ ঢাকা পড়ল। লিনি ক্লেয়ারের চেয়ে দশ গজ এগিয়ে। পৌঁছেই দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করল। নিস্তব্ধ রাতে ওর দরজা-ধাক্কানোর আওয়াজ ক্লেয়ারের কাছে ভীতিপ্রদ ভাবে জোরালো ঠেকল। কিন্তু ও যখন লিনির পাশে এসে দাঁড়াল, পাষাণ-হৃদয় দরজাটা তখনও বন্ধ, ক্লেয়ার নিজেও দু' মুঠো দিয়ে দরজা ধাক্কা দিতে শুরু করল। হাঁসফাঁস করতে করতে ডাকছে, "পানি'য়ে ক্যারল, পানি'য়ে ক্যারল।"

দরজার এক ধারে একটা জানলার কাঁচের পিছনকার কালো পর্দা অল্প একটু ফাঁক হ'ল। ওরা অবশ্য টের পায়নি। এক জোড়া চোখ উঁকি মেরে দেখছে। ক্ষণেক পরে দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হ'ল, একটি পুরুষ কণ্ঠ রুক্ষভাবে পোলিশ ভাষায় বলে উঠল, "কি চাও তোমরা?" ওরা কেবল লোকটির মুখের একপাশ দেখতে পাচ্ছিল।

"আপনি কি পান্ ক্যারল?"

"তোমরা কে?"

মরিয়া হয়ে ক্লেয়ার এক দম্‌কায় সত্যি কথাটা বলে দিল, "কারখানা থেকে। জুরেক বলেনি ওখানে দু'জন মেয়ে আছে?"

"তোমার দেশ কোথায়?"

"ফ্রান্সে।"

"আর তোমার?"

"ও পোলিশ জানে না—হল্যাণ্ডে।"

দরজা উন্মুক্ত হ'ল। ওদের সামনে এক রোগা মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

"আমি ক্যারল, তোমরা এখানে এসেছো কেন?"

"জার্মান সৈন্য—ওরা আমাদের বেরিয়ে যেতে বলল—"

ক্যারল সঙ্গে সঙ্গে ভীত নেত্রে কারখানার দিকে চাইল। "ওরা কি ছেলেদের ধরেছে?"

"হ্যাঁ। আমরা কোথায় লুকোব?"

"এখানে নয়।" আরেকবার কারখানার দিকে তাকিয়ে দ্রুত কণ্ঠে বলল, "টুল-শেড্।" আঙুল দিয়ে দিক নির্দেশ করল। "সোজা যাও, ওই গাছগুলো পেরিয়ে। বাড়ি তালা দেওয়া। রাত্তিরে তোমাদের জন্য খাবার আনবো।"

ক্লেয়ার ত্বরিতে ঘুরে দাঁড়াল। মেঘের পিছন থেকে আবার আংশিক ভাবে চাঁদ দেখা দিয়েছে। শ' খানেক গজ দূরে ঘন এক সারি গাছ দেখতে পেল। আবেগপ্লুত কণ্ঠে বলল, "অশেষ ধন্যবাদ, আপনার মঙ্গল হ'ক!"

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

"ওখানে একটা জায়গা আছে—গাছগুলো পেরিয়ে।"

একটিও বাক্য ব্যয় না ক'রেই জিনি ছুটতে শুরু করল। চাঁদ আবরণ-মুক্ত হচ্ছে, ওদের এখান থেকে গাছগুলো পর্যন্ত পুরো জায়গাটা বেশ দেখা যাচ্ছে। আবার যুঝতে শুরু করল ক্লেয়ার। তুষারের মোকাবিলায় দুর্বল পা, দমফাটা ফুস্‌ফুস্, গলার মাংসপেশীতে অনবরত খেঁচ্‌কা লাগতে শুরু করেছে। সারা মুখ, সারা দেহ বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে। পাতলা রুমালটার নীচে মাথার তালু হিমশীতল। জুতোর ওপর বরফ গলছে। ওর মন ক্রমান্বয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ তাগাদা দিচ্ছে, "এগিয়ে চলো···এগিয়ে চলো।"

তিরিশ গজ সম্মুখে একসার গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ, গুঁড়ি-মোটা ফার গাছ। বরফের ভারে ডালগুলো নুয়ে পড়েছে। গাছের মাথাগুলো চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে কিন্তু মাটির দিকে দু'চার জায়গায় কেবল আলোর ডোরা। অন্ধকারের মধ্যেই নিরাপত্তা লুকিয়ে রয়েছে এবং দু'টি মেয়েই তার সান্নিধ্যে এসে উৎসাহ পায়। জিনির প্রশস্ত মূর্তি লাফাতে লাফাতে একটানা এগিয়ে চলে। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে একটা ক'রে পা পুরো ওপরে টেনে তুলছে। দশ গজ ক'রে এগোচ্ছে আর পিছন ফিরে দেখে নিচ্ছে ক্লেয়ার ঠিক আসছে কিনা। জিনি জানে ও নিজেই কি পরিমাণ ক্লান্ত।

কারখানার কাছ থেকে কতকগুলো মটর-গাড়ির শব্দ ওদের কানে এল, কিন্তু কেউই পিছন ফিরে তাকাল না। লিনি গাছগুলোর কাছে পৌঁছতেই সঙ্গে সঙ্গে আঁধারে ঢাকা পড়ল।

ক্লেয়ার শেষ ক'গজ যেভাবে এগোয় তাকে দৌড় বলেনা, টলমল ক'রে এগোনো। ছায়ার মধ্যে এসেই একপাশে কাত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই লিনি ওর পাশে এসে ব'সে পড়ল। কোলের ওপর মাথা তুলে নিল। কেউই কথা বলতে পারে না। এখনো কপাল দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে, বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি, হাপরের মতো বুক দু'টো ঝলক ঝলক হিমেল বাতাস গিলছে।

মটরের শব্দ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। এর আগে ট্যাঙ্কের যে মাটি কাঁপানো ঘড়ঘড় গর্জন শুনেছিল সেরকম নয়, কিন্তু খুব নিকট থেকে আসছে। ক্লেয়ার ভয় পেয়ে উঠে ব'সে কারখানার দিকে আঙুল দেখাল। লিনি গাছের সারির একেবারে প্রান্তে চলে এল, ক্লেয়ারও খানিক পরে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। এখনো হাঁপাচ্ছে। চাঁদের আলোয় কারখানাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কারখানার দিকের রাস্তাটা লম্বা চোঙওলা কামানে কামানে, লরি ও অন্য বিবিধ গাড়িতে একেবারে সজীব হয়ে উঠেছে।

লিনি ভাঙা ভাঙা বন্য কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরা যে রয়েছে। ওদের কি হ'ল? কতক্ষণ পেরোল? হয়তো ছেড়ে দেবে। না হয় আবার বন্দী হবে। যুদ্ধের পর ফের দেখা হবে। নরবার্ট—"

বিনা জানানে ওদের অনাবৃত দেহে যেন লোহার চাবুক পড়ল, বুকফাটা আর্তনাদ ক'রে উঠল দু'জনেই। মটর গাড়ির শব্দ ভেদ ক'রে কারখানা থেকে বার কয়েকের রাইফেল গর্জন ভেসে এসেছে।

৫

বনের মধ্যে দিয়ে দু'জনে কাঁদতে কাঁদতে টলমল ক'রে এগিয়ে চলে' একে অন্যকে আঁকড়ে, দুঃসহ যন্ত্রণায় শোকে রুদ্ধবাক্। ক্লেয়ারের চোখে ভেসে ওঠে আন্দ্রের পীড়াদায়ক প্রতিচ্ছবি, শেষ যেমনটি ওকে দেখেছে— মাথার ওপর হাত তোলা, নিরাশ মুখাবয়ব, বলছে, "যাও ক্লেয়ার"…আর দু' হাঁটুর মধ্যে একটা পাইনের বোর্ড, ওর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। "অসহ্য," ওর

প্রাণ কেঁদে ওঠে, "না, না, অসহ্য।" আর লিলি, যে এই কয়েক ঘণ্টা আগেই নরবার্টকে অন্তরঙ্গতম রূপে পেয়েছে, একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে বারবার। দেখছে ওকে গুলি করা হ'ল, নরবার্ট লুটিয়ে পড়ল। গুলি করা হ'ল, লুটিয়ে পড়ল।

ওরা কিছু দেখতে পায় না, কিছু বুঝতে পারে না। হৃদয়যন্ত্রণা ছাড়া কিছু না! খেয়ালই করে না যে দূর গগনের ঢাক পেটার আওয়াজ ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে। নতুন সব কামান অগ্ন্যুদ্গার শুরু করেছে। অতিকায় লৌহকান্তের মতো আকাশ ফালাফালা ক'রে উত্তপ্ত ধাতু তীক্ষ্ণরবে ক্রমশ ওদের দিকে এগোচ্ছে। অকস্মাৎ জনা বারো শ্বেত-আলখাল্লা পরা মূর্তি গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে এল। ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠল দু'জনে। এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেল। একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠ রুশভাষায় শুধোল, "কে তোমরা ?"

"পলাতক বন্দী।" ক্লেয়ারের হাঁপধরা কণ্ঠ। "আউস্‌উৎজের।"

"বনের মধ্যে কি করছো ?"

"জার্মানদের কাছ থেকে পালাচ্ছি।"

"কোথায় তারা ?"

"ওই দিকে, একটা কারখানার মধ্যে। ওদের কাছে কামান আছে, আমরা দেখেছি।"

"হ্যাঁ, আমরাও দেখেছি। ওই গাছটার কাছে চলে যাও। আমাদের পিছনে কিছু কাতুশা আছে, এক্ষুনি গান শোনাবে।"

ক্লেয়ারের দেহ কঠিন হয়ে ওঠে, লিলিকে গাছের তলায় টেনে নিয়ে আসে। "কারখানা! ওদের লক্ষ্য! ওদের কাতুশা আছে।"

"ওরা কারখানার ওপর গোলা ছুঁড়বে ?"

"হ্যাঁ কারখানার ওপর, কারখানার ওপর।"

লিলি চিৎকার করে উঠল, কিন্তু কিছু শোনা গেল না। ওদের পিছনে কোন এক জায়গা থেকে রকেটের পর রকেট ছুটে বেরিয়ে গেল। আরোহণ কালের হিসহিসানি শেষে তীক্ষ্ণ কান ফাটানো বজ্র রবে পরিণত হ'ল, ভয়ঙ্কর উল্কার রূপ নিয়েছে। "দাও, ওটা গুঁড়িয়ে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।" লিলি বর্বরের মতো চেঁচায়। কিন্তু সহসা, অতি শীঘ্র, সব রকেট শেষ, কাতুশা আবার নীরব। লিলির আর্তনাদ ফোঁপানিতে পর্যবসিত। "মরে গেছে। ওরা মরে গেছে।"

দু'জনেই দাঁড়িয়ে, মুখে একটিও কথা নেই। দু'জনেই জানে নরবার্টরা না থাকলে কি হ'ত। জানে ওরা নিজেদের প্রাণ দিয়ে ওদের প্রাণ বাঁচিয়েছে, ওদের নারীর মর্যাদা দিয়েছে। আন্দ্রে শুধু বলেছিল, "যাও ক্লেয়ার।" কিন্তু বোঝাতে চেয়েছিল আরো অনেক। "সোনা আমার, এই বিপদে ভরা পৃথিবীতে পারো যদি নিরাপদে থেকো। আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ রইল। যাও সোনা, ভালবাসায় তোমার বুক ভ'রে উঠুক। বুক ভরে উঠুক গানে, আমিও তো তাই শোনাতে চেয়েছিলাম। যাও ক্লেয়ার, সোনা আমার!"

"তোমরা এদিকে এসো।" একটি সৈন্য ওদের বলল। "একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেব।"

পরস্পরকে আঁকড়ে ধ'রে ওরা সৈন্যটির পিছু নিল।